উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,২০০.৮৫ (-১১৪.১৯)
নিফটি : ২৩,৬১৮.০০ (-৩১.৯৫)

শুভমানের নয়া ডেপুটি হলেন রাহুল
‘ছাঁটাই’ ঋষভ ১১

তৃণমূল বিধায়কদের বিদ্রোহ ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ৩৪° সর্বনিম্ন ২৪°	সর্বোচ্চ ৩৩° সর্বনিম্ন ২৫°	সর্বোচ্চ ৩৩° সর্বনিম্ন ২৫°	সর্বোচ্চ ৩৪° সর্বনিম্ন ২৪°

ফের বাড়ল পেট্রোল, ডিজেলের দাম ৯

শিলিগুড়ি ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 20 May 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 2

গোরুকে আদরে কমে রক্তচাপ!

গোরুকে আদর করলে ব্লাড প্রেশার কমে যেতে পারে। গোরুর গলকম্বল কিংবা পিঠের কুঁজে হাত বোলালে দ্রুত রক্তচাপ নামে।

গোবরেরও রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আছে।

কলকাতা, ১৯ মে : গো-ধনের অপার মহিমা! সেই মাহাত্ম্য কীর্তন খোদ রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রীর মুখে। রক্তচাপ নাকি সারিয়ে দিতে পারে গোরু! শুধু গোরুকে আদর করলে নিমেষে নিরাময় হবে রক্তচাপ। প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এর আগেও গো-ধনের নানা মহিমা প্রচার করেছিলেন। তখন অবশ্য তিনি মন্ত্রী ছিলেন না। মন্ত্রিত্ব পেয়ে তাঁর দেওয়া রক্তচাপ নিরাময়ের পরামর্শের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটা, তা অবশ্য তিনি জানাননি।

বাংলায় তাঁর দলের প্রথম সরকারের নির্দেশে ইতিমধ্যে প্রচুর গোরুহাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাতে গোরুর কেনাবেচা কমে গিয়েছে। এতে খাটাল ও গোরু ব্যবসায়ী শুধু নয়, যাঁরা গো-পালন করেন, তাঁদেরও জীবিকায় ধাক্কা লেগেছে। এই সময়ে দিলীপের মন্তব্য নিঃসন্দেহে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। তাঁর কথায়, ‘গোরুকে আদর করলে ব্লাড প্রেশার কমে যেতে পারে।’ কীভাবে আদর, তারও ব্যাখ্যা ছিল প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রীর মুখে।

তিনি জানিয়েছেন, গোরুর গলকম্বল কিংবা পিঠের কুঁজে হাত বোলালে দ্রুত রক্তচাপ নামে। এই তত্ত্বের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কথা অবশ্য কোথাও মেলেনি। দিলীপ কোনও সরকারি কর্মসূচিতে ওই কথা বলেননি। মঙ্গলবার কলকাতার কাঁকুরগাছিতে তিনি একটি চা চক্রে যোগ দিয়েছিলেন। চা চক্র অনেকদিন থেকে দিলীপের প্রিয়। তাঁর কথায় চায়ে পে চর্চা। মঙ্গলবার তেমন কর্মসূচিতে উঠে এল গো-ধন চর্চা। শুধু রক্তচাপ নয়, শরীরের কোথাও ফুলে গেলে গো-ধনে তারও প্রতিকারের ‘মহৌষধ’-এর খোঁজ দিয়েছেন তিনি।

কী সেই ‘মহৌষধ?’ প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রীর কথায়, ‘গোবরেরও রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আছে।’ নিজের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের শরীরে ফোলার সমস্যার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘চিকিৎসকের কাছে না নিয়ে গিয়ে শরীরের ফোলা অংশে গোবরের প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাতে চটজলদি অসুখ কমে গিয়েছিল।’ গোবরের দিলীপের বলা এই গুণাগুণ কতটা বাস্তবসম্মত, কীভাবে তিনি এই গুণের খোঁজ বললেন, তা অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা করেননি।

গোরু নিয়ে দিলীপের বিতর্কিত মন্তব্য অবশ্য এই প্রথম নয়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন ২০১৯ সালে তিনি বলেছিলেন, ‘দেশি গোরুর কুঁজে সোনা থাকে। কুঁজে একধরনের স্বর্ণনাড়ি আছে, যার মাধ্যমে গোরু সূর্যের আলো থেকে সোনা সংগ্রহ করে।’ বর্ধমানের এক জনসভায় তাঁর সেই বক্তব্য নিয়ে তখন প্রচুর শোরগোল হয়। কিন্তু এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বলে বিশেষজ্ঞরা পত্রপাঠ জানিয়েছিলেন।

তাতে যে দিলীপ থেমে নেই, তা বারবার সামনে এসেছে।

এরপর আটের পাতায়

আজ শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

রণজিৎ ঘোষ ও নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : রাজ্যের ক্ষমতা পরিবর্তনে রীতির বদল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় প্রশাসনিক বৈঠকে ব্রাত্য থাকতেন বিরোধীরা। কিন্তু নিজের আমলের সূচনায় বিরোধীদের গুরুত্ব দিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। যে কারণে বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছেন কোচবিহারের সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায়। যে পাঁচ জেলাকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক, তাতে বিরোধী বিধায়ক বলতে তৃণমূলের সংগীতাই। যদিও পারিবারিক সমস্যা থাকায় তাঁর বৈঠকে না থাকার সম্ভাবনা বেশি। সংগীতা বলছেন, ‘সরকারি তরফে বৈঠকের আমন্ত্রণ পেয়েছি। কিন্তু ছেলের কিডনিতে পাথর থাকায় অস্ত্রোপচার হবে। যে কারণে আমি এখন উত্তরবঙ্গের বাইরে আছি। মনে হচ্ছে না বৈঠকে থাকতে পারব।’

- মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আজ প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী
- উত্তরকন্যায় পাঁচ জেলার প্রশাসনিক বৈঠকের আগে যাবেন দলীয় কার্যালয়ে
- বিজেপির তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হবে, সাজিয়ে তোলা হয়েছে দলীয় কার্যালয়
- বৈঠকে আমন্ত্রণ পেলেও না থাকার সম্ভাবনা সিতাইয়ের বিধায়ক তৃণমূলের সংগীতা রায়ের

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বুধবার প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এটা তাঁর প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকও বটে। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, কয়েকজন মন্ত্রী ছাড়াও উত্তরকন্যায় বৈঠকটিতে উপস্থিত থাকবেন কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিধায়করা। বৈঠককে কেন্দ্র করে উত্তরকন্যা যেমন এখন চরম ব্যস্ত, তেমনই সাজোসাজো রব বিজেপি শিবিরেও। চার্টার্ড বিমানে সকাল ৯টা নাগাদ দমদম থেকে বাগডোগরার উদ্দেশে রওনা দেবেন শুভেন্দু। সকাল ১০টায় বাগডোগরায় পৌঁছে তিনি সরাসরি সড়কপথে মাল্লাগুড়িতে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে যাবেন। বেলা ১১টায় সেখানে দলের জেলা নেতৃত্বের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী যদি বিশ্রাম নেন, সেই কথা মাথায় রেখে দলীয় কার্যালয় সংলগ্ন একটি হোটেলে দুটি ঘর বিশেষভাবে তৈরি রাখা হয়েছে।

শুভেন্দু দলীয় কার্যালয়ে পা রাখবেন, এরপর আটের পাতায়

ভোট ফেলে ‘পগারপার’ ফলতার পুষ্পা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ মে : ‘সিংহম’ পুলিশ পর্যবেক্ষকের মোকাবিলায় নিজেকে ‘পুষ্পা’ বলে আস্ফালন করেছিলেন। তখন ছিল ঘোর তৃণমূল শাসন। জমানা পালটে যেতেই গুটিয়ে গেলেন ফলতার ‘পুষ্পা’ জাহাঙ্গির খান। হাইকোর্ট নির্বাচন পর্যন্ত রক্ষাকবচ দিলেও পুনর্নির্বাচনে লড়ার সাহস হল না তাঁর। ফলতার ওই ভোটে দলগতভাবে তৃণমূল প্রচারেই নেই। একা কুম্ভ হয়ে জাহাঙ্গির আর জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াইকে সমীচীন মনে করলেন না।

ভোটগ্রহণের দু’দিন আগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করে। তৃণমূল অবশ্য এই ঘোষণার সঙ্গে দলের সম্পর্ক নেই বলে সাফাই দিচ্ছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সিদ্ধান্তটি জাহাঙ্গিরের ব্যক্তিগত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে, কালীঘাটে দলীয় বিধায়কদের সভায় অভিষেক বলেন, ‘দল জাহাঙ্গিরের আচরণকে সমর্থন করে না।’ জাহাঙ্গিরের কথায় কিন্তু ছিল কার্যত শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা। ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে তিনি ভোট থেকে সরে দাঁড়ালেন বলে জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তখন ফলতায় বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করছেন। আচমকা সাংবাদিক বৈঠক ডেকে জাহাঙ্গির বলেন, ‘আমি ফলতার ভূমিপুত্র। এরপর আটের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে
ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

বিদ্যুৎ-কেলেঙ্কারিতে হার মানবে শিক্ষা দুর্নীতিও

আমজনতার দেওয়া করের টাকায় ফুলেফেঁপে উঠছে সিন্ডিকেটের কারবারিদের সম্পত্তি। যে কোনও ক্রাইম থ্রিলারকেও হার মানানো বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক লুটের বিস্ফোরক খতিয়ানের অন্তর্তদন্ত।

আজ চতুর্থ কিস্তি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির খবর ফাঁস হতেই বিদ্যুৎ দপ্তরে কেলেঙ্কারির ফাইল সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, সোমবারই বিভিন্ন অফিস থেকে বেশকিছু ফাইল নিয়ে চলে গিয়েছেন সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরা। সেইসব ফাইলের নথি বিকৃত করার আশঙ্কা করছেন অনেকেই। পুরোনো তারিখ দিয়ে মেজারমেন্ট বুক (এমবি)-এর তথ্যও ওলট-পালট করা হতে পারে। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ ভবনে দফায় দফায় গোপন বৈঠক করেন সিন্ডিকেটের মাথারা। বহরমপুর, শিলিগুড়ি, মালদা, বর্ধমানেও বৈঠক হয়েছে। সিন্ডিকেটের তিন শীর্ষ মাথা এদিন কনফারেন্স কলে বিভিন্ন ডিভিশনের কারবারিদের সঙ্গে কথা বলেন। বেআইনি কারবারের তথ্য যাতে বাইরে না যায় তারজন্য সবাইকে সতর্ক করা হয়। বর্তমান শাসকদলের নেতাদের ম্যানেজ করে দু’মাসের মধ্যে পরিস্থিতি আগের মতো করা হবে বলেও আশ্বাস দেন বিদ্যুৎ দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তা। তবে সেই আশ্বাসে ভরসা নেই কারও। কেলেঙ্কারি ফাঁস হতেই ভয়ে কাঁপছেন অনেকেই। গোপন বৈঠকে দুর্নীতিতে জড়িত মুর্শিদাবাদের একটি কোম্পানির প্রোজেক্ট ম্যানেজার গ্রেপ্তারির আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন।

এসবের মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার মাত্র কয়েকদিন আগে মালদহে প্রায় ৫০ কোটি টাকার আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলের কাজের টেন্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া নিয়েও বড়সড়ো দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযোগ, সমস্ত আর্থিক ও প্রশাসনিক নিয়ম ভেঙে তড়িঘড়ি টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ওই কাজে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে সন্দেহজনক বিষয় হল, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিনই তৎকালীন উত্তরবঙ্গের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে (যিনি মালদা আন্ডারগ্রাউন্ড ফাইলে অতি তৎপরতা দেখিয়েছিলেন) আচমকা বদলি করা হয়। এই বদলি কোনও রুটিন প্রক্রিয়া নয়। অভিযোগ, বাবুসোনার চাপেই তড়িঘড়ি ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং লোকদেখানো কাজ শুরু করা হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের নিয়ম মেনে গুণগতমান যাচাই না করেই স্থানীয় স্তরে কিছু সরঞ্জাম কিনে কাজ শুরু করা হয়েছে। দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশই ওই টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে তদন্ত করে পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন।

বিদ্যুৎ দপ্তরের দুর্নীতি এতটাই গভীর ও বিস্তৃত যে এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত শিক্ষা দুর্নীতি তার কাছে নেহাতই শিশুর মতো। কেন্দ্রীয় স্তরে তো বটেই, জেলায় জেলায় কাটমানি সিন্ডিকেটের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ রয়েছে। ফলে তদন্ত হলে নিশ্চিত ধরা পড়ার ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন অনেকেই। সূত্রের খবর, সিন্ডিকেটের অন্যতম মাথা কলকাতার এক বিদ্যুৎ আধিকারিক তাঁর বাড়ির পরিচারিকার নামে একাধিক জমি ও ফ্ল্যাট কিনে রেখেছেন। সেই পরিচারিকা যাতে মুখ না খোলেন তারজন্য দু’দিন আগেই তাঁকে নতুন বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। বর্ধমান ডিভিশনের এক সিন্ডিকেট কারবারি সিউড়িতে দুটি দুই কামরার ফ্ল্যাট কিনে মোটা টাকা খরচ করে তা চার কামরার বিলাসবহুল ফ্ল্যাট বানিয়ে ফেলেছেন। একই আবাসনে বেনামে সিন্ডিকেটের আরও তিনজন ফ্ল্যাট কিনে রেখেছেন। দপ্তরের একজন জুনিয়ার ম্যানেজারকে সেগুলো তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি দপ্তরের কোনও কাজ করেন না। শুধু ফ্ল্যাট পাহারা দেন আর ঠিকাদারদের কাছ থেকে তোলা আদায় করেন।

এরপর আটের পাতায়

আরও কেচ্ছা

- নির্বাচনের আগেই মালদায় নিয়ম ভেঙে তড়িঘড়ি পঞ্চাশ কোটি টাকার আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলের টেন্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার
- তোলাবাজির সিন্ডিকেটের ক্যাশিয়ার ‘হাকিম’ শিলিগুড়িতে সরকারি কর্মী হয়েও বেনামি ফার্ম খুলে মাইক্রো টানেলিং মেশিন ভাড়া খাটিয়ে কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে
- বহরমপুরে পুরো কাজ শেষ না করেই কোটি কোটি টাকা তুলে নেওয়ার মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে কাটমানি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে

শীর্ষস্তরে নিয়োগ রহস্য

- তোলাবাজ সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করতেই দপ্তরের প্রাক্তন আধিকারিককে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অ্যাডভাইজার পদে বসানো এবং ডিরেক্টর নিয়োগ নিয়ে শীর্ষস্তরে বড়সড়ো রদবদল করা হয়েছে বলেই সন্দেহ জোড়ালো

বিপুল বেনামী সম্পত্তি

- সিন্ডিকেটের এক মাথা পরিচারিকার নামে একাধিক ফ্ল্যাট ও জমি কিনেছেন। উত্তরবঙ্গ লবির একাধিক কারবারি কোটি কোটি টাকার বিলাসবহুল সম্পত্তিও তৈরি করেছেন

নথি লোপাটের আশঙ্কা

- দুর্নীতি ফাঁস হতেই বিদ্যুৎ ভবনে সিন্ডিকেটের গোপন বৈঠক, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সরিয়ে নথি বিকৃত করার সম্ভাবনা বাড়ছে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

ধারের সেই বিতর্কিত ভোজশালায় অবশেষে হিন্দুদের প্রার্থনা। মধ্যপ্রদেশে।

পলি সরাতে উদ্যোগ নেয়নি তৃণমূল সরকার

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ১৯ মে : তৃণমূল কংগ্রেস জমানায় ড্রেজিং করার জন্য বহুবার রাজ্য সরকারের কাছে এস্টিমেট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু নদী থেকে পলি তুলতে তৎকালীন সরকার কোনও উদ্যোগই নেয়নি। এদিকে, পলি জমে ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজ ও তিস্তা ক্যানালের জলধারণ ক্ষমতা বহু বছর যাবৎ লাগাতারভাবে কমেছে। মঙ্গলবার মহানন্দা ব্যারাজ ও তিস্তা ক্যানালে জমা পলি দেখে ন্যাশনাল ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এনডব্লিউডিসি) ও সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন (সিডব্লিউসি)-এর প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উষ্মা প্রকাশ করলেন। মহানন্দার বুকে বিপুল পরিমাণ পলি জমে থাকার কারণেই গত অক্টোবরে শিলিগুড়ি সংলগ্ন পোড়াঝাড়ে বিপর্যয় হওয়ার বিষয়টি এদিন স্পষ্ট হয়। ফলে আগামীতে ফের বিপর্যয় হতে পারে বলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

ব্যারেজ ও ক্যানাল দেখে অসন্তুষ্ট কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা

বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ এনডব্লিউডিসি ও সিডব্লিউসি কাজ করে। ব্যারেজ ও ক্যানালের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিনিধিদলটি মহানন্দা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন তথ্য নেয়। পরে ব্যারেজ ও ক্যানালের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা মহানন্দা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

এরপর আটের পাতায়

গাড়ি নিয়ে বড় চাপে শিলিগুড়ি পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : রাজ্য সরকারের নির্দেশিকাকে কার্যকর করতে রাস্তায় নেমেছে পুলিশ প্রশাসন। রাস্তায় আইনের শাসন নিয়ে আসার জন্য ট্রাফিক পুলিশের তরফেও শহরজুড়ে চলছে লাগাতার অভিযান। কোথাও জরিমানা, কোথাও আবার হাসিমুখে আইন সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর তরফে আর একটি নির্দেশিকা নিয়ে চাপ বাড়তে শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অন্দরে। মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের গাড়ি চেক করার আগে অবশ্য পুলিশের গাড়ির সব নথি যেন ঠিক থাকে।

মেট্রোপলিটান পুলিশের থানাগুলোতে ব্যবহার হওয়া গাড়িগুলির মধ্যে একটা বড় অংশের মধ্যে কোনওটার ফিটনেস ফেল রয়েছে। কোনওটার আবার পলিউশন ফেল হয়ে রয়েছে। কোনও কোনও গাড়ির দু’বছর পেরিয়ে গেলেও পলিউশন আপডেটের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমনকি একাধিক গাড়ির নম্বর প্লেট দেখে ‘এম পরিবহণ’ অ্যাপে সার্চ করে কোনও তথ্যই পাওয়া যায়নি। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ গাড়ির পরিস্থিতিই বেহাল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকার পরেই প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশের গাড়িগুলোর এই পরিস্থিতির কবে পরিবর্তন হবে? আদৌ কি গাড়িগুলোর নথি ঠিক করতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

ইতিমধ্যেই গাড়িগুলোর কাগজপত্র ‘আপ টু ডেট’ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (সদর) তন্ময় সরকার। তাঁর বক্তব্য, ‘পুলিশে দুই ধরনের গাড়ির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সরকারি ও ভাড়ার গাড়ি। দুই ক্ষেত্রেই কাগজপত্র আপ টু ডেট করতে বলা হয়েছে।’

কাগজপত্রের দিক থেকে বর্তমানে পুলিশের গাড়িগুলোর ঠিক কী অবস্থা? শহরের বিভিন্ন থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশে গাড়ির নম্বর প্লেট ‘এম পরিবহণ’ অ্যাপে খতিয়ে দেখে ভয়াবহ তথ্য পাওয়া গেল। এদিন শিলিগুড়ি থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ডব্লিউবি ২৪ কে ৭৬৬৯ নম্বর গাড়ি পরীক্ষা করতেই দেখা গেল, ওই গাড়ির ফিটনেস ২০২৫ সালের জুন মাসের এক তারিখেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ওই গাড়ির আরসি বুক-ও ফেল হয়ে গিয়েছে। প্রধাননগর থানার সামনে থাকা ডব্লিউবি ৭৪ এসি ৯৮৫১ নম্বর গাড়ির আরও খারাপ পরিস্থিতি। এরপর আটের পাতায়

- পুলিশের বহু গাড়ির পলিউশন ও ফিটনেস ফেল
- বহু থানার গাড়ির তথ্যই মিলছে না পরিবহণের অ্যাপে
- গাড়িগুলো ঠিকমতো মেরামতের দাবি উঠেছে পুলিশের অন্দরেই

বেগুনি জারুলে স্বপ্ন বুনছে উত্তর

ফাল্গুনের মাতাল বাতাসে যদি বাঁকুড়া-পুরুলিয়া পলাশের আগুনে রাঙা হয়ে ওঠে, তবে বৈশাখে গোটা তরাই-ডুয়ার্স আক্ষরিক অর্থেই মেতে ওঠে এক বেগুনি বিপ্লবে। শুধু কি জারুল? তাকে যোগ্য সংগত দিতে কোথাও মাথা তুলে দাঁড়ায় রক্তিম কৃষ্ণচূড়া, কোথাও আবার মায়াবী গোলাপি রাধাচূড়া বা হলদেটে অমলতাসের থোকা।

শুভজিৎ দত্ত

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

মৃত্যুর আগে কবিতায় রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, ‘ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ দুপুর, চিল একা নদীটির পাশে, জারুল গাছের ডালে বসে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে।’

নির্জনতার কবির কলমে উঠে আসা এই বিষণ্ণ ও স্নিগ্ধ রূপকল্প যেন এক লহমায় জীবন্ত হয়ে ওঠে উত্তরের রুক্ষ বৈশাখে। চৈত্র-বৈশাখের দহনবেলায়, প্রখর রোদের তেজ যখন চোখ রাঙায় আর চারপাশটা খটখটে হয়ে থাকে, ঠিক তখনই যেন এক মায়াবী জাদুর পরশ বুলিয়ে দেয় ডুয়ার্স-তরাই। পিচঢালা কালো সর্পিল রাস্তার দু’ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জারুল গাছগুলো যেন উপচে পড়া বেগুনি রঙের পসরা সাজিয়ে বসে থাকে। শুধু কি জারুল? তাকে যোগ্য সংগত দিতে কোথাও মাথা তুলে দাঁড়ায় রক্তিম কৃষ্ণচূড়া, কোথাও আবার মায়াবী গোলাপি রাধাচূড়া বা হলদেটে অমলতাসের থোকা। ফাল্গুনের মাতাল বাতাসে যদি বাঁকুড়া-পুরুলিয়া পলাশের আগুনে রাঙা হয়ে ওঠে, তবে এই বৈশাখে গোটা তরাই-ডুয়ার্স আক্ষরিক অর্থেই মেতে ওঠে এক বেগুনি বিপ্লবে।

ডুয়ার্সের এই পথচলা যেন এক জীবন্ত ক্যানভাসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এই যেমন লাটাগুড়ির জঙ্গল পেরোতেই টিয়াবনের দিকের রাস্তা। চারপাশে নিবিড় সবুজের পটভূমিতে কে যেন সযত্নে ছড়িয়ে দিয়েছে বেগুনি রঙের আবির। নাগরাকাটা থেকে গ্রাসমোড় চা বাগানগামী রাস্তার পাশেও শুধুই ফুলেদের ছড়াছড়ি। একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই সবুজের ফাঁকে উঁকি দেবে কৃষ্ণচূড়া আর অমলতাসের অপরূপ বৈপরীত্য।

মালবাজার থেকে ডামডিম হয়ে ওদলাবাড়ি যাওয়ার পথে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক যেন নিজেই এক দীর্ঘ পুষ্পবীথি হয়ে ধরা দেয়। এই বছর সবচেয়ে বেশি জারুল ফুটেছে তারঘেরার জঙ্গল পেরিয়ে গজলডোবা যাওয়ার পথে। এরপর আটের পাতায়

DB®
Siggnature
Finest Cardamom Seeds
New Pack
DB®
Siggnature
GOLD & SILVER
Finest Cardamom Seeds
A Premium Product from Dilbagh®
www.dbsiggnature.com
A Premium Product from Dilbagh®

নেওটিয়ায় নবজীবন

নিউজ ব্যুরো

১৯ মে : উত্তরবঙ্গে কিডনি প্রতিস্থাপন চিকিৎসায় এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে ডায়ালিসিস চলা এক তরুণী নতুন জীবন ফিরে পেলেন। নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁর বাবা তাঁকে একটি কিডনি দান করেছেন। কিডনি প্রতিস্থাপনের এই অস্ত্রোপচারটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অস্ত্রোপচারের ১০ দিনের মধ্যে রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর ক্রিয়েটিনিন লেভেল স্বাভাবিক, যা সুস্থ কিডনির কার্যকারিতার লক্ষণ। তাঁর বাবা, যিনি কিডনি দান করেছেন জটিলতা ছাড়াই অস্ত্রোপচারের মাত্র চারদিন পর তিনিও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা বলছেন, এই ধরনের সফল প্রতিস্থাপনের গল্প অন্য রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অনুপ্রাণিত করবে।

ডুয়ার্সকন্যায় ঢাকা মমতার কবিতা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে : রাজ্যে পালাবদলের আঁচ লেগেছে অন্যান্য ক্ষেত্রেও। আলিপুরদুয়ার জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যাতেও লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পোস্টার যেমন জ্বলজ্বল করছে ডুয়ার্সকন্যায়, তেমনই আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নজরে আসছে ছ'তলা নীল-সাদা ভবনে। ডুয়ার্সকন্যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা যে কবিতার ফলক ছিল, সেটা ঢাকা অবস্থায় রয়েছে। নির্বাচন ঘোষণা হতেই আর্দশ আচরণবিধি অনুযায়ী ডুয়ার্সকন্যার ওই ফলক ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। তবে সেটা আর খোলা হয়নি। রাজ্যের পটপরিবর্তন হতেই কর্মীরা আর সাহস পাচ্ছেন না এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে। এমনকি ধন্দে আধিকারিকরাও।

এদিন এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক অরবিন্দ ঘোষকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'যে রকম গাইডলাইন পাচ্ছি সেরকম কাজ করা হচ্ছে। ওটা ঢাকা থাকবে নাকি খোলা, সেটা জেলা শাসকই বলতে পারবেন।' অন্যদিকে, জেলা শাসক ময়ূরী ভাসুর কাছে এই বিষয়টি জানতে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তবে ফলক ঢাকা অবস্থায় থাকায় জোরালো চর্চা কর্মীদের মধ্যে। আলিপুরদুয়ার নতুন জেলা হওয়ার পর রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ার নিয়ে একটি কবিতা লেখেন। গত বছর জেলার দশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে ডুয়ার্সকন্যায় ওই কবিতাকে একটি ফলকে খোদাই করে বসানো হয় ডুয়ার্সকন্যায় ঢোকার মূল গেটের পাশেই।

সাদা কাগজ দিয়ে ঢাকা ফলক।

মসনদে বিজেপি সরকার আসতেই সেই ফলকই এখন প্রশ্ন। বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর ওই ফলকে সাদা কাগজ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেটা আর সরানো হয়নি নির্বাচন শেষ হওয়ার পর। এদিন ডুয়ার্সকন্যায় এক কর্মীকে এই নিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সেখানে আর কেউ হাত দেননি। রাজ্যে তৃণমূল সরকার আবার থাকলে হয়তো সেই কাজ সহজ ছিল, ফলক ফলকের মতোই থাকত। কাগজও সরে যেত। তবে এখন বিজেপির সরকার আসায় আগ বাড়িয়ে আর কেউ কাগজ সরাতে সিদ্ধহস্ত হচ্ছে না।

রেজিস্ট্রি বিয়ের পথে খগেশ্বর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৯ মে : তিন-তিনবার বিয়ে, তাও আবার একজনকেই। বিয়ের ৫২ বছর পর বুধবার তৃতীয়বারের জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন রাজগঞ্জের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক খগেশ্বর রায়। তবে শখ করে নয়, বিধায়ক পেনশনের জন্য তাঁকে এই বিয়ে করতে হচ্ছে। সরকারি নিয়ম মেনে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করবেন খগেশ্বর রায় এবং প্রতিমা রায়।

১৯৭৪ সালের ১৩ এপ্রিল সামাজিক মতে খগেশ্বর-প্রতিমার বিয়ে হয়। তারপর ২০২৪ সালে বৈবাহিক জীবনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দ্বিতীয়বার বিয়ে সারেন। এবার সরকারি নিয়মে বিয়ে করবেন। দুই ছেলে এবং দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। নাতি-নাতনিদের নিয়ে এখন ভরা সংসার দুজনের। এ প্রসঙ্গে খগেশ্বর বলেন, 'যখন আমরা বিয়ে করেছিলাম, তখন সামাজিকভাবেই বিয়ে হত। এমনকি বিয়ের ৫০ বছর উদযাপনে পাঁচ হাজার আমন্ত্রিতের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করি। এখন আবার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে হবে এই ৭৫ বছর বয়সে।' স্ত্রী প্রতিমা জানান, এই বয়সে আবার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ শুনে লোকে কী ভাববে, কে জানে! কিন্তু হাস্যকর হলেও স্বামীর পেনশন পেতে হলে এ ছাড়া বিকল্প কিছুই নেই।

২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে অবসর নেন খগেশ্বর। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে তাঁর পেনশন চালু আছে। কিন্তু রাজগঞ্জ কেন্দ্রে চারবারের বিধায়ক হিসেবে তাঁর মেয়াদ শেষ হয় ৪ মে। তাঁকে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে পেনশন পেতে হলে তাঁকে বিয়ের শংসাপত্র দেখাতে হবে। তাই রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করা ছাড়া উপায় নেই।

খগেশ্বর রায় ও প্রতিমা রায়।

খগেশ্বর রায়ের আইনজীবী সমীরণ ঘোষ জানান, সামাজিক মতে বিয়ে এই ধরনের পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হয় না। খগেশ্বর রায় ও তাঁর স্ত্রীর যেহেতু রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়নি, তাই সেই কাজ বুধবার হবে। এ নিয়ে অবশ্য খগেশ্বরকে উৎসাহ দিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। তিনি বলেন, 'খুব ভালো। কে কী বলছে, সেসব শুনে লাভ নেই। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ আজকের দিনে বাধ্যতামূলক।' অন্যদিকে রাজগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক দীনেশ সরকারের বক্তব্য, 'কী করা যাবে, বিয়ে না করলে তো পেনশন পাবেন না।'

নাগাল্যান্ড সরকার
রাজ্য লটারি অধিদপ্তর
কোহিমা :: নাগাল্যান্ড

নং ডিএসএল/১৭-০৫/২০১২-১৩ কোহিমা,তারিখ ১৮ই মে ২০২৬

পাবলিক নোটিশ

সর্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির সকল ড্র ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত লটারি (প্রবিধান) আইন, ১৯৯৮,লটারি (প্রবিধান) বিধিমালা, ২০১০, নাগাল্যান্ড লটারি (প্রবিধান) বিধিমালা, ২০২২ এবং অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি কঠোরভাবে মেনে পরিচালিত হয়।

'ডিয়ার' ব্র্যান্ড নামে বাজারজাতকৃত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি দীর্ঘদিন ধরে বাজারের অন্যতম বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লটারি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমরা আন্তরিকভাবে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা বছরের পর বছর ধরে আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন এবং আমাদের লটারির জনপ্রিয়তায়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, অবদান রেখেছেন। **'ডিয়ার'** লটারির প্রতি জনসাধারণের প্রবল চাহিদা অব্যাহত রয়েছে, কারণ সরকার এবং এর পরিবেশক সাধারণ জনগণের জন্য এর স্বচ্ছ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছেন।

সম্প্রতি, নাগাল্যান্ড সরকার স্টকিস্ট, খুচরা বিক্রেতা এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে এই মর্মে খবর পেয়েছে যে, এমন গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে **"ডিয়ার"** ব্র্যান্ডের নাগাল্যান্ড লটারি আর পাওয়া যাবে না। আমরা আনন্দের সাথে স্পষ্ট করছি যে, নাগাল্যান্ড সরকার নিয়মিতভাবে **"ডিয়ার"** লটারি পরিচালনা ও আয়োজন করে চলেছে এবং এটি নিরবচ্ছিন্নভাবে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এম/এস পশ্চিমবঙ্গ লটারি স্টকিস্টস সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ডিস্ট্রিবিউটর, নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রযোজ্য জিএসটি প্রদান করছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা আরোপিত ড্র চার্জ কৃষি আয়কর বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের লটারির উপর প্রদেয় অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য কর বা বকেয়া পরিশোধ করছে। এছাড়াও, সরকার কর্তৃক পরিচালিত সম্পূর্ণ ড্র প্রক্রিয়াটি **সরাসরি সম্প্রচার** করা হয় এবং বিজয়ী নম্বর ঘোষণার পরেও তা ইউটিউবে উপলব্ধ থাকে।

নাগাল্যান্ড সরকার **'ডিয়ার'** ব্র্যান্ডের লটারির বিরুদ্ধে ছড়ানো সমস্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ ও গুজব প্রত্যাখ্যান করছে এবং জনসাধারণকে আশ্বস্ত করছে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে টিকিট নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যেতে থাকবে। আমরা সাধারণ জনগণকে অনুরোধ করছি, পশ্চিমবঙ্গের বাজারে অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা গুজবে বিশ্বাস করবেন না বা তা ছড়াবেন না।

Directorate of Nagaland State Lotteries
Kohima : Nagaland

19/5/2026
(IMSONG MEREN)
Director,
Nagaland State Lotteries, Kohima.

পর্যটনের স্বার্থে বন দপ্তরের উদ্যোগ

খুলছে দুই বাংলো, বাড়ছে সাফারির হাতি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৯ মে : পুজোর মরশুমের আগে ডুয়ার্সের পর্যটনশিল্পে গতি আনতে বন দপ্তর একাধিক উদ্যোগ নিচ্ছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের রামশাই রাইনো ক্যাম্প ও হর্নবিল নেস্ট বনবাংলো পর্যটকদের জন্য খুলতে চলেছে। পাশাপাশি গরুমারায় হাতি সাফারির জন্য আরও একটি কুনকি হাতিকে কাজে যুক্ত করা হবে। ফলে পুজোর আগেই বেশিসংখ্যক পর্যটক হাতি সাফারির সুযোগ পাবেন। অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও টিকিট বুকিংয়ের সুবিধা মিলবে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'হলং বনবাংলোয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর বনবাংলোগুলির বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো নিয়ে বন দপ্তর কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। তাই নতুনভাবে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর জঙ্গল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই অতিরিক্ত হাতি নিয়ে সাফারি ও সংস্কার হওয়া বনবাংলোগুলি চালু করা হবে।'

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ সূত্রে খবর, বর্ষাকালীন নিয়ম অনুযায়ী তিন মাসের জন্য জঙ্গল ও বনবাংলোগুলিতে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকবে। সেই সময়ের মধ্যে রামশাই রাইনো ক্যাম্প ও হর্নবিল নেস্টকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বরে জঙ্গল খুলতেই, বনবাংলো দুটি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

ময়নাগুড়ি ব্লকে জলঢাকা নদীর তীরে রামশাই রাইনো ক্যাম্প এবং মেটেলি ব্লকের লাটাগুড়ি সংলগ্ন বিচাভাঙ্গার হর্নবিল নেস্ট একসময় পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তবে সংস্কারের অভাবে বনবাংলোগুলির পরিকাঠামো বেহাল হয়ে পড়ায় বন দপ্তর বন্ধ করে দেয়। বনবাংলো দুটির প্রবেশপথের কাঠের কালভার্ট ভেঙে গিয়েছে। বাথরুমে জলের সমস্যা, দুর্বল বৈদ্যুতিক সংযোগ সহ একাধিক পরিকাঠামোগত সমস্যা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে বন দপ্তর বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সংস্কারের কাজ শুরুর উদ্যোগ নিয়েছে।

অন্যদিকে, গরুমারায় হাতি সাফারির চাহিদা বাড়ায় আর একটি কুনকি হাতিকে সাফারির কাজে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনটি হাতির মাধ্যমে তিনটি শিফটে ১৮ জন পর্যটক হাতি সাফারির সুযোগ পান। নতুন হাতি যুক্ত হলে ২৪ জন পর্যটক সাফারির সুযোগ পাবেন। বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে খুশি পর্যটন মহল। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের কথায়, 'অনেক দিন ধরে বনবাংলো দুটি চালু করা এবং হাতি সাফারিতে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি ছিল। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে। এতে ডুয়ার্সের পর্যটন আরও সমৃদ্ধ হবে।'

হর্নবিল নেস্ট। (ডানে) রামশাই রাইনো ক্যাম্প।

> **বনবাংলো দুটি চালু করা এবং হাতি সাফারিতে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি ছিল। তা পূরণ হতে চলেছে। এতে ডুয়ার্সের পর্যটন আরও সমৃদ্ধ হবে।**
>
> **দিব্যেন্দু দেব** সাধারণ সম্পাদক, ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরাম

বিড়ম্বনায় শিলিগুড়ি-মালদা রুটের যাত্রীরা

১০ দিন বন্ধ ডেমু

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ মে : একেই কর্মীসংকট, তার মধ্যে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকছে পণ্যবাহী রেক। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার থেকে টানা ১০ দিন শিলিগুড়ি জংশন-মালদা কোর্ট স্টেশনের মধ্যে চলা ডেমু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এই সময় দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াগনগুলি খালি করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে কাটিহার ডিভিশনের এনজেপি সেকশনকে। তবে রেলের এমন সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়ার আশঙ্কায় কিছুটা হলেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে যাত্রীদের মধ্যে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিক বলেন, 'নানা কারণে কিছুদিন ধরে পণ্যবাহী রেকগুলি খালি হচ্ছে না। ফলে ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে ট্র্যাক-সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রভাব পড়ছে ট্রেন চলাচলে। তাই ট্রেনটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রতিটি ওয়াগন খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

ফ্রেট করিডরে সময়মতো ওয়াগন খালি না হওয়ায় তার প্রভাব পড়ছে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলে। প্রাথমিকভাবে ১০ দিনের জন্য বাতিল করা হল শিলিগুড়ি জংশন-মালদা কোর্ট স্টেশনের মধ্যে চলাচলকারী একমাত্র ডেমুটি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আরও কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হতে পারে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এনজেপিতে বর্তমানে কর্মীসংকট রয়েছে। যে কারণে মাত্র দুজনকে দিয়ে ট্রেনটি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি, দিনের পর দিন নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যবাহী রেকগুলি খালি হচ্ছে না। ফলে ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে খালি ট্র্যাক পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে ট্রেনটি ১০ দিনের জন্য বাতিলের সিদ্ধান্ত। এক রেল আধিকারিকের বক্তব্য, 'ট্রেনের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু জমির সমস্যায় লাইনের সংখ্যা বাড়ছে না। ফলে ট্রেন চলাচলে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।'

এদিকে হঠাৎ ট্রেনটি বাতিল হয়ে যাওয়ায়, সমস্যায় পড়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর, সামসি, ওল্ড মালদা, শিলিগুড়ি ও বিহারের একটি অংশের যাত্রীরা। প্রত্যেকদিন প্রচুর চাকরিজীবী, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ীরা ট্রেনটিতে চলাচল করেন। বিপাকে পড়েছেন তাঁরা। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সুপ্রিয়া মজুমদার বলেন, 'প্রতিদিন মালদা থেকে এই ট্রেনে আমাকে সেন্টারে আসতে হয়। সকালে এই ট্রেনে আসতে না পারলে নির্দিষ্ট সময়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের সেন্টার খুলতে সমস্যা হবে।' এই ট্রেনে প্রত্যেকদিন চলাচল করেন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী বাসুদেব দাস। বাসুদেব বলেন, 'মালদা থেকে আমাকে বিহার লাগোয়া এলাকায় যেতে হয়। ট্রেনটিতে কুমেদপুর স্টেশনে নেমে সেখান থেকে গাড়ি করে অনেকটা পথ যেতে হয়। ট্রেনটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' একলাখি থেকে সামসী কলেজে পড়তে আসেন কলা বিভাগের ছাত্র সামশেদ আলম। তাঁর বক্তব্য, 'একেই রুটে ট্রেনের সংখ্যা কম। তার মধ্যে এই ট্রেন বাতিল হওয়ায়, কলেজ যাওয়া এবং সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসতে সমস্যা হবে।'

- এনজেপিতে কর্মীসংকটের পাশাপাশি সময়মতো খালি হচ্ছে না পণ্যবাহী রেক
- একাধিক পণ্যবাহী রেক দাঁড়িয়ে থাকায় ফাঁকা থাকছে না ট্র্যাক, ট্রেন চলাচলে সমস্যা
- টানা ১০ দিন শিলিগুড়ি-মালদা ডেমু বাতিল হওয়ায় চরম সমস্যার আশঙ্কায় যাত্রীরা

সেরা জেআইএস কর্ণধার

কলকাতা, ১৯ মে : শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ও অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি। নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড পঞ্জাবি অর্গানাইজেশনের মর্যাদাপূর্ণ 'বৈশাখী অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬'-এ 'এক্সেলেন্স ইন ট্রান্সফরমেটিভ এডুকেশন লিডারশিপ' সম্মানে ভূষিত হলেন জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং। এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে দিল্লির উপরাজ্যপাল সর্দার তরণজিৎ সিং সান্ধু এই বিশেষ সম্মাননা তুলে দেন।

এদিনের এই জমকালো অনুষ্ঠানে পঞ্জাবের রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া, দিল্লির খাদ্য সরবরাহ, শিল্প ও পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা এবং ওয়ার্ল্ড পঞ্জাবি অর্গানাইজেশনের আন্তর্জাতিক সভাপতি তথা সাংসদ বিক্রমজিৎ সিং সাহনি উপস্থিত ছিলেন। আধুনিক শিক্ষার প্রসারে ও ছাত্রছাত্রীদের নতুন দিশা দেখানোর ক্ষেত্রে জেআইএস গ্রুপের কর্ণধারের এই ধারাবাহিক উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাতেই এই বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

কাঁটাতারে ধৃত ৪

কালিয়াগঞ্জ, ১৯ মে : অবৈধভাবে কাঁটাতারের বেড়া টপকে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে চার বাংলাদেশিকে আটক করল সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে রাধিকাপুর অঞ্চলের চাঁদগাঁও সীমান্ত এলাকায়।

এরপর রাতেই ধৃতদের কালিয়াগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি সুদীপকুমার প্রধান বলেন, 'মঙ্গলবার তাঁদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।'

ADMISSION NOTICE
Applications are invited through online by Jalpaiguri Law College (Govt. Aided) for admission to the first year of 5 years integrated B.A., LL.B. (Gen.) & B.A.,LL.B.(Hons.)(Self financed) course under Semester System for the session 2026-2027 from 20.05.26 to 01.06.26 for details see college website www.jalpaigurilawcollege.in
Principal
Jalpaiguri Law College
Jalpaiguri

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
Malda Medical College & Hospital, Malda
NOTICE INVITING E-TENDER
Malda Medical College & Hospital Inviting E-Tender Notice No- MSVP/E-NIT-01/MLDMCH 26-27 Dated-19/05/2026 Disposal of Condemned Goods Lying at Malda Medical College & Hospital, Malda under Department of Health & Family Welfare, Govt. of West Bengal. MSVP/MMCH/3550 Dated- 18/05/2026, Limited Tender Inquiry e at Malda Medical College & Hospital, Malda. **www.wbhealth.gov.in/www.maldamedicalcollege.com/www.malda.gov.in** or office of the undersigned.
MSVP,Malda MCH

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Kolkata South Division invites e-Quotation for the work of "West Bengal Board For Technician's Studio— Supplying and installation of Fire extinguisher at Rituparno Ghosh Building, Floor no– 1, 2, 4, Pump Room and Sub-Station Building". NOTICE INVITING E-QUOTATION No: - EE/KSD/PWD/ e-NIQ-01/2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014184_1. Technical & financial bid proposal submission start date (Online) 21.05.2026 from 6.00 P.M. Technical & financial bid proposal submission end date (Online): 29.05.2026 up to 2:30 P.M. Details of e-NIQ and other documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.D. Kolkata South Division
ICA-T8122(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PRINCIPAL
NORTH BENGAL DENTAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
e-Tender Notice
Memo No.347/NBDC&H dt.18.05.2026
e-Tender invited by the Principal, North Bengal Dental College & Hospital, Sushrutanagar, Dist.- Darjeeling, Pin–734012 from bonafide Medical/Dental Instrument Suppliers for "Supply of Dental Instruments and Installation" at North Bengal Dental College & Hospital. Necessary information is also available from the office of the undersigned from 18.05.2026 Details can be downloaded from www.wbtenders.gov.in, www.wbhealth.gov.in, www.nbdch.ac.in Sd/-Principal.
ICA-T8057(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Executive Engineer, North Bengal Construction Division, PWD, Siliguri, on behalf of the Governor of West Bengal invites e-Tender for One no work, details of which may be had from the office of the undersigned on working days during the office hours or on website: https://tenders.wb.gov.in or at www.pwdwb.in NIT Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIT/03/2026-2027 NIT ID: 2026_WBPWD_ 5014178_1. Bid submission End Date for the work : 01.06.2026 upto 02.00 PM Eligibility : Bonafide Resourceful Contractors Note :-Any subsequent corrigendum if necessary will be published on website only Sd/-Executive Engineer (PWD) North Bengal Construction Division Siliguri.
ICA-T8100(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT -CUM- VICE PRINCIPAL
NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
NOTICE INVITING TENDER
(N.I.T) NO. NBMCH/1852 Date 13/05/2026
e-Tender is invited FOR of **PROCUREMENTS OF 10 Medicine Items FOR ONE YEAR** (Tender File No:- (Med/T10(1)26) of the M.S.V.P., North Bengal Medical College & hospital. For tender details, forms may be downloaded from https://wbhealth.gov.in or https://www.wbtenders.gov.in Technical & Financial Bid Submission Closing Date : 01/06/2026 at 5:00 P.M. Pre Bid Meeting with the intending bidders through online via MSVP mail ID nbmchmsvp@gmail.com For Details, Please visit the Office of MSVP, North Bengal Medical College & Hospital, Sushrutanagar, Darjeeling.
ICA-T8050(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PRINCIPAL
NORTH BENGAL DENTAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
e-Tender Notice
Memo No.349/NBDC&H dt.18.05.2026
e-Tender invited by the Principal, North Bengal Dental College & Hospital, Sushrutanagar, Dist.- Darjeeling, Pin–734012 from bonafide Contractors/Suppliers for "Supply of Stationery & Contingency" at North Bengal Dental College & Hospital. Necessary information is also available from the office of the undersigned from 18.05.2026 Details can be downloaded from www.wbtenders.gov.in, www.wbhealth.gov.in, www.nbdch.ac.in Sd/-Principal.
ICA-T8056(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT-CUM-VICE PRINCIPAL
NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
NOTICE INVITING TENDER
(N.I.T) NO. NBMCH/1861
Date 13/05/2026
e-Tender For REPAIRING AND MAINTENANCE OF FURNITURE,FIXTURE & EQUIPMENT [2nd call] OF NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL For tender details, forms may be downloaded from https://wbhealth.gov.in or https://www.wbtenders.gov.in. Technical & Financial Bid Submission Closing Date: 11/06/2026 at 5:00 P.M. Pre Bid Meeting with the intending bidders in the chamber of the of the MSVP, NBMCH will be on 22/05/2026 02:00 P.M. For Details, Please visit the Office of MSVP, North Bengal Medical College & Hospital, Sushrutanagar, Darjeeling.
ICA-T8053(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT -CUM- VICE PRINCIPAL
NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
NOTICE INVITING TENDER
(N.I.T) NO. NBMCH/1847 Date 13/05/2026
e-Tender is invited FOR of **PROCUREMENTS OF 24 Non cat Medicine FOR One Year** (Tender File No:- (Med/T24(1)26) of the M.S.V.P., North Bengal Medical College & hospital. For tender details, forms may be downloaded from https://wbhealth.gov.in or https://www.wbtenders.gov.in Technical & Financial Bid Submission Closing Date : 10/06/2026 at 5:00 P.M. Pre Bid Meeting with the intending bidders through online via MSVP mail ID nbmchmsvp@gmail.com For Details, Please visit the Office of MSVP, North Bengal Medical College & Hospital, Sushrutanagar, Darjeeling.
ICA-T8052(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT -CUM- VICE PRINCIPAL
NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
NOTICE INVITING TENDER
(N.I.T) NO. NBMCH/1846 Date 13/05/2026
e-Tender is invited FOR of **PROCUREMENTS OF 11 Non cat Medicine FOR One Year 2nd call** (Tender File No:- **Med/T11(2)26**) of the M.S.V.P., North Bengal Medical College & hospital. For tender details, forms may be downloaded from https://wbhealth.gov.in or https://www.wbtenders.gov.in Technical & Financial Bid Submission Closing Date : 01/06/2026 at 5:00 P.M. Pre Bid Meeting with the intending bidders through online via MSVP mail ID nbmchmsvp@gmail.com For Details, Please visit the Office of MSVP, North Bengal Medical College & Hospital, Sushrutanagar, Darjeeling.
ICA-T8051(3)/2026

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এপি/ইএল/০২/২৬-২৭; তারিখ: ১৫-০৫-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নম্বর : এপি/ইএল/০২/২৬-২৭। কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে – ০৪টি এলসি গেটে (এলসি গেট নম্বর সিএ-১, সিএ-৮, সিএ-১৯ ও সিএ-২০) আইপিএস, ব্যাটারি ও রিলে রুম এবং গেট গুমটি নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৮,১৮,৩৬২.২৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৬,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৮-০৬-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট্রি.(জি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তি প্রদান
কাটিহার ডিভিশনের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তির জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। ক্যাটালগ নম্বর: সি-পার্কিং-এনজেপি। বিবরণ: দু-চাকা, তিন-চাকা ও চার-চাকা যানবাহনের জন্য পার্কিং লট। রেট ইউনিট : বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) : ০১-০৬-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টায়।

ক্রম নম্বর	লট নম্বর/ক্যাটাগরি	দিন
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-এমএক্স-১৭৪-২৬-১ (পার্কিং - মিক্সড)	৩৬৫

ই-অকশন বন্ধের তারিখ ও সময় : ০১-০৬-২০২৬ তারিখে ১০:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য : সম্ভাব্য বিডারদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

ময়নাগুড়ি ও বিধাননগরে ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড, সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। বেতন 14,000/-, মাসে ছুটি। M:- 8653609553. (C/121768)

Need, 1 Civil Engineer, 1 E Tender Specialist (Part Time), 9832068148, 1 No. Dabgram, Siliguri. (C/121768)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি কিরণ ভগত, পিতা: চিত্তরঞ্জন ভগত, ঠিকানা: সাতালি নাকাডালা, পো: দ: সাতালি, থানা: কালচিনি, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট (No: WB2001ST201805705) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে ফোন করুন- 9696584782. (C/120194)

অ্যাফিডেভিট

21/04/26 কোচবিহার সদর J.M. 1st কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম অঞ্জনা বর্মন থেকে রঞ্জনা বর্মন ও মায়ের নাম চন্দনা বর্মন থেকে ঝুনুবালা বর্মন হল। পাটছড়া, কোচবিহার।

অ্যাফিডেভিট

I, Rajat Mukherjee, S/o Lt. Ratan Kumar Mukherjee, residing at 'Gouri Villa', South Santinagar, P.O. Dabgram-2, Siliguri-734004, do hereby declare that R.K. Mukherjee, Ratan Mukherjee and Ratan Kumar Mukherjee are the names of one and the same person, who is my father. All the names indicate the same individual vide affidavit dated 23/03/26 sworn before Executive Magistrate, Jalpaiguri. (C/121954)

I Budhuya URAO, in my Son's Birth Certificate Sl. No. 124, Reg. No. 3910 dt: 28.07.2011 DOB: 22.07.2011 that my name, my wife name, Son's name wrongly mentioned. On 27.04.2026 before E.M. Court 1st Jalpaiguri by Affidavit I declared that I Budhuya Urao and Budhua Oraon my wife Ratiyo Orawn and Ritu Oraon and Son Akhil Urao and Akhl Oroan all are one and same idential person. (C/121552)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Iswar Biswas আমার মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, মার্কসিট এবং পাস সার্টিফিকেটে আমার বাবার নাম ভুলবশত Ashutosh Biswas থাকায়, গত 10-7-25 তারিখে শিলিগুড়ি LD. J.M 1st ক্লাস 4th কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা (বাবা) Ashutosh Biswas থেকে Rasu Biswas নামে পরিচিত হলো, উভয় একই ব্যক্তি। (C/121961)

I Mighangma Samba D/o Durga Samba, resident of Himali Sahid Nagar, Siliguri, WB. Pin-734001 have changed my name to Mighangma Subba Samba vide affidavit dated 25.11.25 at Kolkata. (C/121958)

আমি, Poonam Biswakarma আমার জন্ম প্রমাণপত্রে আমার বাবার নাম ভুলবশত উল্লেখ থাকায় গত 14-5-26 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে Ld. J.M 1st ক্লাস দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) Uttam Biswakarma থেকে Balbir Biswakarma নামে পরিচিত হলো, উভয় একই ব্যক্তি। (C/121956)

আমি Bisal Thapa S/o Dhan Kumar Thapa আমার কিছু নথিতে মায়ের নাম ভুল থাকায় গত 14.05.26 তারিখে E.M. কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে মায়ের নাম Suchitra Thapa Gurung এবং Suchitra Thapa এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলেন। (C/121550)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT -CUM- VICE PRINCIPAL
NORTH BENGAL MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
SUSHRUTANAGAR, DARJEELING
NOTICE INVITING TENDER
(N.I.T) NO. NBMCH/1853 Date 13/05/2026
e-Tender is invited FOR of **PROCUREMENTS OF 09 Reagents & Solution FOR ONE YEAR** (Tender File No:- (Med/T9(1)26) of the M.S.V.P., North Bengal Medical College & hospital. For tender details, forms may be downloaded from https://wbhealth.gov.in or https://www.wbtenders.gov.in Technical & Financial Bid Submission Closing Date : 01/06/2026 at 5:00 P.M. Pre Bid Meeting with the intending bidders through online via MSVP mail ID nbmchmsvp@gmail.com For Details, Please visit the Office of MSVP, North Bengal Medical College & Hospital, Sushrutanagar, Darjeeling.
ICA-T8049(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
E-NIT NO-CMOH/CBR/2025-2026/NHM/02(2nd Call)
E-Tender is hereby invited for instruments calibration for DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.wbtenders.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB.
ICA-T8058(3)/2026

নির্মাণ এবং যোগানের কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৫-০৫-২০২৬। নিচে উল্লিখিত কর্মের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ০৪-এপি-III-২০২৬। কাজের নামঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে ইএসটিটি নং. ২৪ইএনজিজিএপি-III অফ ২০২৫-২৬, ২৮ইএনজিজিএপি-III অফ ২০২৫-২৬, ৩০ইএনজিজিএপি-III অফ ২০২৫-২৬ যোগে ৫২ কেজি, ৬০ কেজি, ৬০ ইআই-আর২৬০ এর এল্যুমিনো দা এমআইসি ওয়েলডিং পোর্শানের নির্মাণ এবং যোগান। টেন্ডার রাশিঃ ১,৪৫,১২,৪৪৩.২৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৯০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হবেঃ ০৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং.: ৩২-এমএলডিটি-২৬-২৭ তারিখ ০৫.০৫.২০২৬, ৪৬-এমএলডিটি -২৬-২৭ তারিখ ১৪.০৫.২০২৬, [সিভিল অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন ওয়ার্কস]। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং. : ১; টেন্ডার নং : ৩২-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহেবগঞ্জের অধীনে সাহেবগঞ্জে ক্রু লবি এবং রানিং রুম-এর সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান ক্রু লবি এবং রানিং রুমের সংস্কার কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২,১৭,৫০,৭৭৪.৭৭ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ : ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। ক্র. নং. : ২; টেন্ডার নং : ৪৬-এমএলডিটি- ২৬-২৭। কাজের নাম : "সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ট্র্যাক ডিপো থেকে পি. ওয়ে সামগ্রী যথা রেল, স্লিপার, সুইচ, এসইজে, গ্লুড জয়েন্ট, পি. ওয়ে ফিটিংস ইত্যাদি পরিবহন"-এর কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ৫৩,৮৬,০৮১.৮০, টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। ওয়েবসাইট ও নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, মালদা টাউন।
MLD-51/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৯২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬০০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৭০২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৭০৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

বাবলি সুন্দরী সন্ধে ৬.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ কি করে তোকে বলব, দুপুর ১২.৪৫ বিধাতার লেখা, বিকেল ৪.০০ অর্জুন, সন্ধে ৬.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, রাত ৯.৪৫ হামি-টু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ চিরদিনই তুমি যে আমরা, দুপুর ১.০০ মান মর্যাদা, বিকেল ৪.০০ জীবন নিয়ে খেলা, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ বাদশা-দ্য ডন

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বাবা কেন চাকর, দুপুর ১২.০০ অঞ্জলি, ২.৩০ রূপবান, বিকেল ৫.৩০ মায়া মমতা, রাত ৮.০০ শতরূপা, ১১.০০ কলঙ্কিনী বধূ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কবিতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অনুরোধ

পটল পসিন্দা এবং **চিকেন এগজা** রান্না শেখাবেন কাকলি পঞ্জল।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

শুভর বাইক ফেরাতে শাওনের দাপুটে অভিযান।
সাত পাকে বাঁধা বিকেল ৫.৩০ **জি বাংলা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ভ্রমণে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তি। বৃষ : আটকে থাকা কোনও কাজ আজ সম্পূর্ণ হবে। ব্যবসায় প্রসার ঘটবে। মিথুন : অহেতুক অস্থিরতায় শারীরিক সমস্যা বাড়তে পারে। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। কর্কট : ব্যবসায়িক কাজে ভুলভ্রান্তি হতে পারে। সিংহ : রাজনীতির ব্যক্তিদের দায়িত্ব বাড়বে। অধ্যাপকদের শুভ। কন্যা : কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। প্রেমের সংকট কাটবে। তুলা : বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হবে। বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। বৃশ্চিক : মানসিক অশান্তি কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বাবার সহায়তায় ব্যবসায় উন্নতি। ধনু : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে চিন্তা। মকর : আজ নতুন কোনও কাজের সুযোগ পেতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। কুম্ভ : অতিরিক্ত চাহিদা ক্ষতি করবে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। মীন : মামলা মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাবে। চাকরিপ্রার্থীরা সুসংবাদ পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ভাঃ ৩০ বৈশাখ, ২০ মে ২০২৬, ৫ জেঠ, সংবৎ ৪ জ্যৈষ্ঠ সুদি অধিক, ৩ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।১০। বুধবার, চতুর্থী অপরাহ্ণ ৪।১২। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১১।৫। শূলযোগ রাত্রি ৭।১৮। বণিজকরণ প্রাতঃ ৫।২২ গতে বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৪।১২ গতে ববকরণ রাত্রি ৩।৬ গতে বালবকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১১।৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৩।৫৯ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১১।৫ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, অপরাহ্ণ ৪।১২ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৮।১৬ গতে ৯।৫৫ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৮ গতে ৩।৩৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, অপরাহ্ণ ৪।১২ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৭।১৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৯।৪২ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৫ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ১।৫০ গতে ৫।২৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ১।২৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বস্তির স্নান।। গরম থেকে বাঁচতে নদীতে ঝাঁপ জংশন এলাকায়। আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

নীল-সাদা অতীত, ফ্লাইওভারে চুনকাম

রং বদলাচ্ছে উত্তরকন্যার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : রাজ্যে সরকারের পালাবদল হয়েছে। ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে সরিয়ে প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। আর তারপরই রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি অফিসে রং বদলের পালা শুরু হয়েছে। এই কাজটা শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গের মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যাতেও। নীল-সাদা মুছে পুরোটাই সাদা এবং হলুদ রং করার কাজ শুরু হয়েছে এখানে। একইভাবে মঙ্গলবার বিকেল থেকে বর্ধমান রোডের নবনির্মিত ফ্লাইওভারের নীল-সাদা রং চুনকাম করার কাজ শুরু হয়েছে। এনিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'নীল-সাদা রং বদলে ফেলা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। তবে, বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভার নিয়ে আমার একটা আবেগ আছে। আমাদের সময়ই তো ওই ফ্লাইওভারের কাজ শেষ হয়েছে। এখন ওরা উদ্বোধন করবে। রং বদল করতেই পারে। সেটা ওদের ব্যাপার। আমি ওই ফ্লাইওভারের নীচে ক্যাফেটেরিয়া তৈরি সহ বেশকিছু প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছিলাম। সেটা আগামীদিনে পুর কমিশনারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানাব।'

উত্তরকন্যায় হলুদ-সাদা রং করা হচ্ছে। (নীচে) দিন গড়িয়ে রাত হলেও ফ্লাইওভারে চুনকামের কাজ চলছে। মঙ্গলবার।

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দের তালিকায় ছিল উত্তরকন্যা এবং এখানকার অতিথিনিবাস কন্যাশ্রী। সেসময়ে পুরো উত্তরকন্যা নীল-সাদা রংয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছিল। শুধু উত্তরকন্যাই কেন, ২০১১-২০২৬-এর মার্চ পর্যন্ত যেসব সরকারি বাড়ি, সেতু, অফিস সহ অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে রং হয়েছে, সমস্তটাই নীল-সাদা। রাজ্য সরকারের প্রধান কার্যালয় নবান্ন থেকে উত্তরবঙ্গের মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যা সবই, নীল-সাদা রংয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন রাজ্য সরকারের এই নীল-সাদা রং নিয়ে বহুবার প্রশ্ন তুলেছিলেন। এখন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

> **আমাদের সময়ই তো ওই ফ্লাইওভারের কাজ শেষ হয়েছে। এখন ওরা উদ্বোধন করবে। রং বদল করতেই পারে। সেটা ওদের ব্যাপার।**
>
> **গৌতম দেব** মেয়র, শিলিগুড়ি পুরনিগম

রাজ্যে সরকার বদল হতেই নীল-সাদা রং মুছে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে বুধবার প্রথম উত্তরবঙ্গে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। আর মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগের দিনই উত্তরকন্যা থেকে নীল-সাদা রং মুছে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। উত্তরকন্যার ভিতরে এবং বাইরের অংশে নীল-সাদা রং চুনকাম করে সাদা এবং হলুদ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, বর্ধমান রোডের নবনির্মিত ফ্লাইওভারে বিধানসভা ভোট ঘোষণার আগেই পূর্ত দপ্তর নীল-সাদা রং করেছিল। কিন্তু ভোটের গেরোয় ফ্লাইওভারের উদ্বোধন হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বুধবার শিলিগুড়িতে এসে এর উদ্বোধন করতে পারেন ধরে নিয়ে সোমবার ফ্লাইওভার দিয়ে হালকা থেকে ভারী যানবাহন চালিয়ে মহড়া দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল থেকে ফ্লাইওভারের নীল-সাদা রং মুছে ফেলার কাজে হাত দিয়েছে পূর্ত দপ্তর। এদিন বিকেলে দেখা যায়, বেশ কয়েকজন কর্মী নীল-সাদা রং মুছতে চুনকাম করছেন। রাতের মধ্যে যতটা সম্ভব সেতুর ওপরের অংশের নীল-সাদা রং ঢেকে ফেলা হবে বলে পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে। এনিয়ে গৌতম দেব বলছিলেন, '২০১১ সালে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে উত্তরকন্যা তৈরি করেছি। আমার অনেক স্মৃতি ওই সচিবালয়ের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। এখন সরকার বদলেছে, তারা নিজের মতো কাজ করবে।'

দুর্নীতির প্রমাণ আছে, দাবি অজয়ের

ভেটিংয়ের নামে কোটি কোটির 'কাটমানি'

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের গত প্রায় চার বছরের দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ। এই চার বছর ধরে পরিষদে ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল। অজয়ের দাবি, তিনি সমস্ত তথ্য জোগাড় করেছেন। বিশেষ করে সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের প্রমাণ তাঁর হাতে রয়েছে বলে দাবি অজয়ের। সেসব তিনি রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের কাছে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। মন্ত্রীর নির্দেশ পেলেই তদন্তের দাবি জানাবেন অজয়।

অজয়ের বক্তব্য, 'ভেটিংয়ের নাম করে বিল্ডিং প্ল্যান খতিয়ে দেখা হত। তাতে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। সভাধিপতি যদি বলেন সেসব তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে, তাহলে সেটা ভুল। কারণ, এই বিল্ডিংয়ের প্ল্যানের সমস্ত কাগজ সভাধিপতির কাছে যায়। তিনি স্বাক্ষর না করলে কোনও ফাইলই ছাড়া হত না। এতে কোটি কোটি টাকার কাটমানি খাওয়া হয়েছে।'

অজয়ের অভিযোগ, শুধু বিল্ডিং প্ল্যান এবং ভেটিং নিয়ে ৬-৭ কোটির বেশি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। রাজ্যজুড়ে যেমন তৃণমূলের অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছেন, সেভাবেই মহকুমা পরিষদের এই দুর্নীতিকেও গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'মহকুমা পরিষদ দুর্নীতিতে ভরে রয়েছে। তৃণমূলের বোর্ড এবং আধিকারিকরা এতে যুক্ত। ছেড়ে কথা বলব না।'

- মহকুমা পরিষদে বিল্ডিং ভেটিংয়ের নামে ফাইল আটকে রাখার অভিযোগ দীর্ঘদিনের
- কার কাছে কত শতাংশ টাকা যেত, ঠিকাদারদের বলা সেই তথ্য তাঁর কাছে আছে বলে দাবি অজয়ের
- সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সভাধিপতি

> **মহকুমা পরিষদ দুর্নীতিতে ভরে রয়েছে। তৃণমূলের বোর্ড এবং আধিকারিকরা এতে যুক্ত। ছেড়ে কথা বলব না।**
>
> **অজয় ওরাওঁ** বিরোধী দলনেতা, মহকুমা পরিষদ

সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তিনি নিজেও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। অরুণের বক্তব্য, 'পরিষদের বাস্তুকার ভেটিং করে দেন। ১৫ মিটারের কম উচ্চতার বিল্ডিংয়ে আমরা ভেটিং করি। আমার কাছে ফাইল আসে। স্বাক্ষর করে ব্লকে পাঠিয়ে দিই। তারাই একটা কর নেয়। তা থেকে আমাদের ৩০ শতাংশ দেওয়া হয়। তদন্তে কোনও আপত্তি নেই।'

মহকুমা পরিষদে বিল্ডিং ভেটিংয়ের নামে ফাইল আটকে রাখার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। অথচ তাদের বিল্ডিং প্ল্যান খতিয়ে দেখার এক্তিয়ার নেই বলে দাবি। অভিযোগ, তারপরেও পরিষদের বিল্ডিং কমিটির তরফে প্ল্যানের যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখা হয় চেয়ারম্যানের নির্দেশে। তারপর ডিল হয় মোটা টাকার। এই কারবারে পরিষদেরই এক অস্থায়ী কর্মী যুক্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ। এদিন বিরোধী দলনেতা অজয় এক ধাপ এগিয়ে অভিযোগ করেন, কার কাছে কত শতাংশ টাকা যেত, ঠিকাদারদের বলা সেই তথ্য তাঁর কাছে রয়েছে।

এদিন পরিষদের টেন্ডার কমিটির বৈঠক হয়েছে। অভিযোগ, সেই বৈঠক বন্ধ করার দাবি তুলেছিলেন অজয়। কিন্তু তাঁর কথা শোনা হয়নি বলে দাবি। তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন অজয়।

চুরির অভিযোগে ধৃত বিদ্যুৎকর্মী

নকশালবাড়ি, ১৯ মে : গোডাউন থেকে বৈদ্যুতিক সামগ্রী চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ সোমবার নকশালবাড়ি থেকে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করল। এই ঘটনায় এনিয়ে মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হল। নতুন যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁরা হলেন মহম্মদ আজিজুল ও সমীর ঘোষ। প্রথমজন কালুয়াজোত এবং অন্যজন বাবুপাড়ার বাসিন্দা। সমীর রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার নকশালবাড়ির অস্থায়ী কর্মী।

নকশালবাড়ির দেশবন্ধুপাড়ার একটি গোডাউন থেকে একাধিক বৈদ্যুতিক সামগ্রী চুরি গিয়েছে বলে গত বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ কোটিয়াজোতের বাসিন্দা গোপাল সাহানিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে ভগিলরামজোতের এক বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকানে পুলিশ হানা দেয়। চুরি যাওয়া ৩৬ কার্টন বৈদ্যুতিক সামগ্রী সেখান থেকে উদ্ধার হয়। পুলিশ ওই দোকানের মালিক অগ্নু গোয়ালাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ পরে সমীরদের হদিস পায়। সোমবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

তদন্তকারী এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'গোপাল সাহানি মহম্মদ আজিজুলকে চুরির সামগ্রী দিয়েছিল। পরে আজিজুল সেগুলি সমীরকে বিক্রি করে।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। গোপাল সাহানিকে তিনদিনের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

তড়িদাহত

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : হাইভোল্টেজ তারের নীচেই ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন এক তরুণ। ঘটনাটি ঘটেছে পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের সেবক রোডের ধারে থাকা একটি অভিজাত হোটেলের পাশের রাস্তায়। ওই রাস্তার একপাশে একটি গোডাউনের কাজ হচ্ছিল। সেখানেই ওপরে উঠে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করছিলেন এক তরুণ। সেই সময় ওপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে আসেন ওই তরুণ। হীরেন সরকার নামে ওই তরুণ আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। তাঁর বাড়ি মঙ্গলঘাট এলাকায়। খবর পেয়ে আসেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসা বিদ্যুৎ দপ্তরের এক কর্তার কথায়, 'এভাবে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করা যায় না। বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' তবে ওই গোডাউন মালিকের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সংশোধনী

মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের তিনের পাতায় প্রকাশিত 'বিজয় মিছিলে হাতাহাতি' শীর্ষক খবরে সুমন বর্মনকে বিজেপির যুব মোর্চার প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি বলা হয়েছিল। আদতে তিনি দলের কোনও দায়িত্বে ছিলেন না। অন্যদিকে, প্রলয়কান্তি রায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উত্তরবঙ্গের প্রচারের দায়িত্বে রয়েছেন বলা হয়েছে। তিনি আদতে সংঘের একজন স্বয়ংসেবক। উত্তরবঙ্গের কোনও দায়িত্বে নেই। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

কিষান মান্ডি তৈরিই প্রথম কাজ : দুর্গা

খড়িবাড়ি, ১৯ মে : খড়িবাড়ি ব্লক কৃষিপ্রধান এলাকা হলেও এখানে কৃষকদের জন্য নির্দিষ্ট কোনও পাইকারি সবজির বাজার নেই। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের স্বার্থে খড়িবাড়িতে কিষান মান্ডি তৈরি করাই হবে প্রথম কাজ। মঙ্গলবার বিজয় অভিনন্দন যাত্রায় এসে এ কথা জানান বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু।

বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর বিজেপির খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ মণ্ডল কমিটির তরফে এদিন খড়িবাড়িতে বিজয় অভিনন্দন যাত্রা করা হয়। খড়িবাড়ি দলীয় কার্যালয় থেকে বিজয় অভিনন্দন যাত্রা শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কল্যাণ আশ্রমে শেষ হয়। এদিন অভিনন্দন যাত্রায় প্রবীণদের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন বিধায়ক। দুর্গা ছাড়াও অভিনন্দন যাত্রায় ছিলেন মণ্ডল সভাপতি তরুণ সিংহ, জেলা সদস্য কল্যাণ প্রসাদ, বর্ষীয়ান নেতা গণেশ দেবনাথ প্রমুখ। বিধায়ক বলেছেন, 'মানুষ ভয় আউট করে বিজেপির ওপর ভরসা করেছে। তাই নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির প্রথম কাজ হবে খড়িবাড়িতে কিষান মান্ডি তৈরি করা।'

মানসিক সমস্যা মেটাতে কেন্দ্র

নকশালবাড়ি, ১৯ মে : মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সেলিং সহায়তা, কমিউনিটি মিটিং এবং শান্তি প্রতিষ্ঠামূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কমিউনিটি ইন্টিগ্রেটেড সাপোর্ট সেন্টার চালু করা হল। মঙ্গলবার নকশালবাড়ির সাতভাইয়া বিএসএনএল দপ্তরে এটি চালু করা হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। যাঁরা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন, এই কেন্দ্রের মাধ্যমে তাঁদের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হবে।

শংসাপত্র বিতরণে বেনিয়ম বন্ধের বার্তা

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : রাজনৈতিক পালাবদলের পরে এবার রাজ্যের আদিবাসী মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে জোর দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। মঙ্গলবার সেই বার্তাই স্পষ্ট করলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। এদিন কেন্দ্রের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণমন্ত্রকের ডাকে এবং ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে পাথরঘাটায় এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'আদিবাসী গরিমা উৎসব'। তাতে অংশ নিয়ে সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক আনন্দময়। সেখানে তিনি জাতিগত শংসাপত্র বিতরণে বেনিয়ম বন্ধের বার্তা দেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, এমন অনেক আদিবাসী মানুষ আছেন যাঁদের কোনও শংসাপত্র নেই। এমনকি, শংসাপত্রের আবেদন করার মতো বৈধ নথিও নেই। তাঁদের সমস্যা সমাধানে সরকারি আধিকারিকদের এগিয়ে আসার ডাক দেন আনন্দময়।

এদিনের অনুষ্ঠানে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বলেন, 'শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখে এগিয়ে আসা প্রথম প্রজন্মের আদিবাসী সন্তানদের অনেকেরই বৈধ নথি নেই। অথচ এরা যোগ্য।' সেক্ষেত্রে আনন্দময়ের পরামর্শ, 'সরকারি আধিকারিকরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে এইসব মানুষের ভাষা, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদি খতিয়ে দেখে তাঁদের শংসাপত্র দিতে পারেন।' অনেক আধিকারিক এতে সম্মতি প্রকাশ করেছেন বলেও খবর।

দার্জিলিং জেলার সমতলের মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা আসন দুটি তপশিলি জনজাতিদের সংরক্ষিত। এই এলাকায় বড় সংখ্যায় আদিবাসী মানুষের বসবাস। মনে করা হচ্ছে, আনন্দময়ের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এই দুই বিধানসভা এলাকার অন্তত ১০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। সেই কথা মাথায় রেখেই এগোচ্ছে বিজেপি।

ইসরোয় নাম জুড়ল উত্তরের সৌরমিতার

কোচবিহার, ১৯ মে : জীবনের প্রথম চাকরির পরীক্ষা। উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমবার ইন্টারভিউয়ের মুখোমুখি। আর পরপর এইসব বুক ধুকপুক পেরিয়ে প্রথমবারেই একেবারে ইসরোর দোরগোড়ায়। ২৬ বছর বয়সেই ইসরোয় বিজ্ঞানী হিসেবে চাকরির সুযোগ পেলেন কোচবিহারের সৌরমিতা চক্রবর্তী। মধ্যবিত্ত পরিবারের সৌরমিতা বর্তমানে দিল্লির ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন। সেখান থেকেই ইসরোয় চাকরির পরীক্ষা দেন। ইসরোর তরফে তাঁকে বিজ্ঞানী পদের জন্য 'অফার লেটার' পাঠানোয় এখন খুশির হাওয়া তাঁর পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যেও।

সৌরমিতা বলেন, 'ইসরোয় বিজ্ঞানী হিসেবে চাকরি করব এটা আমার কাছে স্বপ্ন। ওদের পাঠানো চিঠি হাতে পাওয়ার পর সেই স্বপ্নই সত্যি হল। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তারই প্রস্তুতি নিচ্ছি।' কোচবিহার শহর সংলগ্ন খাগড়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা সৌরমিতা। বাবা শিবশংকর চক্রবর্তী একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের কর্মী। মা তুলিকা চক্রবর্তী বাড়ির কাজে পারদর্শী। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী এই পড়ুয়া কোচবিহারের সুনীতি অ্যাকাডেমি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। দিল্লিতে স্নাতকোত্তর ও কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন।

সিকিম রাজ্য লটারি অধিদপ্তর
অর্থ বিভাগ, সিকিম সরকার,
দেওরালি, গ্যাংটক - ৭৩৭১০২

No.98/FIN/DSSL/2021-22/205 Dated : 18.05.2026

সাধারণ জনগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, সিকিম রাজ্য লটারির সকল ড্র সিকিম সরকার কর্তৃক লটারি (প্রবিধান)আইন, ১৯৯৮, লটারি (প্রবিধান) বিধিমালা, ২০১০, সিকিম রাজ্য লটারি (প্রবিধান) বিধিমালা, ২০২৩, এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত অন্যান্য বিজ্ঞপ্তিসমূহ কঠোরভাবে মেনে পরিচালিত হয়।

'ডিয়ার' ব্র্যান্ড নামে বাজারজাতকৃত সিকিম রাজ্য লটারি দীর্ঘদিন ধরে বাজারের অন্যতম বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লটারি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমরা আন্তরিকভাবে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা বছরের পর বছর ধরে আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন এবং আমাদের লটারির জনপ্রিয়তায়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, অবদান রেখেছেন। **'ডিয়ার'** লটারির প্রতি জনসাধারণের প্রবল চাহিদা অব্যাহত রয়েছে, কারণ সরকার এবং এর পরিবেশক সাধারণ জনগণের জন্য এর স্বচ্ছ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছেন।

সম্প্রতি, সিকিম সরকার স্টকিস্ট, খুচরা বিক্রেতা এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে এই মর্মে খবর পেয়েছে যে, এমন গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে **"ডিয়ার"** ব্র্যান্ডের সিকিম লটারি আর পাওয়া যাবে না। আমরা আনন্দের সাথে স্পষ্ট করছি যে, সিকিম সরকার নিয়মিতভাবে **"ডিয়ার"** লটারি পরিচালনা ও আয়োজন করে চলেছে এবং এটি নিরবচ্ছিন্নভাবে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্রমিক নং	লটারির নাম	M.R.P	ড্র-এর সময়
১	ডিয়ার লিজেন্ড (প্রতি সোমবার)	₹৭/-	সন্ধ্যা ০৬:০০ টা থেকে
২	ডিয়ার প্রেস্টিজ (প্রতি মঙ্গলবার)	₹৭/-	সন্ধ্যা ০৬:০০ টা থেকে
৩	ডিয়ার রিগাল (প্রতি বুধবার)	₹৭/-	সন্ধ্যা ০৬:০০ টা থেকে
৪	ডিয়ার সুপ্রিম (প্রতি বৃহস্পতিবার)	₹৭/-	সন্ধ্যা ০৬:০০ টা থেকে
৫	ডিয়ার ক্রাউন (প্রতি শুক্রবার)	₹৭/-	সন্ধ্যা ০৬:০০ টা থেকে
৬	ডিয়ার এলিট (প্রতি শনিবার)	₹৭/-	সন্ধ্যা ০৬:০০ টা থেকে
৭	ডিয়ার এম্পায়ার (প্রতি রবিবার)	₹৭/-	সন্ধ্যা ০৬:০০ টা থেকে

আমাদের পরিবেশক, **এম/এস পশ্চিমবঙ্গ লটারি স্টকিস্টস সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড,** ডিস্ট্রিবিউটর, সিকিম রাজ্য লটারির প্রযোজ্য জিএসটি প্রদান করছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা আরোপিত ড্র চার্জ কৃষি আয়কর বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের লটারির উপর প্রদেয় অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য কর বা বকেয়া পরিশোধ করছে। এছাড়াও, সরকার কর্তৃক পরিচালিত সম্পূর্ণ ড্র প্রক্রিয়াটি **সরাসরি সম্প্রচার** করা হয় এবং বিজয়ী নম্বর ঘোষণার পরেও তা ইউটিউবে উপলব্ধ থাকে।

সিকিম সরকার **'ডিয়ার'** ব্র্যান্ডের লটারির বিরুদ্ধে ছড়ানো সমস্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ ও গুজব প্রত্যাখ্যান করছে এবং জনসাধারণকে আশ্বস্ত করছে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে টিকিট নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যেতে থাকবে।

আমরা সাধারণ জনগণকে অনুরোধ করছি, পশ্চিমবঙ্গের বাজারে অসাধু ব্যক্তিদেরদ্বারা প্রচারিত মিথ্যা গুজবে বিশ্বাস করবেন না বা তা ছড়াবেন না।

DIRECTORATE OF STATE LOTTERIES ★ GOVT. OF SIKKIM, GANGTOK ★

18/5/26

Principal Director cum Designated Authority
Sikkim State Lotteries
Gangtok, Sikkim

Directorate of Lotteries, Government of Sikkim
Phone: 03592-280227; Fax: 03592-280227; Email: directorskmlotto@gmail.com

সরকার বদলে ভাঙার জল্পনা

তৃণমূল নেতার রিসর্টে নোটিশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল ঘটায় এবার কি ভাঙা পড়বে গুলমায় তৃণমূল নেতার অবৈধ রিসর্ট? প্রশাসনের তরফে ওই রিসর্ট নিয়ে নতুন করে নোটিশ জারি হওয়ায় এই প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রিসর্টের জমি সংক্রান্ত নথিপত্র নিয়ে নির্মাণকারীকে ২৯ মে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের অফিসে দেখা করতে বলা হয়েছে। রিসর্টের নির্মাণকারী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অলোক চক্রবর্তীর মেয়ে বেবি ঘোষ দাবি করেছেন, 'আমি ওই জমিটি একজনের কাছ থেকে কিনেছিলাম। আমার বাবা তৃণমূল করায় এই নির্মাণ নিয়ে এত জলঘোলা হচ্ছে। আমরা এর বিচার চাই।' শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলার বক্তব্য, 'আইন মেনে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ২৯ মে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। তার পরেই পদক্ষেপ করা হবে।'

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান থাকাকালীন ২০২৩ সালে অলোক গুলমা চা বাগানের জমির ওপরে একটি চারতলা ভবন নির্মাণ করেন। ভবনটি তৈরি হয়েছে চা বাগান এবং গুলমা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। অলোক নিজেই প্রথমে জানিয়েছিলেন, তিনি এখানে রিসর্ট তৈরি করবেন। পাশে একটি শিব মন্দিরও তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমিতে এই নির্মাণ নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে খবর প্রকাশিত হয়। এর পরেই নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর জমি জরিপ করে নিশ্চিত হয় যে, জমিটি গুলমা চা বাগানের লিজে রয়েছে। ফলে বাগানের লিজে থাকা জমিতে কীভাবে এই নির্মাণ হল, তা জানতে চেয়ে বাগানকেও নোটিশ করা হয়। বাগান কর্তৃপক্ষও জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়, তৃণমূল শ্রমিক নেতা অলোক চক্রবর্তী চা বাগান শ্রমিকদের জন্য সরকারিভাবে পানীয় জলপ্রকল্প তৈরির কথা বলেছিলেন। শ্রমিকদের উপকার হবে ভেবেই জমিটি ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁরা দেখেন সেখানে বহুতল বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু শাসকদলের নেতা জড়িত থাকায় ভয়ে কেউ মুখ খোলেননি।

এই রিপোর্ট জমা পড়ার পরেই জেলা প্রশাসন নির্মাণকারীকে জমির নথিপত্র, বিল্ডিং প্ল্যান নিয়ে শুনানিতে ডাকে। ধারাবাহিকভাবে খবর হতেই বিপদ বুঝে অলোক ওই নির্মাণটি তাঁর মেয়ে করছে বলে জানিয়ে দেন। তিনি দাবি করেছিলেন, 'মেয়ে জমি কিনে সেখানে রিসর্ট তৈরি করছে।'

এরপর থেকে মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসন একাধিকবার অলোকের মেয়ে বেবিকে জমির নথিপত্র এবং বিল্ডিং প্ল্যান দেখানোর সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু বেবি ওই জমিটি তাঁর কেনা বলে দাবি করলেও, দাবির সপক্ষে একটিও নথি দেখাতে পারেননি। এর পরেই তৎকালীন জেলা শাসক এস পন্নমবলমের নির্দেশে ওই নির্মাণকাজ বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে বারবার অভিযোগের পরেও শাসকদলের অনিচ্ছায় প্রশাসনও হাত গুটিয়ে ছিল বলে অভিযোগ।

রাজ্যে সরকার বদল হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমস্ত বেআইনি নির্মাণ, জমি দখলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এর পরেই গুলমার ওই রিসর্টের বাইরে নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক নির্মাণকারীকে ২৯ মে দুপুর ১২টায় জমির নথিপত্র নিয়ে অফিসে হাজির হতে বলেছেন। জেলা প্রশাসনের একটি সূত্রের দাবি, নির্মাণকারী উপযুক্ত নথিপত্র দেখাতে না পারলে জুন মাসের শুরুতেই বহুতলটি ভেঙে ফেলা হবে।

- গুলমায় অবৈধ রিসর্টে ফের প্রশাসনের নোটিশ, জমির নথি নিয়ে ২৯ মে দেখা করার নির্দেশ
- চা বাগানের জমিতে বহুতল নির্মাণের সত্যতা মিললেও, এতদিন প্রশাসনের তরফে পদক্ষেপ করা হয়নি
- ক্ষমতার পালাবদলে কি ভাঙা হবে রিসর্টটি? প্রশাসনিক নয়া নোটিশে নতুন করে শুরু হয়েছে জল্পনা

বুলেট ট্রেনের জন্য দল গঠন এনএফআর-এর

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলার জন্য পৃথকভাবে বুলেট ট্রেনের ঘোষণা করা হয়েছে। সেই বুলেট ট্রেনের সৌজন্যে শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী পৌঁছানো অনেকটাই সহজ হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে এখন শিলিগুড়ি এবং বারাণসীর মধ্যে হাইস্পিড রেল করিডর প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষা। রেল সূত্রে খবর, আগামী এক মাসের মধ্যে প্রকল্পের প্রাথমিক সার্ভের কাজ শুরু হবে। সেই কাজের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের (এনএফআর) তরফে পৃথকভাবে একটি বিশেষ দল তৈরি করা হচ্ছে। তবে ওই দলে কোন আধিকারিকরা থাকবেন, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'প্রাথমিক স্তরে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই সমীক্ষার কাজ শুরু করা হবে।'

রাজ্যের প্রথম বুলেট ট্রেনটি শিলিগুড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে পাটনা হয়ে বারাণসী পৌঁছোবে। বুলেট ট্রেনের সৌজন্যে বারাণসী ও শিলিগুড়ির মধ্যে সময়ের নিরিখে দূরত্ব অনেকটাই কমে যাবে। রেলকর্তাদের দাবি, বুলেট ট্রেনের পথচলা শুরু হলে তিন ঘণ্টারও কম সময়ে শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী পৌঁছানো সম্ভব হবে। সেই স্বপ্নকে বাস্তবের রূপ দিতে রেলকর্তারা ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করেছেন। রেল সূত্রে খবর, বুলেট ট্রেনের জন্য নতুন করে স্টেশন ও প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে। যদিও এখনও স্টেশনের জায়গা চূড়ান্ত হয়নি। অত্যাধুনিক স্টেশন ও প্ল্যাটফর্মের নকশা নিয়ে প্রাথমিক স্তরে আলোচনা চলছে। জুন মাস থেকে সমীক্ষার কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সমীক্ষা শেষেই তৈরি হবে ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর)।

বুলেট ট্রেন ও হাইস্পিড রেল করিডর প্রকল্প উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্তাদের কাছে একেবারেই নতুন। সেক্ষেত্রে সমীক্ষা এবং ডিপিআর তৈরিতে কতদিন লাগতে পারে, তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না এখানকার আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পাশাপাশি ন্যাশনাল হাইস্পিড রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের তরফে পৃথকভাবে একটি সমীক্ষা করা হবে।

চিতাবাঘ সতর্কতা

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : চিতাবাঘ নিয়ে চা বাগান এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিল বন দপ্তর। বর্তমান সময়ে তরাই অঞ্চলে প্রজননের ক্ষেত্রে মূলত চা বাগানগুলি বেছে নেয় চিতাবাঘ। যে কারণে প্রায়শই চিতাবাঘ দেখতে পাচ্ছেন চা শ্রমিকরা। সোমবার ঘোষপুকুর রেঞ্জে জয়ন্তিকা চা বাগানে তিন চিতাবাঘের শাবক দেখতে পাওয়ায় বাগান এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিষয়টি জানতে পেরে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে শাবকগুলির গতিবিধির ওপর নজর রাখেন। বিকেলে দিকে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ এসে একটি শাবককে তুলে নিয়ে যায়। রাতে আবার পুনরায় এসে বাকি দুটো শাবককে চিতাবাঘটি তুলে দিয়ে গিয়েছে বলে ঘোষপুকুর রেঞ্জের তরফে জানানো হয়েছে।

বর্তমান সময়ে ঘনঘন বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় চিতাবাঘের শাবক দেখা যাওয়ায় বাগানকর্মীদের সতর্ক করেছেন বিভিন্ন রেঞ্জের বনকর্মীরা। পাশাপাশি, রেঞ্জগুলির লেপার্ড স্কোয়াড টিম নজর রাখছে। চা শ্রমিকদের দলবদ্ধভাবে কাজ করতে বলা হয়েছে। এছাড়া ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পর বাগানের নালা, ঝোপঝাড়ের সামনে দিয়ে চলাচল না করার পরামর্শ দিচ্ছেন বনকর্মীরা। বন দপ্তরের কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'মানুষ ও বন্যপ্রাণ সংঘাত এড়ানো আমাদের মূল লক্ষ্য। বাগান এলাকাগুলিতে বনকর্মীদের দিনরাত নজর রাখতে বলা হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিকেলবেলায়... হলদিবাড়ি স্টেশনে ছবিটি তুলেছেন বিটু জোয়ারদার।

ট্রাস্টের জমিতে মাফিয়াদের নজর

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ রাজগঞ্জ বিধানসভা এলাকার হরিহর নিরাশ্রয় সেবাশ্রম ট্রাস্টের সদস্যরা। অভিযোগ, জমি মাফিয়ারা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সেবাশ্রমের জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এবার ট্রাস্টের সদস্যরা সেবাশ্রমের জমি রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে ট্রাস্টের সভাপতি দেবব্রত মজুমদার বলেন, 'সেবাশ্রমের জমিতে মাফিয়াদের নজর রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই জমি আমরা রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিতে চাই। এনিয়ে শীঘ্রই আমরা স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে দেখা করব। আমরা চাই, ওই জমিতে স্কুল কিংবা হাসপাতাল গড়ে তোলা হোক।'

ইউনিফর্মে আর লোগো নয়

হঠাৎ নির্দেশে চাপে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৯ মে : গরমের ছুটির পর স্কুল খুলতেই পড়ুয়াদের হাতে প্রথম সেটের ইউনিফর্ম তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছিল চোপড়া ব্লকে। ইতিমধ্যেই স্কুলভিত্তিক ইউনিফর্ম বস্তাবন্দি করার কাজ অনেকটা শেষও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নতুন নির্দেশিকার জেরে এখন সেসব প্যাকেট খুলে বিশ্ব বাংলার লোগো সরানোর কাজ করতে হচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। রাজ্যের মসনদে বদলের পর সরকারি ইচ্ছেতে এখন লোগো খুলতে গিয়ে বাড়তি চাপের মুখে পড়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি। মাঝিয়ালি সংঘের দলনেত্রী শংকরী মণ্ডলের কথায়, 'অনেক ইউনিফর্মের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখন সেগুলির প্যাকেট খুলে পুরোনো লোগো সরানো হচ্ছে।'

রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি বিভিন্ন কাজে বিশ্ব বাংলা লোগোর পরিবর্তে অশোকস্তম্ভকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এতদিন বিভিন্ন সরকারি স্কুলের ইউনিফর্মে বিশ্ব বাংলা লোগো থাকলেও এবার সেই লোগো সরিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এনিয়ে চোপড়া সংঘের কোঅর্ডিনেটর রিঙ্কু বিশ্বাস বলেছেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যেরকম নির্দেশ আসছে, সেই অনুযায়ীই কাজ করতে হচ্ছে।'

চোপড়া ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা চারটি সেলাই কেন্দ্রে ইউনিফর্ম তৈরির কাজে যুক্ত রয়েছেন। কাপড় কাটিংয়ের কাজ হচ্ছে চোপড়া বিডিও অফিস চত্বরে। সেলাইকর্মীদের দাবি, প্রথম সেটের প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ শেষ করে ইউনিফর্ম বস্তাবন্দি করা হয়েছিল। এখন সেই বস্তা থেকে প্যাকেট বের করে একে একে লোগো খুলে ফেলা হচ্ছে। ফলে বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে।

সদর চোপড়া সহ এলাকার বিভিন্ন সেলাইকেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, মহিলারা পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। চোপড়া কেন্দ্রে সেলাইয়ের কাজে যুক্ত অষ্টমী হালদার বললেন, 'নিয়মিত কাজের পাশাপাশি এখন আবার বস্তাবন্দি ইউনিফর্ম খুলে লোগো সরানোর অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে।'

মামুদা বেগমের কথায়, 'গত মঙ্গলবার মৌখিকভাবে লোগো খুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। আপাতত যেগুলি তৈরি হয়ে গিয়েছে, সেগুলির লোগো সরাতে হচ্ছে।'

প্রতি শার্ট সেলাইয়ের জন্য মিলছে মাত্র ১৩ টাকা, কামিজ পিছু ১১ টাকা, টিউনিকে ১৫ টাকা এবং প্যান্টে মাত্র ১১ টাকা। এত কম পারিশ্রমিকে সারাদিন কাজ করে দৈনিক আয় আড়াইশো থেকে ৩০০ টাকার বেশি হয় না বলে জানিয়েছেন কর্মীরা। তার উপর তৈরি ইউনিফর্মের প্যাকেট খুলে লোগো সরানোর অতিরিক্ত চাপ পড়ায় সমস্যায় পড়েছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর কিছুটা দেরিতে ব্লকে কাপড় পৌঁছেছে। সময়মতো কাপড় পৌঁছালে আর মাঝে ভোটের ছুটি না পড়লে এতদিন পড়ুয়ারা প্রথম সেট পেয়ে যেত।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর চোপড়া ব্লক সুপারভাইজার মহেন্দ্র শাহের কথায়, 'জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে সেলাইয়ের কাজে গোষ্ঠীর প্রশিক্ষিত মহিলারা পড়ুয়াদের পোশাক তৈরির কাজ করেন। প্রত্যেক বছর পড়ুয়াদের দুই সেট করে পোশাক দেওয়া হয়। ব্লকে ইতিমধ্যে ৪টি ইউনিটে ২০টি করে সেলাই মেশিন বসানো হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিটে ৪০ জন করে প্রশিক্ষিত মহিলা কাজ করেন। প্রথম সেটের ইউনিফর্ম তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।' এদিকে লোগো খোলার বিষয়ে তিনি বলছেন, 'জেলা থেকে একটি নির্দেশ এসেছে।'

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্লকে মোট নথিভুক্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ৫০ হাজার ২৮৩ জন। চোপড়ার জয়েন্ট বিডিও ডোমিট লেপচা বলেছেন, 'স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিরলসভাবে কাজ করছেন। আশা করা যায়, গরমের ছুটির পর স্কুল খুললেই সমস্ত পড়ুয়া ইউনিফর্ম পেয়ে যাবে।'

ইউনিফর্ম থেকে খুলে ফেলা হচ্ছে লোগো। মঙ্গলবার।

দখল হঠাতে মাইকিংয়ে প্রচার

ইসলামপুর, ১৯ মে : মঙ্গলবার রামগঞ্জ বাজারের বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাজারের ফুটপাথে দোকান দেওয়া যাবে না। এবং দোকানের সামনে মালপত্র রেখে রাস্তা দখল করা চলবে না। প্রশাসনের তরফে সতর্ক করা হয়, ফুটপাথ খালি না করলে আগামীদিনে উচ্ছেদ অভিযান চালানোর পাশাপাশি আইনি পদক্ষেপ করা হতে পারে।

মাইকিং করে জানানো হয়, যে কোনও এলাকায় বাড়ি নির্মাণ করতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্ল্যান পাশ করার পরেই কাজ শুরু করতে হবে। নির্দেশ অমান্য করলে প্রশাসনের তরফে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানানো হয়। রামগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্ণা রায় বলেন, 'প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী এদিন রামগঞ্জ বাজারে মাইকিং করা হয়েছে। ফুটপাথে দোকান দেওয়ায় এবং দোকানের সামনে মালপত্র রাখার ফলে মানুষের চলাচল করতে সমস্যা হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা স্বেচ্ছায় ফুটপাথ থেকে দোকান না সরালে প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান চালাতে বাধ্য হবে। নির্দেশ অমান্য করলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার বাগানে

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ মে : চা বাগানের নালার ভেতর থেকে হাত-পা ও মুণ্ডহীন অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হল। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হাঁসখোয়ার বন্দিজোত এলাকার একটি বটলিফ চা বাগানে ঘটনাটি ঘটে। দেহটি যেভাবে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে, তাতে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, অন্য কোথাও খুন করে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে দেহটি এখানে ফেলে যাওয়া হয়ে থাকতে পারে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, এদিন সকালে ওই চা বাগানের নালার ধারে মাশরুম তুলতে গিয়ে তিন তরুণের নজরে পড়ে দেহটি। তাঁদের চিৎকারে চা বাগানের মালিক ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং বাগডোগরা থানায় খবর দেওয়া হয়। এই ঘটনার সঙ্গে বন্যপ্রাণের হামলার কোনও সংযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বন দপ্তরের বাগডোগরা রেঞ্জের কর্মীরাও সেখানে যান। বন দপ্তরও তদন্ত চালাচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া দেহে কেবলমাত্র ধড়টুকু অবশিষ্ট ছিল। মৃতদেহ উদ্ধারের সঙ্গে জড়িত কাশ্মীরা বলেন, 'দেহটি প্রায় সপ্তাহখানেক ওই নালাতেই পড়ে ছিল বলে মনে করা হচ্ছে।'

গ্রেপ্তার তিন

চোপড়া, ১৯ মে : সোমবার রাতে চোপড়া থানার সোনাপুর এলাকা থেকে আশিস ঝা, সাগর মাহাতো, উসমান খান নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকজন ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। একটি চা বাগান এলাকা থেকে তিনজনকে পুলিশ ধরে ফেলে। তবে বাকিরা পালিয়ে যায়। ধৃতদের মঙ্গলবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ১৯ মে : তরুণ সমাজ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। তরুণ সমাজকে নেশার কবল থেকে বাঁচাতে, মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মঙ্গলবার বিজেপির মহিলা মোর্চার দাড়িভিট শাখার তরফে ইসলামপুর থানায় স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী রঞ্জিতা সরকার বলেন, 'দাড়িভিটের নেশার ঠেক বন্ধ করার জন্য এর আগেও একাধিকবার পুলিশকে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু ম কাজ হয়নি। পুলিশ পদক্ষেপ না করলে আগামীদিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

প্রয়োজনে, এই মর্মে ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি-র কাছেও আবেদন করা হবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

লরির ধাক্কা

ইসলামপুর, ১৯ মে : মঙ্গলবার ভোররাতে ইসলামপুর শহরের চৌরঙ্গি মোড় এলাকায় রাজ্য সড়কে আমবোঝাই একটি লরি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। লরি উলটে চালক ও খালাসি জখম হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। লরিটি শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মাদক সহ ধৃত তরুণ

খড়িবাড়ি, ১৯ মে : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে বিপুল পরিমাণ মাদক সহ স্থানীয় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম উৎপল দাস, বাড়ি পানিট্যাঙ্কির রামধনজোত এলাকায়।

গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের একটি দল মঙ্গলবার বিকেলে পানিট্যাঙ্কি-নকশালবাড়ি রাজ্য সড়কের কোয়ার্টার মোড় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। সেই সময় ওই তরুণ মোটর সাইকেলে নকশালবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। পুলিশ তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালালে প্যান্টের পকেটে থেকে দুটি ব্রাউন সুগারের প্যাকেট পাওয়া যায়। ১৯৯ গ্রাম মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ওই তরুণ পানিট্যাঙ্কি থেকে মাদক নিয়ে তা বিক্রির জন্য নকশালবাড়ি যাচ্ছিলেন। অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে মাদকের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। মাদকচক্রের বাকি পান্ডাদের খোঁজ চলছে।

পায়ে ইমপ্ল্যান্ট বসাতে টাকা নেওয়ার অভিযোগ

মেডিকেলে সাসপেন্ড দুই স্বাস্থ্যকর্মী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : রোগীর পরিবারের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অপরাধে দুই কর্মীকে সাসপেন্ড করল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এখানে দালালচক্রের সক্রিয় থাকা এবং রোগীর বাড়ির লোকজনের থেকে টাকা আদায় নতুন ঘটনা নয়। এবার অভিযোগ, ভাঙা পায়ের অস্ত্রোপচারে ইমপ্ল্যান্টের খরচ বাবদ চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের থেকে ১৩ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সুপারের কাছে এমনই লিখিত অভিযোগ করেছে ওই পরিবারটি। পাশাপাশি, মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়িতেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মেডিকেলের অতিরিক্ত সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পরেই অপারেশন থিয়েটারের দুজন কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বাকিদের বিরুদ্ধেও তদন্ত চলছে। রোগী বা তাঁর পরিবারের থেকে টাকা নেওয়ার ঘটনা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।'

শনিবার বাড়িতে পড়ে গিয়ে পায়ে চোট পান বেলগাছি চা বাগানের শ্রমিক রেণুকা নায়েক। প্রথমে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়। এক্স-রে, সিটি স্ক্যানে দেখা যায়, পায়ের হাড় ভেঙেছে। চিকিৎসকরা দ্রুত ওই মহিলার পায়ে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন।

ওই মহিলার ভাই কৈলাস নায়েকের অভিযোগ, 'রবিবার দিদিকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে এক কর্মী বেরিয়ে এসে ১৩ হাজার টাকা দাবি করেন। আমি বলি, আমরা গরিব মানুষ এত টাকা কোথায় পাব? আর সরকারি হাসপাতালে কেন টাকা দিতে হবে?' সেসময় অপারেশন থিয়েটারের কর্মী তাঁকে জানান, পায়ে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি বসাতে হবে। তার দাম দিতে হবে।

কৈলাসের অভিযোগ, 'আমি ওঁকে বলেছিলাম, যে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, সেই তালিকা দিলে আমি এনে দেব। কিন্তু তালিকা দেওয়া হয়নি। পরে বাধ্য হয়েই টাকার ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছে। কিন্তু টাকা নিয়ে কোনও বিলও দেওয়া হয়নি।' মেডিকেলে শুধু বহিরাগতরা নয়, এখানকার একাংশ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী দালালচক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ।

দালালচক্রের বিরুদ্ধেই মঙ্গলবার হাসপাতাল সুপারের অফিসে লিখিত অভিযোগ জানান কৈলাস। তাঁর অভিযোগ, সুপারের অফিসে অভিযোগ জানানোর খবর পেয়ে ওই দালালরা হুমকি দেয় যে, দিদির পায়ের সমস্ত ইমপ্ল্যান্ট খুলে ফেলে দেবে। ঘটনাটি জানার পরেই বিজেপি নেতা মানবেন্দ্র সিংহ মেডিকেলে পৌঁছান। এই ঘটনা নিয়ে তাঁর উপস্থিতিতে মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়।

পরে তিনি বলেন, 'মেডিকেলে দীর্ঘদিন ধরে দালালচক্র চলছে। এসব আর বরদাস্ত করা হবে না। গরিব মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে কোনও গাফিলতি হলে বা টাকা নেওয়া হলে আমরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।'

> **অভিযোগ পাওয়ার পরেই অপারেশন থিয়েটারের দুজন কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বাকিদের বিরুদ্ধেও তদন্ত চলছে। রোগী বা তাঁর পরিবারের থেকে টাকা নেওয়ার ঘটনা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।**
>
> **নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়**
> অতিরিক্ত সুপার, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

দুধিয়ায় সতর্ক থাকতে নির্দেশ সাংসদের

তমালিকা দে ও সৌরভ রায়

শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ১৯ মে : শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকার সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে জোড়া সুখবর। একদিকে দুধিয়া সেতুর নির্মাণকাজের অগ্রগতি এবং আসন্ন বর্ষায় বিকল্প ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন সাংসদ রাজু বিস্ট। অন্যদিকে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রাঙ্গাপানি লেভেল ক্রসিংয়ে রেলওয়ে ওভারব্রিজ নির্মাণের জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিল দার্জিলিং জেলা প্রশাসন।

২০২৫ সালের অক্টোবরে বন্যা পরিস্থিতিতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দুধিয়ার পুরোনো লোহার সেতুটি। তবে তার আগেই ২০২৪ সালে ৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে দুর্বল লোহার সেতুর পাশ দিয়ে কংক্রিটের পিলারের ওপর স্টিলের পাটাতন বসিয়ে নতুন সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু মাঝনদীতে মাটির নীচে বড় বড় বোল্ডার মেলায় গর্ত করা কঠিন হচ্ছে। ফলে কাজ সম্পূর্ণ হতে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। আসন্ন বর্ষায় দুধিয়া হয়ে শিলিগুড়ির সঙ্গে মিরিকের সড়ক যোগাযোগ সচল রাখতে মঙ্গলবার বিকেলে পূর্ত আধিকারিকদের নিয়ে এলাকা ঘুরলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। নদীর জল বাড়লে অস্থায়ী হিউমপাইপের সেতু ভেসে যাওয়ার আশঙ্কায় বিকল্প বেইলি ব্রিজের কথা বলেন তিনি।

নদীর পরিস্থিতিতে বেইলি ব্রিজ সম্ভব নয় জানালেও অস্থায়ী সেতু সহজে ভাঙবে না বলে বাস্তুকাররা আশ্বস্ত করেন। সাংসদের নির্দেশ, 'প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা তৈরি রাখতে হবে, যাতে ফাটল দেখামাত্রই দ্রুত মেরামত করা সম্ভব হয়।' এদিন কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক সোনাম লামা ও পূর্ত দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ির গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী বদল আসতে চলেছে। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের রাঙ্গাপানি ও নিজবাড়ি রেলওয়ে সেকশনের মধ্যবর্তী এনসি-৫ লেভেল ক্রসিংয়ে বহু প্রতীক্ষিত ওভারব্রিজ নির্মাণের জট কাটল। কেন্দ্রীয় সরকারের ৬৯.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দের এই প্রকল্পের ভূমিপুজো জানুয়ারিতে হলেও এনওসি না মেলায় কাজ থমকে ছিল। সম্প্রতি রাজ্যে প্রশাসনিক পরিবর্তনের মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই জেলা প্রশাসন এই ছাড়পত্র দিয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর জানান, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের যৌথ তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে এনওসি দেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক বিভাগ, এসডিও এবং ডিএম অফিস রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথ সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছে। রাস্তার দু'ধারে থাকা দোকানদারদের উচ্ছেদের প্রসঙ্গ সামনে এসেছিল। পুনর্বাসনের দাবি তুলেছিলেন ব্যবসায়ীরা। উচ্ছেদ প্রসঙ্গে হরিশংকর বলেন, 'দু'পাশের দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের বিষয়েও রেলের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাজ শুরু করতে যেন কোনও সমস্যা না হয় সে বিষয়টিও দেখা হবে।' কাজ শেষ হলে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ যানজট থেকে মুক্তি পাবেন। রাঙ্গাপানির শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিন বছরের মধ্যে কাজ শেষের আশ্বাস দিয়েছেন সাংসদ রাজু বিস্ট।

স্থানীয় বাসিন্দা দীপক ঘোষ ও হরি সিংহের বক্তব্য, 'আরওবি তৈরি হলে যানজট যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব। কাজটা দ্রুত সম্পন্ন হোক।'

এনওসি পেল রাঙ্গাপানির আরওবি

দুধিয়ায় সেতুর নির্মাণ পরিদর্শনে রাজু বিস্ট। মঙ্গলবার।

শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নেই বেবি ফিডিং কিয়স্ক

স্তন্যপান করাতে সমস্যায় মায়েরা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে সুকনার বাসিন্দা দীপিকা রাই সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। ডাক্তার দেখানোর পর খাওয়াদাওয়া সারতে তিনি বিধান মার্কেটের একটি হোটেলে যান। সেখানে অবশ্য কোলের ছেলের খাবার মেলে না। খিদে পেয়ে খুদে কাঁদতে শুরু করলে দীপিকা সমস্যায় পড়েন। কোথাও গিয়ে যে আড়ালে ছেলেকে স্তন্যপান করাবেন সেই উপায় নেই। অগত্যা কোলেরটাকে নিয়ে তিনি সেই হোটেলের শৌচালয়ে ঢুকলেন। সেখানে আবার বিকট গন্ধ। নাকেমুখে রুমাল চেপে সেখানেই খুদেকে কোনওমতে বুকের দুধ খাওয়ান। হাতিয়াডাঙ্গার সাবিত্রী রায়ের অবশ্য আশপাশে কোনও শৌচালয়ও জোটেনি। হাসপাতাল মোড়ে দাঁড় করানো একটি গাড়ির পাশে গিয়ে সেখানে ওড়না দিয়ে ঢেকে তিনি খুদেকে স্তন্যপান করান। এ শুধু দীপিকা বা সাবিত্রীর গল্প নয়। কাজের প্রয়োজনে খুদেদের নিয়ে রোজ শিলিগুড়িতে আসা অগুনতি মায়ের রোজকার যন্ত্রণা। শিলিগুড়ির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের মূল অংশে বেবি ফিডিং কিয়স্ক বা স্তন্যপান কক্ষ না থাকায় রোজই তাঁদের ভোগান্তি বাড়ছে। সমস্যা মেটাতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে অবশ্য শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ আশ্বাস দিয়েছেন।

হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বিধান মার্কেট, জংশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে প্রতিদিন বিভিন্ন মহিলারা আসেন। অনেকেরই সঙ্গে সন্তান থাকে।

কিন্তু শহরের জনবহুল এলাকাগুলিতে কোথাও কোনও বেবি ফিডিং কিয়স্ক বা স্তন্যপান কক্ষ নেই। ফলে শিশুকে সঙ্গে

নিয়ে বেরোলে প্রয়োজনে স্তন্যপান করাতে হলে অনেককে অস্বস্তি ও লোকলজ্জার মুখোমুখি হতে হয়। শপিং মলে এই ব্যবস্থা থাকলেও প্রয়োজনে তড়িঘড়ি সেখানে যাওয়াও অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। হংকং মার্কেটে কেনাকাটা করতে আসা দিশা গুহরায় একরাশ ক্ষোভ উগরে বললেন, 'কয়েক মাসের বাচ্চাকে নিয়ে বাজারে এসেছিলাম। হঠাৎ বাচ্চা খিদের জন্য জোর কান্নাকাটি শুরু করে। কোথায় যাব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বাধ্য হয়ে একটা দোকানের আড়ালে ওড়না দিয়ে শরীর ঢেকে বাচ্চাকে স্তন্যপান করাতে হয়েছে।'

বেসরকারি বা সরকারি বাসে যাতায়াতকারী মায়েদের পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস, শিলিগুড়ি কোর্ট চত্বরের মতো জায়গায় কোনও নির্দিষ্ট কিয়স্ক না থাকায় সেখানেও সমস্যা হচ্ছে। বছরখানেক আগে শহরের জলপাই মোড়ে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও পুলিশের উদ্যোগে একটি স্তন্যপান কিয়স্কের উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু সেটি শহরের মূল অংশ থেকে অনেকটাই বাইরে থাকায় সেভাবে সমস্যা মিটছে না। পুরনিগমের পক্ষ থেকে স্থায়ী কোনও 'বেবি ফিডিং জোন' এখনও গড়ে তোলা হয়নি। এব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে বলে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ববিতা প্রসাদের দাবি, 'বড় বাজার, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন এবং হাসপাতালের সামনে আধুনিক ও নিরাপদ বেবি ফিডিং কিয়স্ক তৈরি করা উচিত।' সাহিত্যিক সেবন্তী ঘোষ বললেন, 'হাসপাতালগুলিতে এই কিয়স্কের পরিকাঠামো উন্নত করলে অনেকটা সমস্যা সমাধান হবে। বাসস্ট্যান্ড, অটোস্ট্যান্ডের মতো জায়গাতেও এই কিয়স্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ।'

স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রণমিতা ঘোষের কথায়, 'বড়দের পক্ষেই খিদে চেপে রাখা কঠিন। বাচ্চাদের তো কথাই নেই। এছাড়া সময়মতো খাবার না পেলে ওদের সমস্যাও হতে পারে। ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য মায়ের দুধ অপরিহার্য। অনেক সময় নির্দিষ্ট জায়গা না পেয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বা কোথাও বসে মায়েরা কাজটি সারেন। বেবি ফিডিং কিয়স্ক থাকলে তাঁদের খুবই সুবিধা হবে।' তবে কিয়স্ক তৈরি করলেই হবে না সেগুলো যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকেও নজর দিতে হবে বলে তিনি জানান। অপরিষ্কার জায়গায় স্তন্যপান করালে তা শিশুদের জন্য অস্বাস্থ্যকর বলে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রণজিৎ ভগৎ জানিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে এই কিয়স্ক তৈরি জরুরি বলে তিনি জানিয়ে দেন।

বছরখানেক আগে শহরের জলপাই মোড়ে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও পুলিশের উদ্যোগে একটি স্তন্যপান কিয়স্কের উদ্বোধন করা হয়

কিন্তু শহরের মূল অংশে কোনও বেবি ফিডিং কিয়স্ক না থাকায় কোলের খুদেদের দিয়ে মায়েদের অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন

পুরনিগমের পক্ষ থেকে স্থায়ী কোনও 'বেবি ফিডিং জোন' এখনও গড়ে তোলা হয়নি, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে

রাস্তা দখলে অভিযান

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : একাধিকবার ট্রাফিক পুলিশের তরফে অভিযান চালানোর পরেও এখনও বিভিন্ন জায়গায় ফুটপাথ দখল করে দোকানের সামগ্রী রাখছেন ব্যবসায়ীরা। বড় বড় চার চাকা, বাইক পার্ক করছেন রাস্তা দখল করেই। মঙ্গলবার ফের এই দখলদারির বিরুদ্ধে অভিযানে নামে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। সেবক রোড, সেবক মোড় এলাকায় অভিযান চলে পুলিশের। সেবক রোডে রাস্তা দখল করে গাড়িতে দোকানের সামগ্রী ওঠানো-নামানো করা নিয়ে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কিছুটা বচসাও বাধে পুলিশের। পাশাপাশি রাস্তা দখল করে যাঁরা গাড়ি-বাইক পার্ক করেন, তাঁদেরও সচেতন করা হয়। ডিসিপি ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, এটা রুটিন অভিযান।

শহিদ দিবস

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির তরফে শহিদ দিবস পালন করা হয়। মঙ্গলবার বিধান মার্কেট অটোস্ট্যান্ডের সামনে এই দিনটি পালন করা হয়। মাতৃভাষা বাংলার সম্মান ও অধিকার রক্ষার্থে ১৯৬১ সালের এই দিনে অসমের শিলচর স্টেশনে ১১ জন বাঙালি তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই দিনটি পালন করা হয়। শহিদ দিবস পালনের পাশাপাশি শিলিগুড়িতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করা, সেনাবাহিনীতে পশ্চিমবঙ্গ রেজিমেন্ট গঠন সহ মোট চার দফা দাবি রাখা হয়েছে বলে কমিটির প্রচার সচিব মহেশ্বর বর্মন জানান।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : রাজস্থানে দুই বোনের ধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাস্তায় নামল এসইউসিআই। মঙ্গলবার সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে এই বিষয়টি নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। মিছিল শেষে ভেনাস মোড়ে পথসভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের শিলিগুড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক জয়ন্তী ভট্টাচার্য।

পুরনিগমে সরেনি বিশ্ব বাংলা লোগো

সরকারি নির্দেশ না মানার অভিযোগ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : রাজ্যে সরকার বদলে গিয়েছে। বিভিন্ন সরকারি পোর্টাল ও ওয়েবসাইটে বিশ্ব বাংলার লোগো পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়ি পুরনিগমের সাইনবোর্ড থেকে পুরোনো লোগো এখনও সরানো হয়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে। পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ধরতে শুরু করেছে বিরোধী শিবিরের নেতৃত্ব। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব জানান, পুর কমিশনার সাইনবোর্ড থেকে পুরোনো লোগো সরিয়ে দেবেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার অশ্বিনীকুমার রায় শীঘ্রই পুরোনো লোগোটি সাইনবোর্ড থেকে সরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বিশ্ব বাংলা' ব্র্যান্ড তৈরি হয়েছিল। বাংলা অক্ষর 'ব'-কে কেন্দ্র করে লোগোটি বানানো হয়েছিল। তৃণমূলের আমলে এই লোগোটি ধীরে ধীরে রাজ্য সরকারের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে শুরু করে সরকারি নথি সহ প্রায় সবক্ষেত্রে ওই লোগো ব্যবহার করা হত। পুরনিগম সূত্রে খবর, এতদিন প্রতিটি চিঠিতে পুরনিগমের নিজস্ব লোগোর পাশাপাশি বিশ্ব বাংলার লোগো ব্যবহার করা হত।

নয়া সরকারের আমলে বিশ্ব বাংলার লোগোর বদলে জাতীয় প্রতীক অশোকস্তম্ভ জায়গা করে নিয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমে চিঠিপত্রেও এখন অশোকস্তম্ভ চোখে পড়ছে। কিন্তু পুরনিগমের সাইনবোর্ড থেকে বিশ্ব বাংলার লোগো সরেনি। পুরনিগমের উলটোদিকে থাকা পান্থ নিবাসের সাইনবোর্ডেও বিশ্ব বাংলার লোগো জ্বলজ্বল করছে। কেন পুরোনো লোগো সরানো হল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই আধিকারিকদের একাংশ বৃষ্টির কথা বলছেন। তাঁরা জানান, সাইনবোর্ডটি যথেষ্ট উঁচুতে রয়েছে। তাই পুরকর্মীদের সেখানে উঠে লোগো সরাতে হবে। এখন প্রায়দিনই বৃষ্টি হচ্ছে তাই তাঁরা বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করছেন। পুরকর্তাদের এহেন যুক্তিতে ক্ষুব্ধ বিরোধী শিবিরের নেতৃত্ব।

পুরনিগমে এখনও জ্বলজ্বল করছে বিশ্ব বাংলার লোগো।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'পুর কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অমান্য করছে। একটি বেসরকারি সংস্থার নামে রেজিস্টার করা লোগো কীভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানে লাগানো থাকতে পারে। এটা কোনওমতে মেনে নেওয়া যায় না। এবিষয়ে আমরা পুর কমিশনারের সঙ্গে কথা বলব।'

পুর কর্তৃপক্ষের তরফে দ্রুততার সঙ্গে লোগো সরিয়ে দেওয়ার কথা স্পষ্ট করা হলেও সাইনবোর্ডে জাতীয় প্রতীক অশোকস্তম্ভ স্থান পাবে কি না, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি নিয়ে পুরকর্তাদের একাংশ জানিয়েছেন, বর্তমান পুর বোর্ড আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

থমকে রাস্তার কাজ, ভোগান্তি

ইসলামপুর, ১৯ মে : ইসলামপুর শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে ফুটানি মোড় সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার হতশ্রী দশা। বরোট রেলগেট পার করে রাস্তার অনেকটা অংশে পেভার্স ব্লক বসানো হয়েছে। আবার ফুটানি মোড়ের দিক থেকেও রেলগেটমুখী রাস্তাটির অনেকটা জায়গায় পেভার্স ব্লক বসানো হয়েছে। কিন্তু মাঝখানে রাস্তার অনেকাংশে কাজ না হওয়ায় বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

এলাকার বাসিন্দা বিনয় দাস বলেন, 'সামনেই বর্ষাকাল। ফলে এই রাস্তায় ভোগান্তি চরমে উঠবে। কেন এই রাস্তার কাজ হচ্ছে না সেটাই বড় প্রশ্ন।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা অনীতা দাস জানান, আগের তুলনায় এলাকায় অনেকটা উন্নয়ন হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটির দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সংগীতা সাহা দাস বলেন, 'ওই রাস্তাটির কাজ চলছে। রাস্তার দুই মুখে অনেকটা জায়গায় পেভার্স ব্লক বসানো হয়েছে। বাকি কাজের অনুমোদনের আর্জি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলে কাজ শুরু হবে।'

এসজেডিএ'র দুর্নীতি

তদন্তের সিদ্ধান্তকে স্বাগত অশোকের

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) দুর্নীতির ফাইল পুনরায় খোলা এবং কে জয়রামনকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন বাম জমানার পুরমন্ত্রী ও এসজেডিএ-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার তিনি বলেন, 'এটা নতুন মুখ্যমন্ত্রীর খুব ভালো একটা সিদ্ধান্ত। দ্রুত এই ঘটনার পুনরায় তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। পাশাপাশি এসজেডিএ-কে কার্যকরী ভূমিকায় ফেরাতে হবে। এই সংস্থার মাধ্যমে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি এলাকার প্রচুর উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এর আগের সরকার ১৫ বছর ধরে এসজেডিএ-কে পুরোপুরি অকার্যকরী করে রেখেছিল।'

আঠারোখাই এবং ডাবগ্রম-ফুলবাড়িকে দ্রুত পুরসভা করার পক্ষেও সওয়াল করেছেন অশোক। নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজও দ্রুত শেষ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অশোক। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, 'চা বাগানে শ্রমিক পরিবারগুলি যে যেখানে রয়েছে, সেখানকার পাট্টা দিতে হবে। শিলিগুড়িতে রেলের জমিতে বসবাসকারীদের জমির পাট্টা দেওয়া হোক। পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে আশ্বস্ত করলেও বাস্তবে কোনও কাজ করেননি, মানুষকে শুধু মিথ্যা কথা বলেছেন।' অশোকের দাবি, শিল্পায়ন এবং পর্যটনের বিকাশের স্বার্থে উত্তরবঙ্গকেও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মতো বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজের সুযোগ দেওয়া এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমে প্রায় ৫০০টি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করা হোক। সমস্ত দাবি নিয়ে তিনি নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে শীঘ্রই চিঠি দেবেন বলেও জানান প্রাক্তন পুরমন্ত্রী।

পণ্যবাহী যানে বিধিনিষেধ

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শিলিগুড়ি সফরকে কেন্দ্র করে বুধবার বেশ কিছু জায়গায় ট্রাফিক বিধিনিষেধ জারি করল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা এনিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। বুধবার সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের উপর এই বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। বুধবার ওই সময়ের মধ্যে পরিবহণনগর মোড়, ফুলবাড়ি বাইপাস মোড়, ভক্তিনগর চেকপোস্ট, আইওসি, সুকনা টিসিপি মোড়, রেগুলেটেড মার্কেট এবং গন্ডার মোড় পর্যন্ত ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী যানবাহনগুলি আসতে পারবে।

গাড়ি উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : টাকাপয়সা সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে তরুণকে মারধর করে গাড়ি ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল চার তরুণের বিরুদ্ধে। ভক্তিনগর থানা এলাকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে চারচাকার গাড়িটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম অভিজিৎ বর্মন। তিনি দুর্গানগর কলোনির বাসিন্দা। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ঘটনায় জড়িত বাকি তিনজনের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ৪

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে উত্তর ভারতনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রোশন গুরুং লেবং, পঙ্কজ পাসোয়ান রানাবস্তি, মহম্মদ জাকির বাঁশবাড়ি ও রঞ্জন দাস চয়নপাড়া এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, উত্তর ভারতনগর এলাকায় কয়েকজন জড়ো হয়েছে। এরপর সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

খবর শুধু তথ্যের সংকলন নয়, খবর হল দায়বদ্ধতা। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি স্পন্দন যাঁরা বোঝেন, যাঁদের রক্তে সততা আর চোখে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি— উত্তরবঙ্গ সংবাদ আজ তাঁদেরই খুঁজছে। আমরা কোনও গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসা কর্মী চাই না; আমাদের প্রয়োজন এমন একদল লড়াকু সাংবাদিক, যাঁরা রাজনীতির মারপ্যাঁচ বুঝলেও কলমে থাকবেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যাঁদের কাছে পাঠকের অধিকার সবার আগে আর সত্যের মর্যাদায় অবিচল।

শহর থেকে গ্রাম, মেঠো পথ থেকে প্রশাসনিক অলিন্দ— সব জায়গার অলিগলি আপনার নখদর্পণে থাকলে এবং সাবলীল বাংলায় লেখার দক্ষতা থাকলে আজই যোগাযোগ করুন। উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম মিডিয়া হাউসের অংশ হয়ে নিজেকে প্রমাণের এটাই সেরা সুযোগ। গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে খবরের পেছনের খবর তুলে আনাই হবে আপনার প্রধান চ্যালেঞ্জ। উত্তরবঙ্গের মাটি যদি হয় আপনার চেনা, তাহলে এবার আপনার কলম চিনুক গোটা দুনিয়া।

নীচে দেওয়া এলাকাগুলির জন্য আমরা বর্তমানে আবেদন গ্রহণ করছি

- কোচবিহার সদর
- তুফানগঞ্জ
- মাথাভাঙ্গা
- হলদিবাড়ি
- জামালদহ
- নিশিগঞ্জ
- নাটাবাড়ি
- শীতলকুচি
- পুণ্ডিবাড়ি
- দেওয়ানহাট
- মালদা সদর
- পুরাতন মালদা
- চাঁচল
- রতুয়া
- সামসী
- বাগডোগরা
- শিবমন্দির
- মাটিগাড়া
- ওদলাবাড়ি
- রাজগঞ্জ
- বেলাকোবা
- গয়েরকাটা-বানারহাট
- ক্রান্তি
- ডালখোলা
- করণদিঘি
- ইসলামপুর

আপনার জীবনপঞ্জি সহ আবেদনপত্র দ্রুত ই-মেল করুন : ubs.torchbearer@gmail.com-এ

সাবজেক্টে অবশ্যই উল্লেখ করুন আপনি কোন এলাকার জন্য আবেদন করছেন

এটি না থাকলে আবেদনপত্রটি প্রথমেই বাতিল বলে গণ্য হবে

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ২১ মে

সত্যের সাথে, মানুষের পাশে শুরু হোক এক নতুন পথ চলা

পৃথিবীর পাঠশালা

তারার মানচিত্র

প্রাচীনতম তারার মানচিত্র জার্মানিতে উদ্ধার হওয়া নেব্রা স্কাই ডিস্ক হল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন তারার মানচিত্র। ব্রোঞ্জের তৈরি এই গোল চাকতিটি আজ থেকে প্রায় তিন হাজার ছয়শো বছরের পুরোনো। এর ওপর সোনা দিয়ে চাঁদ, সূর্য এবং প্লেয়াডেস নক্ষত্রমণ্ডল নিখুঁতভাবে আঁকা আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন আধুনিক টেলিস্কোপ বা বিজ্ঞানের কোনও যন্ত্র ছিল না, তখন মানুষ কীভাবে গ্রহনক্ষত্রের এমন নিখুঁত অবস্থান বুঝতে পেরেছিল, তা বিজ্ঞানীদের অবাক করেছে। এটি প্রমাণ করে যে প্রাচীন মানুষের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি জ্ঞান ছিল।

শিল্পের সৌন্দর্যে জ্ঞান হারানো

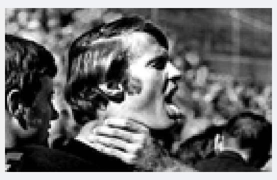

স্টেনডাল সিনড্রোম নামের এই অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাটি সাধারণত ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে ঘুরতে আসা পর্যটকদের মধ্যে দেখা যায়। যখন কোনও মানুষ অসাধারণ সুন্দর কোনও ভাস্কর্য, পেন্টিং বা প্রাচীন শিল্পের সামনে দাঁড়ান, তখন সৌন্দর্যের অতিরিক্ত আবেগে তাঁর হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। অনেকেই মাথা ঘুরে পড়ে যান, আবার অনেকে হ্যালুসিনেশন দেখতে শুরু করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি লেখক স্টেনডাল প্রথম এই অদ্ভুত অনুভূতির কথা লিখেছিলেন। অতিরিক্ত সৌন্দর্যও যে মানুষের মস্তিষ্কের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে, এটি তার এক মনস্তাত্ত্বিক প্রমাণ।

দেড়শো বছরের পুরোনো ঘণ্টা

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একটি ল্যাবরেটরিতে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা গত ১৮৪০ সাল থেকে একটানা বেজে চলেছে। একটি ড্রাই পাইল ব্যাটারির সাহায্যে এই ঘণ্টার ছোট্ট ধাতব বলটি এদিক-ওদিক দুলছে। ব্যাটারিটি কীসের তৈরি তা কেউ জানে না, কারণ এটি খুললে নষ্ট হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা শুধু জানেন যে এর ওপর সালফারের প্রলেপ দেওয়া আছে। গত একশো চুরাশি বছরে এটি প্রায় এক হাজার কোটি বার বেজেছে। বিশ্বের দীর্ঘতম সময় ধরে চলা এই ব্যাটারি আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে আজও এক বিস্ময়কর ধাঁধা।

ভেনেজুয়েলার বাজপড়া হ্রদ

ভেনেজুয়েলার মারাকাইবো হ্রদের কাছে গেলে আপনি এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক আলোর খেলা দেখতে পাবেন। এই হ্রদের ঠিক ওপরে বছরে প্রায় তিনশোদিন ধরে রাতভর একটানা বাজ পড়তে থাকে। এখানে মিনিটে প্রায় আঠাশবার বজ্রপাত হয়। আন্দিজ পর্বতমালা থেকে আসা ঠান্ডা বাতাস এবং হ্রদের উষ্ণ আর্দ্র বাতাসের সংঘর্ষের ফলেই এমন একটানা বজ্রপাতের সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় ক্যাটাতুম্বো লাইটনিং। নাবিকরা বহু শতাব্দী ধরে এই আলো দেখে অন্ধকারে পথ খুঁজে এসেছেন। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হওয়া এলাকা।

'স্বচ্ছ ভারত'-এর আওতায় দুর্গাপুর-আসানসোল-দার্জিলিং-কালিম্পং

২০০ কোটির পাইলট প্রকল্প

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : পালাবদলের পর পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালুর আবহে এবার 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-কে সামনে রেখে নতুন উদ্যোগের পথে রাজ্য সরকার। দুর্গাপুর, আসানসোল, দার্জিলিং এবং কালিম্পংকে কেন্দ্র করে প্রায় ২০০ কোটির পাইলট প্রকল্পের প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পাঠাতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই প্রকল্পকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। কারণ, দীর্ঘদিন পর কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে সরাসরি সমন্বয়ে বাংলায় নগর পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বড় পদক্ষেপের ইঙ্গিত মিলছে।

চলতি মাসের শেষেই পশ্চিমবঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। কোথায় কী ধরনের প্রকল্প হবে, তা নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবেন তিনি। মঙ্গলবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন আরবান ২.০'-এর জাতীয় স্তরের রিভিউ বৈঠকে তাঁর উপস্থিতিতেই যোগ দেন বিজেপি নেত্রী তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন এবং নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। বৈঠকের পর তিনি জানান, এতদিন পশ্চিমবঙ্গ স্বচ্ছ ভারত মিশনের তহবিলের মাত্র ১৬ শতাংশ ব্যবহার করেছে। তাঁর দাবি, 'পশ্চিমবঙ্গের র‍্যাংকিং এতদিন শূন্য ছিল, কারণ রাজ্য এই কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিত না।'

আয়ুষ্মান ভারত থেকে উজ্জ্বলা যোজনা, একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাংলায় কার্যকর করার বার্তা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। এবার 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-কে সামনে রেখে নগরোন্নয়ন এবং পরিচ্ছন্নতার প্রশ্নে কেন্দ্র-রাজ্য একসঙ্গে কাজ করতে চলেছে।

এই পাইলট প্রকল্পের আওতায় দুর্গাপুর, আসানসোল, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে প্রতিদিন দু'বার করে রাস্তা পরিষ্কার ও ঝাঁট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। শুধু মূল রাস্তা নয়, অলি-গলিও নিয়মিত পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হবে। শহরের যেসব জায়গায় নিয়মিত আবর্জনা জমে, সেগুলিকে প্রথমে চিহ্নিত করা হবে এবং প্রতিদিন সেখান থেকে বর্জ্য সরানো হবে। পরে সেই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অন্য কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

> এতদিন পশ্চিমবঙ্গ স্বচ্ছ ভারত মিশনের তহবিলের মাত্র ১৬ শতাংশ ব্যবহার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের র‍্যাংকিং এতদিন শূন্য ছিল, কারণ রাজ্য এই কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিত না।
>
> **অগ্নিমিত্রা পল**
> নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে প্লাস্টিক বর্জ্য রোধে। প্রথম পর্যায়ে এই চার শহরের সরকারি দপ্তরগুলিকে সম্পূর্ণ প্লাস্টিকমুক্ত করা হবে। তারপর ধাপে ধাপে গোটা শহর এবং পরবর্তীতে জেলাজুড়ে এই কর্মসূচি বিস্তার করার পরিকল্পনা রয়েছে। ড্রেনে যাতে কোনওভাবেই আবর্জনা না ফেলা হয়, সেদিকেও কড়া নজরদারির কথা বলা হয়েছে।

আগামী বর্ষার আগে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক রাখতে শুক্রবার সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন অগ্নিমিত্রা পল। পাহাড়ি এলাকায় জলনিকাশি এবং আবর্জনা ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও পুরোনো যে দুই পাহাড়ি শহরের ক্ষেত্রে শহরের বর্জ্য যাতে কোনোভাবেই নদীর জলে না মিশতে পারে সে যে কেউ নজর দেওয়া হবে বলে জানালেন মন্ত্রী।

শুধু শহর পরিষ্কার নয়, সচেতনতার দিকেও জোর দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। স্কুল স্তর থেকেই পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে স্কুলশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করা হবে বলে জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা। এমনকি স্কুলের পাঠ্যবইয়েও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার ভাবনাচিন্তা চলছে। রাজ্যের প্রতিটি স্কুল চিহ্নিত করে সেখানে বিশেষ করে মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার তৈরির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি বস্তি এলাকা ও জাতীয় সড়কের ধারে নতুন শৌচাগার তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের সঙ্গে যুক্ত সাফাইকর্মীদের জন্য নিয়মিত সম্মানিক দেওয়ার বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করছে রাজ্য সরকার। অগ্নিমিত্রা পলের দাবি, পরিচ্ছন্নতা অভিযানে যাঁরা সামনের সারিতে কাজ করেন, তাঁদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব।

এদিকে আসানসোলের মঙ্গলপুর, বক্তারনগর-সহ একাধিক শিল্পাঞ্চলে দূষণ নিয়েও কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। অভিযোগ, বহু কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র বসানো থাকলেও তা সচল রাখা হয় না, শুধুমাত্র মুনাফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। এবার থেকে নিয়ম না মানলে সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলিকে জরিমানা করা হবে, এমনকি প্রয়োজনে স্থায়ীভাবে বন্ধও করে দেওয়া হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

পলি সরাতে

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল আমলে মহানন্দা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ পলি ড্রেজিং করতে সেচ দপ্তরে বহুবার চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য থেকে কোনও টাকাই দেওয়া হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে ফের পোড়াঝাড়ে বিপর্যয় হতে পারে বলে ব্যারেজের কর্মী-আধিকারিকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

মহানন্দা ব্যারেজ সূত্রে খবর, গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে ক্যানালে নিয়মিত ৩৫০ কিউমেক জল ছাড়ার কথা। কিন্তু পলি জমে নাব্যতা এতটাই বেড়ে গিয়েছে, যে ১০০ কিউমেকের বেশি জল ছাড়া যায় না। পোড়াঝাড় সংলগ্ন ব্যারেজের অংশে পলি জমে নদীবক্ষ উঁচু হয়ে গিয়েছে। পলি না তোলার কারণে শিলিগুড়ির পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বহুবার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরকে (পিএইচই) বেগ পেতে হয়েছে। ব্যারেজের যে অংশ থেকে পানীয় জলের প্রকল্পের জন্য জল উত্তোলন করা হয়, সেই ওয়েলে পলি জমে জল উত্তোলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেন্দ্র সরকারের টাকাতে ব্যারেজের প্রকল্প তৈরি হয়েছিল। সেই কাজ বহুদিন আগেই শেষ হয়েছে। তারপর থেকে সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। জমা পলি তুলতে নতুন সরকার কী ব্যবস্থা নেয় সেদিকেই এখন সবার নজর।

মহানন্দা ব্যারেজের এক আধিকারিক বলেন, 'প্রতি বছরই ড্রেজিং হওয়া উচিত। ড্রেজিংয়ের জন্য এস্টিমেট দিয়ে বসে থাকলেও কোনও টাকা আসত না। রাজ্যের কাছে টাকা নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হত। যেভাবে বিপুল পরিমাণ পলি জমে রয়েছে তাতে ফের বর্ষাকালে জল উপচে উঠে পোড়াঝাড়ে বিপর্যয় হতে পারে।'

বর্ষার সময় ব্যারেজের জল ছাড়লে তার প্রভাব যাতে সরাসরি ব্যারেজ লাগোয়া নতুন সেতুর ওপর না পড়ে সেজন্য বর্তমানে মহানন্দা ব্যারেজের ডাউনস্ট্রিমে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। প্রতিনিধিদলটি সেই কাজটি খতিয়ে দেখে। এনডব্লিউডিসি'র চিফ ইঞ্জিনিয়ার (উত্তর) পি দেবেন্দর রাও বলেন, 'ক্যানালের মাধ্যমে যাতে নদীর জল মসৃণভাবে বের করে দেওয়া হয় সেই বিষয়টি দেখা হচ্ছে। ক্যানালের মাধ্যমে নদীর জল তুলনামূলক কম বন্যাপ্রবণ এলাকায় আমরা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। গজলডোবা, মহানন্দার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদী আমরা পরিদর্শন করছি। কোথায় বন্যা হয়েছে সেই তথ্য নিয়েছি।' প্রতিনিধিদলটি উত্তরবঙ্গের বর্তমান নদী পরিস্থিতি রিপোর্ট হিসেবে কেন্দ্রের কাছে পেশ করবে।

সালিশিতে আক্রান্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনের অফিসে সালিশি সভাকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় রাহুল দে নামে এক তরুণ অভিযোগ দায়ের করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে কাউন্সিলার অফিসে সালিশি বসে। রাহুলের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে সৌরভ সিংহ ও সুপ্রিয়া সিংহের সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছিল। এদিন কাউন্সিলার দুইপক্ষের মধ্যে বিবাদ মেটাতে সালিশি সভা ডাকেন। সেখানেই সুপ্রিয়ারা রাহুলকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এ বিষয়ে কাউন্সিলার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

ধৃত ৩

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ মে : বালি পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তিনটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি পুলিশ সেগুলির চালকদের গ্রেপ্তার করল। ধৃত রঞ্জিত রায় (৩৫), জয়ন্ত রায় ও রাহুল রায় ফাঁসিদেওয়া থানার অন্তর্গত কমলাবাগান সংলগ্ন ফকিরচাঁদজোত এলাকার বাসিন্দা।

ফলতার পুষ্পা

প্রথম পাতার পর

আমি চাই, ফলতা শান্তিতে থাক, সুস্থ থাক, ভালো থাক। ফলতায় আরও বেশি উন্নয়ন হোক।' বলতে বলতে গলা ধরে আসে ফলতার পুষ্পার। আস্তে আস্তে তিনি বলেন, 'আমাদের সম্মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতার জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছেন। আমার স্বপ্ন ছিল সোনার ফলতা গড়ে তোলা। তাই আমি ২১ মে-র পুনর্নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলাম।'

কিছুক্ষণের মধ্যে তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়, জাহাঙ্গিরের সিদ্ধান্ত তাঁর ব্যক্তিগত। এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। বাস্তব হল, জাহাঙ্গিরের সিদ্ধান্তে ফলতায় তৃণমূলের প্রার্থী রইল না। এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বিজেপির সঙ্গে সিপিএম ও কংগ্রেসের। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল সমর্থকদের কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

জাহাঙ্গিরের নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার খবরে বিজেপি শিবিরে উচ্ছ্বাস শুরু হয়। শুভেন্দু তখনও প্রচারে ছিলেন। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, '২১ তারিখ তো মানুষ এমনিতেই আপনাদের সরিয়ে দিত। বুথে বসার মতো পোলিং এজেন্ট খুঁজে পেতেন না আপনারা। মাননীয় ভাইপো উসকানি দিয়ে বড় বড় কথা বলে আপনাকে গাছে তুলেছিলেন। এখন বিপদের দিনে সেই ভাইপোবাবুর কোথাও দেখা নেই।'

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও ফলতা গিয়েছিলেন শুভেন্দু। দাবি করেছিলেন, এক লক্ষ ভোটে জিতবেন বিজেপি প্রার্থী। জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে ভোটের পর ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব তাঁর বলে মন্তব্যও করেছিলেন। তারপর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে রক্ষাকবচ নেন তৃণমূল প্রার্থী। কিন্তু সেই রক্ষাকবচের ভরসাতেও আর থাকতে পারলেন স্বঘোষিত 'পুষ্পা।' শুভেন্দু ব্যঙ্গ করে বলেন, 'আপনি তো বুক ঠুকে বলেছিলেন, ঝুঁকেগা নেহি। এখন পরিস্থিতি দেখে সটান পগারপার হয়ে গেলেন।'

লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে ৮ লক্ষের বেশি ভোটে জিতেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্বাচনি কেন্দ্রের মধ্যে ফলতায় তাঁর লিড ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই ফলতার পুনর্নির্বাচনে একদিনের জন্য তাঁকে দেখা না যাওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে তৃণমূলেও। কালীঘাটে মঙ্গলবার দলের বিধায়কদের বৈঠকে কয়েকজন অভিষেকের নাম না করে প্রশ্ন তোলেন। মূলত কুণাল ঘোষ, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা সোচ্চার হন।

ঘাসফুল প্রতীক পাওয়া সত্ত্বেও একা সিদ্ধান্ত নিয়ে ৪৮ ঘণ্টা আগে ভোটের লড়াই থেকে সরে যাওয়ায় জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হল না- সেই প্রশ্নও ওঠে। জাহাঙ্গিরও দলীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁর সিদ্ধান্তে দলের সায় আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এতদিন অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। আর কিছু বলব না।'

অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ ওঠায় ফলতার ২৯ এপ্রিলের নির্বাচন বাতিল হয়েছিল। সেজন্য নির্বাচন কমিশনের পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত। কারচুপির অভিযোগ প্রসঙ্গে জাহাঙ্গির সাফাই দেন, 'আমি এসব করিনি। নিজের অফিস থেকে ভোট পরিচালনা করেছিলাম। কেউ যদি এসব বলে থাকেন, আমার বিশ্বাস, আমার সামনে এসে আর বলবেন না। আমার আর কিছু বলার নেই।' ঘটনা যাই হোক, জাহাঙ্গিরের 'পলায়ন' তৃণমূলে অভিষেক সম্পর্কে প্রশ্নের দরজা খুলে দিল।

শিলিগুড়িতে জয়রামন

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : রাজ্যের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত কমিশনের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পেয়েই রীতিমতো 'অ্যাকশন মোডে' আইপিএস অফিসার কালিয়াপ্পান জয়রামন। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে পুলিশ কমিশনার ওয়াকার রাজা সহ বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারদের নিয়ে বৈঠক করেন জয়রামন। পুলিশের খাতায় যেসব প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, সেগুলির তদন্ত কত দূর এগিয়েছে, কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা কারা জামিনে মুক্ত রয়েছেন- সেইসব বিষয়ে খোঁজ নেন জয়রামন।

সূত্রের খবর, বৈঠকে জয়রামন এদিন পুলিশকর্তাদের প্রতিটি দুর্নীতি কাণ্ডের ফাইল বের করে দ্রুত তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেন। এর পাশাপাশি তিনি ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার নির্দেশও দেন বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিলিগুড়ি আসবেন। এদিনের বৈঠকে এ বিষয়েও আলোচনা হয়।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে নেমে ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে জয়রামন তৎকালীন এসজেডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক গোদালা কিরণকুমারকে গ্রেপ্তার করেন। জয়রামন সেই সময় শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার ছিলেন। গোদালাকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় জয়রামন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোষানলে পড়েন। রাতারাতি তাঁকে কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠিত হওয়ার পর তিনি ফের এসজেডিএ-র দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তভার পেয়েছেন। সূত্রের খবর, খুব দ্রুত এসজেডিএ-র ফাইল ফের খোলা হবে বলে তিনি পুলিশ মহলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

জয়রামন বলেন, 'অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতি হয়েছে। মানুষের ক্ষতি হয়েছে। সেগুলোর পাশাপাশি যেখানে যেখানে ফাঁকফোকর ছিল, সেগুলো বন্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের কাজ, এনকোয়ারি করে এফআইআর করা। এসজেডিএ মামলায় ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি বাকি তদন্ত করবে।'

গাড়ি নিয়ে

প্রথম পাতার পর

দেখা গেল, ওই গাড়ির পলিউশন ২০২৪ সালের ২৩ মে শেষ হয়ে গিয়েছে। দু'বছর পেরোতে চললেও এই গাড়ির পলিউশন আপ টু ডেট করা হয়নি।

আবার এমনও অনেক গাড়ি রয়েছে, যেগুলোর নম্বর প্লেটে ব্যবহার হওয়া নম্বর 'এম পরিবহণ'-এ সার্চ করে কিছুই পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে প্রিজন ভ্যানের কথাই বলা যেতে পারে। কমিশনারেটে ব্যবহার হওয়া মাটিগাড়া থানার প্রিজন ভ্যানের নম্বর প্লেটে থাকা ডব্লিউবি ২৩ এ ০২১৮ নম্বর সার্চ করে কিছুই পাওয়া যায়নি। এমনই বেশকিছু টহলদারি গাড়িরও নম্বর প্লেট পরীক্ষা করতে গিয়ে এম পরিবহণ-এ কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক বিশ্বজিৎ দাস বলেছেন, '১৫-১৬ বছরের পুরোনো নম্বর প্লেট ম্যানুয়ালি হয়েছিল। এসব তথ্য আমরা কলকাতায় পাঠালেই একমাত্র অনলাইনে সেটা আপলোড করা হয়।' কাগজপত্র ঠিক করার পাশাপাশি গাড়িগুলোও ঠিকমতো মেরামত করা হোক, এমন দাবি পুলিশ মহলেও। পুলিশকর্মীদের একাংশের কথায়, অধিকাংশ গাড়িতেই ওয়াইপার না থাকায় বৃষ্টি হলে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। অনেকসময় ছাদ চুইয়ে জল পড়ে। টায়ারের পরিস্থিতিও অধিকাংশ গাড়িরই ভালো নয়। ডিসিপি (সদর) বলেন, 'উন্নত নতুন গাড়ির ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ডিপার্টমেন্টে রিকুইজিশন পাঠানো হয়েছে। আশা করি, এ ব্যাপারেও এবার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

সে কারণে মাল্লাগুড়ির শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবনকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। দরজা, জানলা সমস্ত কিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে স্নিফার ডগ দিয়ে পার্টি অফিসের ভিতরে, বাইরের অংশে পরীক্ষা করা হয় মঙ্গলবার। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে প্রথমবার উত্তরবঙ্গে এসেই পার্টির দলীয় কার্যালয়ে যাওয়াকে ঘিরে দলের অন্দরেও সংবর্ধনা দিতে জোরদার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী দলীয় অফিসে আসবেন। দলের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হবে।' শুভেন্দুর সফরকে কেন্দ্র করে এদিন বিজেপির জেলা কার্যালয়ে দুটি ধাপে বৈঠক হয়েছে। প্রথমে দলীয় নেতা, কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন দলের জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল। রাস্তার দুই ধারে মুখ্যমন্ত্রীকে দলের তরফে সংবর্ধনা জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের মণ্ডল সভাপতি, জেলার নেতারা মুখ্যমন্ত্রীতে কখন, কারা কীভাবে সংবর্ধনা জানাবেন, তাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয় বৈঠকে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন দলের জেলার শীর্ষ নেতারা।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মাল্লাগুড়ি থেকে দুপুর ১২টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় সড়কপথে উত্তরকন্যার উদ্দেশে রওনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে বর্ধমান রোডের নবনির্মিত ফ্লাইওভারের উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উত্তরকন্যা যাওয়ার পথে, নাকি মিনি সচিবালয়ে পৌঁছে তিনি ভার্চুয়ালি উড়ালপুলটির উদ্বোধন করবেন, তা স্পষ্ট নয়। বরাবর বিজেপির শক্ত ঘাঁটি উত্তরবঙ্গ। ফলে তাঁর উত্তরের প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক থেকে শুভেন্দু কী বার্তা দেন, সেদিকে নজর রয়েছে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলের। বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেবেন। এরপর ফিরে যাবেন দক্ষিণবঙ্গে।

সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা প্রশাসনিক বৈঠকে ডাক পেলেও, মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত আমন্ত্রণ পায়নি শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদ।

হার মানবে শিক্ষা দুর্নীতিও

প্রথম পাতার পর

কাটমানি সিন্ডিকেটের উত্তরবঙ্গ লবির মাথা 'বিআরবি' সম্প্রতি শিলিগুড়িতে দুই কোটি টাকার বিলাসবহুল ফ্ল্যাট বুক করেছেন। তাঁরই ছত্রছায়ায় শিলিগুড়ির আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলের কাজে যুক্ত 'হাকিম' সাহেব সরকারি কর্মী হয়েও বেনামী ফার্ম খুলে কোটি কোটি টাকায় মাইক্রো-টানেলিং মেশিন ভাড়া খাটাচ্ছেন এবং সিন্ডিকেটের ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করছেন। আরডিএসএস প্রকল্পের দুর্নীতির বাইরেও বিদ্যুৎ দপ্তরজুড়ে থাকা সুসংগঠিত তোলাবাজি নেটওয়ার্ক প্রতি জেলাপিছু মাসে কমপক্ষে ৩০ লক্ষ টাকা আদায় করে। ভোটগণনার আগের সপ্তাহ পর্যন্তও বর্ধমান, মেদিনীপুর, মালদহ, শিলিগুড়ি জোনাল এলাকার অধীনে সিন্ডিকেটের নামে কোটি কোটি টাকা তোলা হয়েছে। বিআরবি'র কাটমানির অন্যতম জোগানদার থাকেন শিলিগুড়ি শহরের কলেজপাড়া এলাকায়। সূত্র বলছে, সিন্ডিকেটের চাহিদার চাইতেও বেশি কাটমানি দিয়ে এই মুহূর্তে কয়েকশো কোটি টাকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সরবরাহের বরাত পেয়েছেন তিনি। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও কাজ করছেন সেই কীর্তিমান।

এসবের মধ্যেই বিদ্যুৎ দপ্তরের একজন প্রাক্তন আধিকারিকের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে বড়সড়ো প্রশ্ন। চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নিয়ম ভেঙে ওই প্রাক্তন আধিকারিককে অ্যাডভাইজার পদে বসানো হয়েছিল। কোনও কাজ না থাকলেও কেন তাঁকে বিশেষ পদে বসানো হল? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দপ্তরের এক আধিকারিকের অভিযোগ, 'উত্তরবঙ্গে তোলাবাজ সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণের জন্যই ওই ব্যক্তিকে বিশেষ পদ দেওয়া হয়েছিল। সরকার বদলালে সমস্যা হতে পারে আন্দাজ করে নির্বাচনের ঠিক আগে তড়িঘড়ি তাঁকে বিশেষ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।' সিন্ডিকেটের অন্যতম এক মাথা শিলিগুড়ি সেবক রোডে কয়েক কোটিতে দুটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন। সেখানে বাবুসোনার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। উত্তরের সিন্ডিকেটের সব মাথাই ওই ফ্ল্যাটে হিসেবের খাতা নিয়ে হাজিরা দিতেন। সেখান থেকেই গাড়িতে করে ক্যাশ পাচার করা হত বলেই অভিযোগ। দপ্তরের প্রাক্তন ওই আধিকারিকের নামে, বেনামে থাকা সম্পত্তির তালিকাও তৈরি হয়ে গিয়েছে। তদন্তের জন্য তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেবেন দপ্তরের বর্তমান আধিকারিকদের একাংশ।

শুধু অ্যাডভাইজার নয়, বিদ্যুৎ দপ্তরের একেবারে শীর্ষ স্তরের প্রশাসনিক দায়িত্ব ডিরেক্টর পদে নিয়োগ নিয়েও তৈরি হয়েছে রহস্য। ২০২৫ সালের নভেম্বরে রাজ্য সরকার ডিরেক্টর (জেনারেশন) পদের জন্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়। পরে তিন বছরের জন্য সেই পদে বসানো হয় পথিক নায়েককে। পথিক সেই সময় এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর (প্রোজেক্ট) পদে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু নিয়োগের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই রহস্যজনকভাবে পথিককে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে দেওয়া হয়, তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ ডিরেক্টর (প্রোজেক্ট)-এর দায়িত্ব। আর ডিরেক্টর (জেনারেশন) পদে বসানো হয় পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়কে। পার্থপ্রতিম তখন ডিরেক্টর (প্রোজেক্ট)-এর দায়িত্বে ছিলেন। হাজার হাজার কোটি টাকার প্রোজেক্টের ওপর মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ নিশ্ছিদ্র রাখতে বাবুসোনার পরামর্শে নিয়োগের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই ডিরেক্টর পদে পরিবর্তন করে পথিককে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে সরানো হয়েছিল বলেই অভিযোগ উঠেছে।

ইতিমধ্যেই চমকে দেওয়ার মতো বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। বহরমপুরে আরডিএসএস-এর একটি ইউনিটের (প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার কাজের দায়িত্বে রয়েছে ওই ইউনিট) কাজ সম্পূর্ণ দেখিয়ে ইতিমধ্যেই রিপোর্ট জমা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে অর্ধেক কাজও হয়নি। জিআইএস-এর বদলে হাতে আঁকা ড্রয়িংয়ে গোঁজামিল হিসেব দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বিদ্যুতের কেবল প্রস্তুতকারী একটি সংস্থার কয়েকজন আধিকারিক মিলে জালিয়াতি করেছেন বলেই অভিযোগ। দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হতেই ঘুম ছুটেছে তাঁদের। (চলবে)

গোরুকে আদরে কমে রক্তচাপ!

প্রথম পাতার পর

কোভিড সংক্রমণের সময় তাঁর পরামর্শ ছিল, গো-মূত্র পান করলে মানব শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। দেশি ও জার্সি গোরুর ফারাকে তাঁর ব্যাখ্যা নিয়েও প্রচুর চর্চা হয়েছিল একসময়। তিনি দেশি গোরুকে মায়ের স্থানে বসিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দেশি গোরু হল মা আর জার্সি গোরু মাসিমা।

এই নিয়ে হাসাহাসি, ঠাট্টা-তামাশা শুরু হলেও তিনি ছিলেন 'ডোন্ট কেয়ার'। বরং পালটা তিনি বলেছিলেন, 'আমি যখনই গোরুর ভালো ভালো গুণের কথা বলি, তখনই কিছু বুদ্ধিজীবীর অস্বস্তিবোধ হয়। আসলে গাধারা কখনও গোরুর আসল মর্ম ও মূল্য বোঝে না।' যতই সমালোচনা হোক, দিলীপ যে তাঁর অবস্থানেই অনড়, মঙ্গলবার আবার বুঝিয়ে দিলেন। মন্ত্রী হিসেবে তিনি শীঘ্রই দুগ্ধ ব্যবসায়ী ও গোশালা মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছেন। সেখানেও হয়তো তিনি গোরুর নানাবিধ গুণাবলির ফিরিস্তি শোনাবেন!

বেগুনি জারুলে স্বপ্ন বুনছে উত্তর

প্রথম পাতার পর

জঙ্গল শেষ হওয়ার পরেও রাস্তার দু'ধার যেন এক রূপকথার সরণি। ডামডিম থেকে গরুবাথান যাওয়ার পথে সেনাছাউনি পেরোলেও চোখে পড়ে জারুলের অপার সৌন্দর্য।

জলপাইগুড়ির রায়পুর চা বাগানে ঢুকতেই গোলাপি রাধাচূড়া যেন হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। আবার বোদাগঞ্জের ভ্রামরী দেবীর মন্দির সংলগ্ন এলাকায় কুসুমিত জারুলের স্নিগ্ধতা যেন কোনও এক এলোকেশী কন্যার মতোই মায়াবী। রংধামালি লাগোয়া জয়পুর চা বাগানে যাওয়ার পথেও সেই একই মন ভালো করা দৃশ্য। দার্জিলিং মোড় পেরিয়ে রোহিণীর পথ ধরলে রাস্তার দু'ধারে থাকা জারুল আর দূরের পাহাড় মিলে যে অপূর্ব শোভা তৈরি করে, তা নিমেষে চোখের আরাম দেয়। শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত দীর্ঘ পথও এখন জারুলের সাজে সজ্জিত, যেন খোঁপার ফুলে সেজেছে গোটা উত্তরবঙ্গ।

প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ কি শুধুই চোখের আরাম? নাকি মনের গভীরেও দোলা দেয়? ক্রান্তি পেরিয়ে আনন্দপুর চা বাগানের সামনে রাস্তার ধারের দৃশ্যটি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আকাশ আলো করে ফুটে আছে অজস্র থোকা থোকা গোলাপি ফুল। মঙ্গলবারের এক তপ্ত দুপুরে, ছায়াঘন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা এক তরুণকে দেখা গেল সেই গাছ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া ফুল দিয়ে তোড়া বানাতে। এরপর হাঁটু মুড়ে বসে সেই প্রেমের অর্ঘ্য সে তুলে দিচ্ছে তার প্রেয়সীর হাতে। ফুল যে চিরকালই প্রেমের প্রতীক, তা নিয়ে সংশয় নেই। তবে উত্তরের এই মোহময় পরিবেশ সেই ভালোবাসাকে যে আরও কয়েকগুণ গাঢ় করে তোলে, এই দৃশ্য তারই বার্তাবাহী। একটু এগিয়ে গিয়ে কথা বলতেই সেই লাজুক তরুণের অকপট স্বীকারোক্তি, এই জারুল বিতানে শুধু একা বসে থাকলেও সময় যে কোথা দিয়ে গড়িয়ে যায়, তা টের পাওয়াই মুশকিল।

আর ঠিক এই মুগ্ধতার জায়গা থেকেই উঠে আসে এক নতুন সম্ভাবনার কথা, এক অমোঘ প্রশ্ন- পুরুলিয়ার পলাশ পারলে, উত্তরের জারুল কেন নয়? জলপাইগুড়ির সাহিত্যকর্মী ও চিত্রগ্রাহক সৌগত ভট্টাচার্য সময় পেলেই ছুটে যান এই বৈশাখী ফুলেদের সন্ধানে। তাঁর কথায় আক্ষেপ আর স্বপ্ন, দুই-ই ঝরে পড়ে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, দক্ষিণের বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ায় যদি 'পলাশ উৎসব' হতে পারে, তবে ডুয়ার্সে 'জারুল উৎসব' নয় কেন?

জলপাইগুড়ির প্রসন্ন দেব মহিলা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক রূপন সরকারও মনে করেন, প্রতি বছর মে মাসের মাঝামাঝি ডুয়ার্সের এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপটকে পর্যটনের সঙ্গে সরাসরি জুড়ে দেওয়া উচিত। শিলিগুড়ির দেবাশিস ভট্টাচার্যও একই সুরে কথা বলছেন। তাঁর কথায়, পুরুলিয়া যদি পলাশ দেখানোর নামে হাজার হাজার পর্যটকের ভিড় জমাতে পারে, তবে আমরা পিছিয়ে থাকব কেন? পাহাড় আর ঘন জঙ্গলের গণ্ডির বাইরেও যে উত্তরের পরতে পরতে এমন অপার সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, সেটা জানেন ক'জন!

প্রকৃতি এখানে অকৃপণ। বন দপ্তর জানাচ্ছে, প্রতি বছরই নিয়ম করে নানা স্থানে জারুল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া ও অমলতাসের চারা লাগানো হয়। তাঁদের নাসারিতে তৈরি হওয়া ৫০ হাজার চারার মধ্যে অন্তত ১০ হাজারই থাকে জারুল।

চালসার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলছেন, 'এগুলো তো শুধু লোকালয় বা রাস্তার ধারের গল্প। জঙ্গলের ভেতরেও এই সময়ে অজস্র জারুল ফুটে থাকে। আসলে জল দাঁড়াতে পারে এমন নীচু জমি জারুল গাছের জন্য আদর্শ, আর ডুয়ার্সের ল্যান্ডস্কেপ ঠিক এই রকমই।'

প্রকৃতির এই দানকে এবার তবে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানোর সময় এসেছে। জঙ্গল সাফারি আর পাহাড় দর্শনের বাইরে বেরিয়ে, উত্তরের পর্যটনে এবার যোগ হোক এক নতুন মাত্রা। আগামী বৈশাখে পর্যটকদের অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠুক জারুল ঘেরা ডুয়ার্স। পর্যটনের নতুন মানচিত্রে সগর্বে উচ্চারিত হোক একটাই কথা, 'পুরুলিয়ার পলাশ পারলে, উত্তরের জারুলও পারবে'।

খরচে রাশের বিজ্ঞপ্তি রাজ্যের

কলকাতা, ১৯ মে : 'দুর্নীতিমুক্ত বাংলা' গড়ার লক্ষ্যপূরণে এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিশানায় রাজ্যের আমলাতন্ত্র আর সরকারি অকারণ খরচ। চলতি আর্থিক বছরে (২০২৬-২০২৭) রাজ্যের সব সরকারি দপ্তর এবং জেলা প্রশাসন ঠিক কী কী কাজ করতে চাইছে, তার খতিয়ান এবার লিখিতভাবে তলব করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী শুক্রবারের (২২ মে) মধ্যে এই অ্যাকশন প্ল্যান নবান্নে জমা দেওয়ার ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

নয়া সরকারের এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পূর্বতন তৃণমূল সরকারের রেখে যাওয়া শূন্য কোষাগার আর ঋণের পাহাড়। ভরসা বলতে কেন্দ্রের 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার। তবে শুধু কেন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে বসে না থেকে, রাজ্যের আর্থিক ঘাটতি মেটাতে শুরুতেই খরচে কঠোর রাশ টানার দাওয়াই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সামনেই বিধানসভায় নতুন বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। তার আগেই আগামী দিনের রোডম্যাপ তৈরি করে ফেলতে চাইছে নবান্ন।

মুখ্যসচিবের কাছে দপ্তর ও জেলাগুলির পাঠানো রিপোর্টে স্পষ্ট জানাতে হবে, তাৎক্ষণিক, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা। কোন কাজের কী ফলাফল এবং তা শেষ করার সময়সীমা কত? শুধু পরিকল্পনা জমা দিয়েই পার পাওয়া যাবে না, আগামী ১ জুলাই থেকে প্রতি মাসের কাজের অগ্রগতির রিপোর্টও বাধ্যতামূলকভাবে পাঠাতে হবে মুখ্যসচিবের টেবিলে।

একদিকে কাজের কড়াকড়ি, অন্যদিকে খরচে কাঁচি! নতুন নির্দেশিকায় পরিষ্কার বলা হয়েছে, সরকারি মিটিং মানেই আর দেদার টাকা ওড়ানো চলবে না, জোর দিতে হবে ভিডিও কনফারেন্স ও ভার্চুয়াল মিটিংয়ে। ভিআইপিদের অপ্রয়োজনীয় সফর একেবারে কাটছাঁট করতে হবে। সরকারি কাজে পুলকার, গণপরিবহন আর বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বাড়াতে হবে। বিদ্যুৎ ও কাগজ বাঁচাতে নবান্ন এবার ঝুঁকছে পুরোদস্তুর 'ই-অফিস' ব্যবস্থার দিকে। সেই সঙ্গে দেশীয় ও স্থানীয় স্তরের পণ্য ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া এবং পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রায় জোর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমস্ত সরকারি কর্তাদের। নয়া সরকারের পরিষ্কার বার্তা, জমানা বদলেছে, এবার কাজের স্টাইলও বদলাতে হবে!

ওষুধ ধর্মঘটে খোলা জরুরি পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : অনলাইন ফার্মেসির বাড়বাড়ন্ত ও বিপুল ছাড়ের প্রতিবাদে আগামী ২০ মে দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে 'অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস'। তবে এই আন্দোলনে শামিল হচ্ছে না 'ইন্ডিয়ান ফার্মাসিস্ট অ্যাসোসিয়েশন'। সংগঠনের জাতীয় সভাপতি অভয় কুমার জানান, 'অ-ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেট ব্যবসার অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার স্বাধীন ফার্মাসি পেশা ও নীতিবোধের সামনে সরাসরি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' সাধারণের সুবিধার্থে দিল্লির হাসপাতাল সংলগ্ন দোকান ও জনৌষধি কেন্দ্রগুলি খোলা রাখা হবে। যমুনা পার মেডিকেল স্টোর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হরিশ আগরওয়াল বলেন, 'আমরা হাসপাতাল সংলগ্ন দোকানগুলি খোলা রাখার আবেদন জানিয়েছি যাতে মুমূর্ষু রোগীরা সমস্যায় না পড়েন।'

খালিদের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : অসুস্থ মায়ের অস্ত্রোপচার এবং কাকার পারলৌকিক অনুষ্ঠান 'চেহলুম'-এ যোগ দিতে ১৫ দিনের অন্তর্বর্তী জামিন চেয়েছিলেন সমাজকর্মী উমর খালিদ। মঙ্গলবার দিল্লির এক আদালত সেই আর্জি খারিজ করে দিল। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সমীর বাজপেয়ী জানান, সাময়িক মুক্তির জন্য উমর যে কারণগুলি দেখিয়েছেন তা 'পর্যাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য' নয়। মামলার শুনানিতে আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, 'মুক্তির পক্ষে পেশ করা কারণগুলি যুক্তিসঙ্গত নয়।' ২০২০ সালের উত্তর-পূর্ব দিল্লি দাঙ্গা ও ইউএপিএ ধারায় অভিযুক্ত উমরের আর্জি নাকচ হওয়ায় তাঁকে আপাতত শ্রীঘরেই থাকতে হচ্ছে।

আসছেন পুতিন

মস্কো, ১৯ মে : আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে হতে যাওয়া ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার ক্রেমলিনের তরফে তাঁর সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ইউক্রেন ও ইরান যুদ্ধের আবহে একবছরের মধ্যে পুতিনের দ্বিতীয়বার ভারত সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা।এর আগে গত ডিসেম্বরেই বার্ষিক সম্মেলনে দিল্লি এসেছিলেন রুশ রাষ্ট্রপ্রধান।

বিধায়ক দলে বিদ্রোহ

ভোট থেকে জাহাঙ্গির সরায় প্রশ্নের মুখে অভিষেক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ মে : জাহাঙ্গির খানের ফলতার ভোটযুদ্ধ থেকে পিঠটান দেওয়া নিয়ে কার্যত 'মুষলপর্ব' শুরু হয়েছে তৃণমূলে। মঙ্গলবার তৃণমূলের পরিষদীয় দলের বৈঠকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনেই জাহাঙ্গিরকে বহিষ্কারের দাবি তোলার পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করেন বিধায়কদের একাংশ। যা তৃণমূলে বিরল বলেই মনে করা হচ্ছে। বিধায়কদের এহেন বিদ্রোহের সামনে প্রায় শুকনো মুখেই বসেছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ, উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহা সহ একাধিক নেতা জাহাঙ্গিরকে তাঁর আচরণের জন্য অবিলম্বে দল থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানান। সূত্রের খবর, অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে ফলতা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গিরকে 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নেতা' বলেও ঋতব্রত-সন্দীপন উল্লেখ করেছেন বলে খবর।

এর আগে বিধায়কদের বৈঠকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলে লিখিত আকারে জানাতে হবে। কিন্তু সেই পথে না-হেঁটে মঙ্গলবারের বৈঠকে দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কুণাল, ঋতব্রত, সন্দীপনদের 'বিদ্রোহ' ভোট পরবর্তী তৃণমূলের অন্দরের সংঘাতকেই বেআব্রু করে দিয়েছে। ঘটনাচক্রে ওই তিন বিধায়কই

কালীঘাটে তৃণমূলের দপ্তরে চলছে বৈঠক। মঙ্গলবার।

মঙ্গলবার কালীঘাটের বৈঠকে গিয়েছিলেন একই গাড়িতে। সূত্রের বক্তব্য, তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত জাহাঙ্গিরকে সামনে রেখে ঠারেঠোরে অভিষেকের দিকেই আঙুল তুলেছেন কুণালেরা। তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বৈঠকে তিন বিধায়কের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সেই সুবিধা পাওয়ার পরেও কেন ময়দান ছেড়ে চলে গেলেন জাহাঙ্গির।

সূত্রের খবর, কুণাল বৈঠকে জানিয়েছেন, দলের অন্দরে মন খুলে কথা বলতে দিতে হবে। ঘরের ভিতরে অনেক বৈঠক হচ্ছে। এবার রাস্তাতেও নামতে হবে। কুণাল সবার সামনেই অভিষেকের উদ্দেশে বলেন, 'একবার ওয়ান টু ওয়ান বসে নিলে হত না? এভাবে তো সবটা হয় না। অনেকগুলো বিষয় আলোচনার ছিল'। জানা গিয়েছে, কুণালের একথা শুনে তৃণমূলনেত্রী বলেন, 'হ্যাঁ, অভিষেক আর কুণাল একবার বসে নিও।' রাজ্যে ভোটের ফল ঘোষণার পরে মমতাকে কালীঘাটে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান আয়োজন করতে দেখা গিয়েছে। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে নিজে সওয়ালও করেছেন। কিন্তু অভিষেককে সেভাবে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। তাঁর লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের অধীনে থাকা ফলতা বিধানসভার ভোটের প্রচারেও তাঁকে যেতে দেখা যায়নি। সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তারপর এদিন জাহাঙ্গিরের কার্যকলাপের জেরে দলের অন্দরে বিক্ষোভের ছাইচাপা আগুনের আঁচ নেতৃত্বের গায়ে লাগতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দলনেত্রী মমতা বলেন, 'জাহাঙ্গির যা আচরণ করেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। অভিষেকের সঙ্গে কথা বলে এটা করা উচিত ছিল। ও যা আচরণ করেছে তা দলের সিদ্ধান্ত নয়। এজন্য দল বিবৃতি দিয়ে নিন্দা করেছে। এটা জাহাঙ্গিরের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।' এইসময় অভিষেকও বলে ওঠেন, 'দল জাহাঙ্গিরের আচরণকে সমর্থন করে না। ওটা ওর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।' এরপর আরও কিছু বলতে গেলে অভিষেককে থামিয়ে দেন দলনেত্রী। ঋতব্রত তখনও বলতে থাকেন, জাহাঙ্গিরের এই আচরণের জন্য দলের বিধায়ক, নেতা ও কর্মীদের অস্বস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। দল যদি তার এই আচরণকে সমর্থনই না করে তবে তাঁকে অবিলম্বে বহিষ্কার করা হবে না কেন?

অসহ্য গরম থেকে বাঁচতে ভরসা মায়ের আঁচল। মঙ্গলবার প্রয়াগরাজে।

একসঙ্গে চলবে ভারত-ইতালি

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : ভারত ও ইতালির সম্পর্ক এখন আর শুধু বন্ধুত্বের গণ্ডিতে আটকে নেই। তা আরও একধাপ এগিয়ে এক বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বের রূপ নিয়েছে। সম্প্রতি একটি যৌথ নিবন্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি দুই দেশের আগামী দিনের পথচলার একটি পরিষ্কার রূপরেখা তুলে ধরেছেন। গোটা বিশ্বে এখন নানা স্তরে বদল ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে দুই দেশের অর্থনীতি, নতুন উদ্ভাবন এবং শতাব্দীপ্রাচীন সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ওপর জোর দিয়েছেন দুই রাষ্ট্রনেতা। তাঁদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল, ২০২৯ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ২,০০০ কোটি ইউরো পার করা। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, আধুনিক প্রযুক্তি, ওষুধ, বস্ত্র ও কৃষির মতো ক্ষেত্রগুলোতে বাণিজ্য আরও বাড়ানো হবে।

ওই নিবন্ধে জানানো হয়েছে, ইতালির উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধি, ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা ও স্টার্ট-আপ সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে। 'মেড ইন ইতালি'-র বিশ্বজোড়া সুনামের সঙ্গে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র মেলবন্ধন দুই দেশের সরবরাহ ব্যবস্থা বা সাপ্লাই চেইনকে আরও মজবুত করবে। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন এই সম্পর্কের অন্যতম মূল ভিত্তি। নয়াদিল্লিতে এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে দুই নেতা জানিয়েছেন,

মানবকেন্দ্রিক কৃত্রিম মেধা

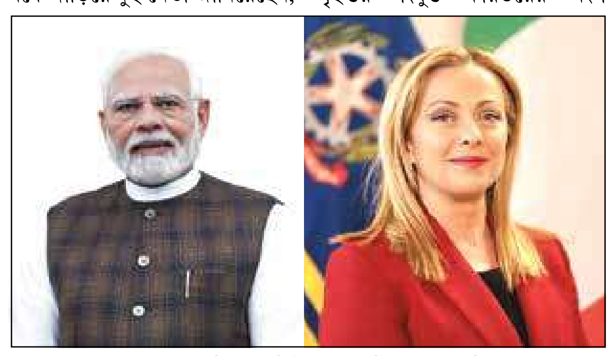

নরেন্দ্র মোদি ও জর্জিয়া মেলোনি। -ফাইল চিত্র

কৃত্রিম মেধা বা এআই-এর ব্যবহার হতে হবে দায়িত্বশীল এবং তা যেন মানুষের কল্যাণে কাজে লাগে। প্রযুক্তি যাতে মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনও খারাপ প্রভাব ফেলতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে ভারত ও ইতালি সাইবার নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো নিয়ে একযোগে কাজ করবে।

পাশাপাশি, শক্তি ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনতে গ্রিন হাইড্রোজেন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারে জোর দেওয়া হচ্ছে। দুই নেতার মতে, ভারত ও ইতালি এখন আর দুটি আলাদা ভৌগোলিক এলাকা নয়। বরং তারা 'ইন্দো-মেডিটেরেনিয়ান' বা ভারত-ভূমধ্যসাগরীয় এক বৃহত্তর সংযুক্ত করিডরের অংশ হয়ে উঠছে। ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকোনমিক করিডর (আইএমইসি) এই যোগাযোগের একটি বড় উদাহরণ। পরিশেষে ভারতের 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এবং ইতালির নবজাগরণের মানবতাবাদী দর্শনের কথা তুলে ধরে মোদি ও মেলোনি জানিয়েছেন, দুই দেশের এই ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্কের কেন্দ্রে সবসময় সাধারণ মানুষই থাকবেন।

পুরসভার নোটিশকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

কলকাতা, ১৯ মে : কলকাতা পুরসভার আতশকাচের নীচে এবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি। তাঁর হরিশ মুখার্জি রোডে শান্তিনিকেতন ও কালীঘাট রোডের বাড়ির অবৈধ অংশ নিয়ে পুরসভা নোটিশ পাঠিয়েছে। তবে এই নোটিশ নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতের বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মঙ্গলবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে এই বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'পুর প্রশাসন চাইলে ভাঙুক।' নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবেন তিনি।

শনিবার ফলতায় নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে অভিষেকের সম্পত্তিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আমতলায় প্রাসাদপম বাড়ি ছাড়াও কলকাতায় লিপ্স অ্যান্ড বাউন্সের নামে ২৪টি সম্পত্তির হদিস মিলেছে। এরপরই ভবানীপুর বিধানসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের ১২১, কালীঘাট রোড এবং ১৮৮এ হরিশ মুখার্জি রোডে শান্তিনিকেতনের দু'টি ঠিকানায় অবৈধ নির্মাণ হয়েছে অভিযোগ করে এ বার জোড়া নোটিশ পাঠাল পুরসভা।

প্রথম নোটিশটি পাঠানো হয়েছে অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। আর দ্বিতীয় নোটিশটি লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের নামে গিয়েছে। যা অভিষেকের সংস্থা হিসাবেই পরিচিত।

এদিন কালীঘাটের বৈঠকে অভিষেক বলেন, 'ওরা যা খুশি করুক। আমার বাড়ি ভেঙে দিক, নোটিশ পাঠাক তবু আমি এসবের কাছে মাথানত করব না।' মমতা ও অভিষেকের মতে,

> ওরা যা খুশি করুক। আমার বাড়ি ভেঙে দিক, নোটিশ পাঠাক তবু আমি এসবের কাছে মাথানত করব না।
>
> -অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে কলকাতা পুরসভাকে দিয়ে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

ফলতায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অভিষেকের সম্পত্তি নিয়ে অভিযোগ করার পর একাধিক সমাজমাধ্যমে কোথাও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মালিক হিসেবে দেখিয়ে কোথাও বা লিপ্স অ্যান্ড বাউন্সের নামে একাধিক সম্পত্তির তালিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এদিন অভিষেক বলেন, 'এসব ভুয়ো তালিকা। সমাজমাধ্যমে দেওয়া সম্পত্তির তালিকার সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই।'

পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের পাঠানো এদিনের নোটিশে বলা হয়েছে, কলকাতা পুর আইন, ১৯৮০ -এর ৪০০(১) ধারায় কোনও বাড়ি বা নির্মাণের প্ল্যান বহির্ভূত অবৈধ অংশ ভাঙতে বা কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারেন পুর কমিশনার।

তবে ভাঙার আগে সংশ্লিষ্ট ওই সম্পতির মালিককে নোটিশ পাঠাতে হবে পুরসভাকে। ওই আইনেই লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস এবং লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এ বার নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

নোটিশে বলা হয়েছে, ওই দুই ঠিকানায় যে নির্মাণ রয়েছে তাতে প্ল্যান বহির্ভূত কিছু অংশ তৈরি করা হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে ওই অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলতে হবে।

যদি ওই অবৈধ অংশ সম্পত্তির মালিক না-ভাঙেন, তবে তা পুরসভা কেন ভেঙে দেবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে। সাত দিনের মধ্যে পুরসভাকে নোটিশের জবাব পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক না-হলে পুরসভা সাত দিনের কম নোটিশে ওই অবৈধ অংশ ভেঙে দেবে। শুধু তা-ই নয়, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিল্ডিং প্ল্যান, অনুমোদিত নকশা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুরসভাকে জমা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ইডি হেপাজতে সোনা পাপ্পু

কলকাতা, ১৯ মে : জমি সিন্ডিকেটের অন্যতম মাথা বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পু। ভয় দেখিয়ে কম দামে অন্যের জমি ও সম্পত্তি কুক্ষিগত করতেন তিনি। মঙ্গলবার ধৃত সোনা পাপ্পুকে আদালতে পেশ করে এমনটাই অভিযোগ করল ইডি। ইডির দাবি, জমি সিন্ডিকেটের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাতেন অভিযুক্ত। তোলাবাজি, হুমকি, জমি দখল, বেআইনি অস্ত্র মজুত সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে পাপ্পুর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগগুলির অন্যতম চক্রী পাপ্পুই। ধৃত জয় কামদারের সংস্থা থেকে রিভলভার কেনার পর রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকায় অশান্তির ঘটনা ঘটিয়েছিলেন তিনি। এমনকি নিজের পরিবারের নামেও কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি তৈরি করেছিলেন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সোনা পাপ্পুর আইনজীবী। ২৮ মে পর্যন্ত ইডি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মেসি কাণ্ডে তদন্ত শুরু

কলকাতা, ১৯ মে : বিজেপি সরকার আসতেই নতুন করে একাধিক বিষয়ের ফাইল খুলেছে। আরজি কর, ২০২১ সালের ভোটপরবর্তী হিংসা সহ লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার ঘটনাও নতুন করে মোড় নিয়েছে। ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাক্তন ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কাউন্সিলার জুঁই বিশ্বাস, রাজ্য পুলিশের তৎকালীন ডিজি রাজীব কুমার, আইএএস আধিকারিক শান্তনু বসু সহ একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিধাননগর দক্ষিণ থানা এফআইআর গ্রহণ করেছে। জানা গিয়েছে, এই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিধাননগর দক্ষিণ থানার এক আধিকারিক উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিএনএস অনুযায়ী তদন্ত শুরু হয়েছে।' সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যক্তির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এফআইআর নথিভুক্ত ব্যক্তিদেরও ডাকবে পুলিশ।

হিংস্র কুকুর নিধনে সায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : জনজীবনে পথের কাঁটা জলাতঙ্কে ভোগা হিংস্র পথকুকুরদের প্রয়োজনে নিধন করা যেতে পারে। মঙ্গলবার জন-নিরাপত্তার স্বার্থে ঐতিহাসিক রায়ে এই চূড়ান্ত নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

পথকুকুরের দাপট রুখতে এদিন কড়া পদক্ষেপের পথেই হেঁটেছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ সাফ জানিয়েছে, জলাতঙ্কগ্রস্ত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বা জনজীবনের জন্য বিপজ্জনক ও হিংস্র কুকুরদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে 'ইউথেনেশিয়া' বা নিষ্কৃতি হত্যার পথ বেছে নেওয়া যাবে। তবে তা করতে হবে নির্দিষ্ট আইন ও বিধি মোতাবেক।

মানুষের জীবনের সুরক্ষাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিচারপতি নাথ বলেন, 'সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকারের মধ্যেই রয়েছে কুকুরের কামড়ের আতঙ্ক ছাড়াই জনসমক্ষে অবাধে চলাফেরার অধিকার।' দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিশুদের ওপর রক্তক্ষয়ী হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, 'মনে হচ্ছে ডারউইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' তত্ত্ব কার্যকর হচ্ছে। সরকারি ব্যর্থতার কারণে শিশু ও বৃদ্ধদের এভাবে অসম লড়াইয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না।'

আদালত স্পষ্ট করেছে, রাষ্ট্র নিছক 'দর্শক' হয়ে থাকতে পারে না। রাজস্থান ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্য বা দিল্লি বিমানবন্দরের মতো এলাকায় কুকুরের কামড়ের ঘটনার বাড়বাড়ন্তে বেঞ্চ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। অবিলম্বে প্রতিটি জেলায় বন্ধ্যাকরণ কেন্দ্র স্থাপন ও পর্যাপ্ত প্রতিষেধক সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নির্দেশ পালনে তৎপর আধিকারিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

দিল্লিতে তাপপ্রবাহ

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছে রাজধানী। মঙ্গলবার দিল্লির সফদরজংয়ে তাপমাত্রা ৪৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছোঁয়, যা মে মাসের নিরিখে গত দু' বছরের মধ্যে উষ্ণতম বলে জানিয়েছে দিল্লির মৌসম ভবন। 'রিজ' এলাকায় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪৬.৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। তীব্র তাপপ্রবাহের পাশাপাশি বায়ুদূষণ বেড়ে একিউআই ২০৮ হওয়ায় রাজধানীতে এই মুহূর্তে 'গ্রাফ-১' সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

থর মরুভূমি থেকে আসা শুষ্ক ও তপ্ত উত্তর-পশ্চিমী বাতাসের প্রভাবে দিল্লির বেশ কিছু এলাকায় পারদ ৪৪ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে।

হাওয়া অফিস আগামী ২২ মে পর্যন্ত রাজধানীতে 'হলুদ সতর্কতা' জারি করে সাধারণ মানুষকে বিশেষ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। প্রবল গরমে বিদ্যুতের চাহিদাও এক লাফে বেড়ে মরশুমের সর্বোচ্চ ৭,৫৪২ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। এখনই বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, বরং তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ছুঁতে পারে বলে আশঙ্কা মৌসম ভবনের।

ফের বৃদ্ধি পেট্রোল, ডিজেলের দামে

আর্থিক তুফান আসছে, হুঁশিয়ারি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : মূল্যবৃদ্ধির রোষ থেকে আপাতত রেহাই নেই আমজনতার। মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে দেশে ফের দাম বাড়ল জ্বালানির। কলকাতায় লিটারপিছু পেট্রোলের দাম ৯৬ পয়সা বেড়ে হয়েছে ১০৯ টাকা ৭০ পয়সা। ডিজেলের দাম লিটার পিছু ৯৪ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৬ টাকা ৭ পয়সা। সম্প্রতি জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই বার্তার পরই শুক্রবার জ্বালানির দাম একপ্রস্থ বেড়েছিল। এবার ফের দাম বাড়ায় নাজেহাল আমজনতা।

এই পরিস্থিতিতে দেশে ভয়াবহ আর্থিক তুফান আসছে বলে সরব হয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি যেভাবে দেশের অর্থনীতির কাঠামো বদলেছেন তা আসন্ন আর্থিক তুফানের সামনে টিকতে পারবে না। দুঃখের বিষয় হল, এই আর্থিক তুফানের মাশুল গুনতে হবে দেশের তরুণ, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের।' উত্তরপ্রদেশে একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে রায়বেরেলির সাংসদ বলেন, 'এই আর্থিক তুফানের প্রভাব আদানি, আম্বানি এবং নরেন্দ্র মোদির ওপর পড়বে না। কারণ ওঁরা নিজেদের প্রাসাদে বসে রয়েছেন। এই ধাক্কা খুব খারাপ হবে।

আগামী দিনগুলি আরও কঠিন হবে। কোনও মজবুত পদক্ষেপ না করে নরেন্দ্র মোদি দেশের মানুষকে বিদেশে না যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। অথচ উনি নিজে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

> নরেন্দ্র মোদি যেভাবে দেশের অর্থনীতির কাঠামো বদলেছেন তা আসন্ন আর্থিক তুফানের সামনে টিকতে পারবে না। দুঃখের বিষয় হল, এই আর্থিক তুফানের মাশুল গুনতে হবে দেশের তরুণ, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের।
>
> -রাহুল গান্ধি

গত শুক্রবার কলকাতায় পেট্রোলের দাম লিটারপিছু ৩ টাকা ২৯ পয়সা করে বাড়ানো হয়েছিল। ডিজেলের দামও লিটারপিছু বাড়ানো হয়েছিল ৩ টাকা ১১ পয়সা। লাগাতার দাম বাড়ার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বাস, ক্যাবের ভাড়া বাড়ার শঙ্কাও রয়েছে।

নরওয়েজিয়ান সাংবাদিককে জবাব দিল্লির

অসলো, ১৯ মে : নরেন্দ্র মোদির সফরের মধ্যেই সাংবাদিক বৈঠকে সংখ্যালঘুর অধিকার ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্নের কড়া জবাব দিল বিদেশ মন্ত্রক।

রাজধানী অসলোর র‌্যাডিশন ব্লু প্লাজা হোটেলে আয়োজিত বিদেশ মন্ত্রকের সাংবাদিক বৈঠকে সচিব (পশ্চিম) সিবি জর্জ ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেন। বিদেশি কিছু সংস্থার প্রতিবেদনের সমালোচনা খারিজ করে তিনি সরাসরি বলেন, 'কয়েকটি অজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও)-র রিপোর্ট পড়ে অনেকে প্রশ্ন করতে চলে আসেন।' তাঁর দাবি, শুধুমাত্র দিল্লিতেই ২০০-র বেশি টিভি চ্যানেল রয়েছে। সরকারকে প্রশ্ন করার এবং সরকারি কর্মকাণ্ডের খোলামেলা সমালোচনা করার যাবতীয় অধিকার রয়েছে এইসব সংবাদমাধ্যমের। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উড়িয়ে জর্জ বলেন, 'ভারতে সংবিধান প্রত্যেককে মৌলিক অধিকার দিয়েছে। কারও অধিকার লঙ্ঘিত হলে তিনি সরাসরি আদালতে যেতে পারেন।' নরওয়ের সংবাদপত্রের ভাষ্যকার হেলে লিং ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সরব হন। তাঁর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছিল, 'কেন আমরা আপনাদের বিশ্বাস করব? আপনি কি প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে আপনার দেশে চলা মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ হবে?' এর আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার সুযোগ না পেয়ে তিনি সমাজমাধ্যমে সরব হয়ে লেখেন, 'ভারত সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে ১৫৭ নম্বরে। বিশ্বের স্বাধীনতম সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখোমুখি কেন হচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী?'

'দ্রুত ঘটনাস্থল সিল করুন'

আরজি কর মামলায় সিবিআইকে নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৯ মে : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনে বিতর্কিত সেই সেমিনার হল সহ যে যে জায়গা সিল করা প্রয়োজন, সেগুলি সিল করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

আরজি কর মামলায় হাইকোর্ট গঠিত বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, তদন্তের স্বার্থে ঘটনাস্থলের সুরক্ষা বজায় রাখা জরুরি। সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক সীমা পাহুজা এদিন আদালতে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে আদালত প্রশ্ন করে, 'সিবিআইয়ের মনে হয়নি তদন্তের স্বার্থে অন্য জায়গা সিল করা প্রয়োজন? অন্য কোনও জায়গা কি সিল করা হয়েছে?' উত্তরে সীমা পাহুজা জানান, 'দেহ উদ্ধার হওয়া জায়গা সিল আছে।' এদিন সিবিআই মুখবন্ধ খামে আদালতে রিপোর্ট জমা দেয়। এই মামলায় কেন সিবিআই পুনরায় তদন্ত করবে, সেই প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করবে হাইকোর্ট।

এদিন নির্যাতিতার পরিবারের তরফে আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, যে জায়গাটি অকুস্থল হিসেবে সিল করা হয়েছে বলে সিবিআই জানাচ্ছে, সেখানে আদৌ ঘটনাটি ঘটেছে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। পরিবারের ৩৮টি প্রশ্ন রয়েছে। সিবিআই সেই বিষয়ে তদন্ত এগোয়নি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতামত নেওয়া হয়েছে। নির্যাতিতার শরীরে একাধিক ব্যক্তির দ্বারা আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বিচারপতি শম্পা সরকার প্রশ্ন করেন, 'তদন্তের সময় আপনাদের মনে হয়নি বাকি জায়গা সিল করার দরকার আছে?' সিবিআইয়ের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, সেমিনার হলকে সিন অফ ক্রাইম হিসেবে নিম্ন আদালত জানিয়েছে। চিকিৎসকদের নিয়ে যে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল, সেখানেও একাধিক ব্যক্তির ধর্ষণের সম্ভাবনা জানানো হয়নি। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, 'নিম্ন আদালত সিবিআইয়ের তথ্যপ্রমাণের ওপর নির্ভর করে নির্দেশ দিয়েছে।' অকুস্থল পরিদর্শনের অনুমতি চাওয়া হয় নির্যাতিতার পরিবারের তরফে। সমস্ত পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে আদালত জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পরবর্তী শুনানির দিন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক সীমা পাহুজা এজলাসে উপস্থিত থাকবেন। কেন সিবিআই পুনরায় তদন্ত করবে, তার বিবেচনা আগে করবে হাইকোর্ট। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে যে ৩৮টি প্রশ্ন করা হয়েছে, তারও বিবেচনা করা হবে।

আরজি কর ফাইল নতুন করে খোলার পরই একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে বর্তমান শাসকদল। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষের বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আগেই নিম্ন আদালতে পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ, তাঁর ঘনিষ্ঠ সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় ও পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির দাবি করে আবেদন জানিয়েছিলেন নির্যাতিতার পরিবার। এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় রক্ষাকবচ চেয়ে মামলা দায়ের করেছেন।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ২ সংখ্যা, বুধবার, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

পাহাড়ে মেঘ

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ঘাড়ে সওয়ার হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বপ্ন দেখেছিলেন পাহাড় দখলের। তৃণমূল নেত্রীর সেই স্বপ্নকে ব্যবহার করেছিলেন বিমল গুরুং। মমতার আবদারে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার জিটিএ চুক্তি করেছিল। পাহাড়ের সর্বময় নেতা হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন বিমল। ভুল করেছিলেন মমতা। দু'নৌকায় পা রেখেছিলেন। একদিকে মোর্চার সঙ্গে সখ্য, অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ না করার জেদ। অথচ বাংলা ভাগ না হলে মোর্চার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠত পাহাড়ে।

তাই স্বল্প সময়ের মধুচন্দ্রিমা শেষ হয়। পাহাড় থেকে বরাবরের জন্য প্রত্যাখ্যাত হয় তৃণমূল। আত্মগোপন করতে বাধ্য হয় গুরুং বাহিনী। পরে তৃণমূল সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বিমল পাহাড়ে ফিরলেও তৃণমূলের সঙ্গে সখ্য আর কখনও জমাট বাঁধেনি। পরে মোর্চার ঘরে ফাটল ধরিয়ে ফের পাহাড় দখলের মরিয়া চেষ্টা করেছিল তৃণমূল। প্রথমে বিনয় তামাংয়ের হাত ধরে, পরে অনীত থাপার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে।

সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। বিনয় একসময় সরে যান। অন্যদিকে, তৃণমূল ঘনিষ্ঠতার খেসারত দিয়েছেন অনীত। গত বিধানসভা নির্বাচনে আসন প্রাপ্তির নিরিখে পাহাড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে তাঁর দল। বরং পাহাড়ে বিজেপির জমি আরও শক্ত হল। পাহাড়ের লোকসভা আসনটি দীর্ঘদিন দখলে তো ছিলই। বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে এবার বিজেপির শক্তি নিরঙ্কুশ হল গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের দুই প্রধান শক্তি মোর্চা ও জিএনএলএফ-কে দু'পাশে রেখে।

কিন্তু পাহাড় নিয়ে বিজেপি নিশ্চিন্ত হল, এমন কথা বলার সময় আসেনি। বরং বাংলায় পালাবদলের ১৬ দিনের মধ্যে বিমল গুরুংয়ের মতিগতি বিজেপি শিবিরের গলার কাঁটা হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাঁর তৎপরতা ও আলটপকা মন্তব্যে অসন্তোষ ছড়াতে শুরু করেছে বিজেপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে। গুরুং বিজেপি প্রার্থীদের সাফল্যকে নিজের জয় বলে মনে করছেন। সেই ধারণার ভিত্তিতে তিনি নিজেকে আবার পাহাড়ের সর্বময় কর্তা ভাবতে শুরু করেছেন।

পাশাপাশি বিজেপির সহযোগী দল হওয়ার সুযোগ নিয়ে ডুয়ার্স-তরাইয়ে নতুন করে সাংগঠনিক সক্রিয়তা বাড়াতে শুরু করেছেন গুরুং। তাঁর বেশকিছু মন্তব্য অগণতান্ত্রিক ও অশোভনীয়। তিনি বিনয় ও অনীতকে দেখলে থুতু ছেটানোর ডাক দিচ্ছেন। অনীত এখনও একটি স্বশাসিত সংস্থায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধান। বিজেপি নেতৃত্ব বিমলের এই সমস্ত কথাকে অনুমোদন করছে না বটে। কিন্তু রাশ টেনেও ধরছে না। বলা চলে, টেনে ধরতে ইতস্তত করছে।

পাহাড়ে একা চলার ঝুঁকি আছে বলেই বিজেপির এই দোলাচল। তাছাড়া মোর্চা ও জিএনএলএফ- দুটি দলের সঙ্গেই বন্ধুত্বের পথে কাঁটা আছে। উভয় দলের প্রধান লক্ষ্য পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড প্রতিষ্ঠা। বিজেপি সেই দাবিতে কখনও পুরোপুরি সায় না দিলেও পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের গাজর ঝুলিয়ে রেখেছে। এতদিন তৃণমূল সরকারের অসহযোগিতায় সেই সমাধানের ব্যবস্থা করা যায়নি বলে খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা প্রচার করেছেন।

কিন্তু জমানা বদলে গিয়েছে। তৃণমূলকে দোষারোপ করে আর হাত ধুয়ে ফেলা যাবে না। বাংলা ও কেন্দ্রে এখন বিজেপির সরকার। ফলে স্থায়ী সমাধানের পথে আর তেমন কোনও বাধা নেই। সমস্যা যা আছে, তা রয়েছে বিজেপির অভ্যন্তরে। দলের রাজ্য নেতাদের বড় অংশ গোর্খাল্যান্ড বা পাহাড়ে ভিন্ন কোনও শাসন ব্যবস্থার বিরোধী। সেটা করতে গেলে সমতলে বিজেপির বাঙালি হিন্দু ভোটব্যাংকে চিড় ধরার ঝুঁকি আছে।

কিন্তু পাহাড় সমস্যা আরও দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখলে মোর্চা ও জিএনএলএফের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা শেষ হয়ে যেতে দেরি হবে না। কেননা, পাহাড়ে নিজেদের কর্তৃত্ব ধরে রাখতে ওই দল দুটির সামনে এটাই শেষ সুযোগ। ফলে বিজেপির সামনে এখন উভয়সংকট। গুরুংয়ের মতিগতি সেই সংকটকে আরও বাড়াচ্ছে। কার্যত পাহাড় নামক বাঘের ওপর সওয়ারি এখন বিজেপি।

অমৃতধারা

ভাগ্যং ফলিত সর্বত্রং। ভাগ্যানুসারে জীবের গতাগতি হয় বলিয়াই ত্রিলোকের সুখ-দুঃখ দ্বারা ত্রিদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার জন্য হর্ষ মর্ষ না করিয়া ভোগ ত্যাগের জন্য ধৈর্যের বরণ কারিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করিতে হয়। অতএব সর্ব অবস্থায় সত্যের অধীনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন। সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করে। সিন্নিকে ভাগ করা বলে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই যে দ্বন্দ্ব বিভাগ, অভিমানের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ভাগ ত্যাগ করিলে সিন্নি দিয়া সত্যের পূজা হয়। তাহার সাক্ষী সতী হরগৌরী, অবিচ্ছেদ সত্যবানকে উদ্ধার, কালদণ্ডের হাত হইতে অভিযোগ সত্যবানকে প্রাপ্ত হইয়া পিতৃকুল (ধর্ম), পতিকুল (কর্ম, সেবা), পুত্রকুল (পবিত্র, শুচি) উদ্ধার করিয়াছিলেন। জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করি সকলি গতাসু, অস্থায়ী, সুখদুঃখপ্রদ।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

জনাদেশ, ক্ষমতার বদল ও নাগরিকত্ব

সরকার বদলায়, কিন্তু মানুষের মন আর চেতনার পরিবর্তন না হলে সবই নিষ্ফল।

সেবন্তী ঘোষ

বিপুল জনাদেশ নিয়ে নবনির্বাচিত সরকার এসেছে। এই নাটকীয় পালাবদলের পর সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সংবাদপত্র, বহু মানুষ তাদের কাছে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আর্জি রাখতে শুরু করেছে। ক্ষমতার এই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিগত সরকারের পদাধিকারী ও ঘনিষ্ঠরা মুখ খুলতে শুরু করেছেন। এই আচমকা আত্ম উন্মোচনের পিছনে এক গভীর ভয়ের কারণটি তাঁরা জানাচ্ছেন। তাঁরা বোঝাতে চাইছেন যে, পূর্বতন জমানার একচ্ছত্র আধিপত্যের ভয়েই তাঁরা মুখ খোলেননি। যদিও সেই আমলের ক্ষীর দুধ খাওয়া কানাই কুঞ্জবনে কেলি সমাপ্তে পিঠটান দিচ্ছেন, এমনটাও মনে করছেন অনেকে। ক্ষমতার মধু ফুরিয়ে যেতেই সুবিধাবাদীদের এই পলায়নবৃত্তি রাজনীতিতে অত্যন্ত চেনা দৃশ্য।

আমাদের চারপাশের সাংস্কৃতিক জগতের দিকে তাকালে এই সুবিধাবাদ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফিল্ম, সিরিয়ালের যেসব প্রতিভাবানরা বিভিন্ন সরকারি পদ অলংকৃত করেছিলেন, মঞ্চে প্রধানার একটু প্রসাদ পাওয়ার জন্য যাঁরা উন্মুখ হতেন, তাঁরাও বলছেন, উনি বললে আমাদের 'না' বলার সাধ্য ছিল না। ক্ষমতার শীর্ষে থাকা ব্যক্তির ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস নাকি ছিল না। সাধ্য যে কঠিন তা আমরা জানি, কারণ এই শিল্প মাধ্যম মাস গেলে মাইনের কাজ নয়। বিনোদন জগতের নিয়ম অনুযায়ী 'লার্জার দ্যান লাইফ' বজায় রাখতে গেলে জীবনচর্চার ন্যূনতম খরচ আছে। পর্দার সামনের জাঁকজমক বজায় রাখার এক অলিখিত সামাজিক চাপ থাকে। তবে কিছু অভিনেতাদেরও আমরা দেখলাম, যাঁরা কোনও চাপের কাছেই মাথা নোয়ালেন না। ফল ভুগতে হল তাঁদের।

বিগত শাসন ব্যবস্থার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে গভীর এক স্ববিরোধিতা চোখে পড়ে। যে সরকার নিজেদের অসাম্প্রদায়িক বলে দাবি করতেন, তারাই বিরোধীশূন্য করার কথা বলে যেতেন। প্রকাশ্যে তাঁদের এক নেতা বলেছিলেন, তাঁদের দল যাঁরা করেন তাঁদের আগে চাকরি দেবেন। এই চরম দলীয়করণ সমাজকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। ভিন্নমতের চর্চা বস্তুটি তাদের কাছে ছিল অলীক। টালিগঞ্জের দুই নেতা ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে সেলাম না দেওয়া অভিনেতাদের কীভাবে সংসার চলেছে তার খোঁজ আমরা সাধারণ মানুষ রাখিনি। এঁদের কাছেও কিন্তু ঝলমলে আসনের প্রস্তাব ছিল। শো- বিজের নিয়মেই আমার আপনার মতো একই জামা পরপর চারদিন এরা পরে বেরোতে পারেন না অথচ সেটি কিনতে তাদের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে যেত।

বিনোদন জগতের বাইরে সুধী সমাজের ভূমিকা ছিল আরও হতাশাজনক। বাকি রইল কবিলেখকরা। এদের প্রয়োজনটা অবশ্য অস্তিত্ব রক্ষার নয়। এক দুজন বাদে নিখাদ ক্ষমতা ও সহজে যশ লাভের জন্যেই শাসকের নির্লজ্জ স্তাবকতা করেছেন এঁরা। বিভিন্ন পুরস্কারের লোভে তাঁরা নিজেদের লেখা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। চাটুকারিতাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। দলের বাইরে, চাটুকারের বাইরে, তাঁরা কাউকে ন্যায্য সুযোগ দেবেন না, এই ছিল তাঁদের একমাত্র অ্যাজেন্ডা। এর ফলে প্রকৃত প্রতিভারা ব্রাত্য থেকে গেছে। আশা করা যায় নিজেদের যোগ্যতা উপলব্ধি করে এঁরা আবার লেখায় ফিরবেন। অবশ্য ক্ষমতার মধুর স্বাদ একবার পেলে অন্য দলের কাছে আনুগত্য প্রকাশেও বাধা হয় না। ইতিমধ্যে অনেকেই চেষ্টা চালাচ্ছেন, এমন খবর ও সোশ্যাল মিডিয়ার চতুর্দিকে। নতুন শাসকের সুনজরে আসার জন্য তাঁরা আবার তোষামোদের খসড়া তৈরি করছেন।

এই ক্ষমতার হাতবদল আমাদের এক চিরন্তন ঐতিহাসিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। যে দল ক্ষমতায় এসেছে, তাদের ভাবধারা সমর্থনকারী বুদ্ধিজীবীরাও ধোয়া তুলসী পাতা নয়। সহজে ধরে নেওয়া যায় এরাও ক্ষমতা লাভের পর নিজস্ব দলকে প্রাধান্য দেবে। এ যেন মধ্যযুগের পরাজিত ও জয়ীর ওঠা পড়া! প্রকৃতি পূজক থানের ওপর ব্রাহ্মণ্যবাদী দেবদেবীর মন্দির, তার ওপরে বৌদ্ধ, জৈন মঠ, তার ওপরে মসজিদ, তার ওপরে আবার যে যেখানে জয়লাভ করছে তার ধর্মস্থান গড়ে উঠেছিল যেভাবে, সেভাবেই জোর যার মুলুক তারের পরিবর্তন হয় না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ক্ষমতার রূপ বদলালেও শোষণের মূল চরিত্র বদলায় না।

ব্যবস্থার এই প্রাচীন সত্য জানা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ আশাবাদী হতে চায়। তবুও তো মানুষ পরিবর্তন চাইল। চুনোপুঁটি নেতা-নেত্রীদেরও সীমাহীন ঔদ্ধত্য, অকল্পনীয় দুর্নীতি স্বজনপোষণ আর নিতে পারছিল না সাধারণ মানুষ। জনগণকে ধমকে চমকে যে বেশিদিন রাখা যায় না, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা যত দ্রুত এটি অনুধাবন করেন তত মঙ্গল। নচেৎ বর্তমানেরও দিন ঘনিয়ে আসতে দেরি হবে না। বহু মানুষ নতুন সরকারের কাছে নানা বিষয়ে সাম্যের আবেদন করছেন। এই আবেদন তাঁরা রক্ষা করবেন কি না, সেটি তাদের বিষয়। সর্বাগ্রে ভয়ের আবহাওয়া দূর করে ভিন্নমতের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। এক রাতে একটি রাজ্যের বহু সংখ্যক উদারমনস্ক মানুষ ধর্মান্ধ হয়ে উঠেছেন এমনটা মনে করার কারণ নেই। জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে সুশাসন চেয়েছেন। স্কুল শিক্ষকদের অবমাননা, দেদার চাকরি লুট, গোরু পাচারের টাকা নয়, সম্মানজনক কর্মসংস্থান হোক। নতুন সরকারি হাসপাতাল তৈরি হোক। চাপ কমুক ডাক্তারদের। প্রতিটি ওষুধ পাওয়া যাক কম দামে। সরকারি স্কুলগুলি আগের মর্যাদায় ফিরুক। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য যদি মধ্যবিত্তের নাগালে থাকে, তাহলে তাকে অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জন বা দ্বিতীয় কাজের জন্য শরীরপাত করতে হয় না।

বৃহৎ ক্যানভাস থেকে চোখ ফিরিয়ে যদি আমাদের স্থানীয় পরিবেশের কথা ভাবি, তবে সংকটের গভীরতা বোঝা যায়। বাইরের কথা গুটিয়ে এনে যদি আমাদের এই শিলিগুড়ি শহরের নদীগুলির কথা ধরা যাক, বহু জায়গায় সেগুলি দখল হয়ে সংকীর্ণ নালায় পর্যবসিত হয়েছে। এই দখলদারদের সরিয়ে আবার যদি নদীর পথ পরিষ্কার করে দেওয়া যায়, তার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। কাজটি কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু অসম্ভব নয়। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এই পরিবেশগত বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব।

অন্যদিকে, সরকারের কাছে আমাদের আবেদন নিবেদনের ঝুলি পাহাড় প্রমাণ হবে কিন্তু সেই সঙ্গে নাগরিকের কর্তব্য বিষয়েও কিছু কথা থাকে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি স্কুল কলেজের রমরমা নিয়ে সমাজে অনেক তির্যক বক্তব্য শোনা যায়। সরকারি স্কুল-কলেজে মেধাবী শিক্ষকরা তাঁদের সন্তানদের নিজেদের শিক্ষা নিকেতনে না রেখে তথাকথিত অদক্ষ বেসরকারি ক্ষেত্রে কেন ভর্তি করেন এ বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। তাঁরা নিজেরা যেখানে পড়াচ্ছেন, সেখানেই তো শ্রেষ্ঠ শিক্ষাটি দিতে পারেন।

নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও এই দ্বিচারিতা অত্যন্ত প্রকট। আমরা যারা নিজেদের পুরোনো পৈতৃক বাড়ি ভেঙে বহুতল বানিয়ে নিচ্ছি সেখানে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করি না। না হয় লাভে এক ছটাক কম পড়ল, বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে একটি নারকেল বা পেঁপে, সুপারি আম গাছ আমরা রাখতে পারি না? বাড়ির সামনে কর্পোরেশনের লাগানো গাছগুলিকে এক ঘটি জল দিতে পারি না? ময়লা ফেলা বন্ধ করতে পারি না যত্রতত্র? রাস্তাটি নর্দমা মনে করে কফ, থুতু ফেলা বন্ধ করতে পারি না? সমাজমাধ্যমে প্লাস্টিক বন্ধ করো বলে বিপ্লব না আউড়ে, নিজের বাড়িতে দেদার প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে তো পারি। নদীতে পুজোর ফুল না ফেলে জমা রাখতে পারি তো কোথাও। নদী, ঝোরা দখল করা জমি চাই না, এমনটাও তো বলতে পারি। অন্যায়ভাবে যাঁরা বিক্রি করছেন তাঁদের শাস্তির দাবি আছে, কিন্তু যাঁরা জেনেও কিনছেন তাঁদের? এই সামাজিক অপরাধের সমপরিমাণ অংশীদার তো ক্রেতারাও।

কেবল ব্যবস্থার পরিবর্তন বা শাসকের পরিবর্তনই একটি উন্নত সমাজ গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। সরকার পরিবর্তন হবে, কিন্তু মানুষের মন পরিবর্তন না হলে, শুভ বুদ্ধির উদয় না হলে, এত আশা আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল হবে। সবশেষে, অবৈধ নির্মাণ ভাঙার রাষ্ট্রীয় বুলডোজার যেন রাজার বাড়ি ও প্রজার বাড়িতে তফাত না করে, সাধারণ নাগরিকের এই আন্তরিক প্রার্থনা থাকবে।

(লেখক সাহিত্যিক)

বিপুল জনাদেশ নিয়ে রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে। ক্ষমতার এই পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বিগত আমলের সুবিধাভোগী ও চাটুকারেরা ভোল পালটে নতুন সমীকরণের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার পারদ ক্রমশই চড়ছে। তবে সরকারের কাছে শুধু অধিকারের দাবি করলেই চলবে না, নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্যগুলিও পালন করতে হবে। নিজেদের মানসিকতার বদল না ঘটলে শুধু রাজনৈতিক পালাবদলে সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন কখনোই সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।

আজ

১৯৭৪

চলচ্চিত্র পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৩২

আজকের দিনে প্রয়াত হন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনচন্দ্র পাল।

আলোচিত

গোরুকে আদর করলে ব্লাডপ্রেশার কমে যেতে পারে। গোরুর গলকম্বল বা পিঠের কুঁজে হাত বোলালে রক্তচাপ দ্রুত নেমে যায়। আমার এক আত্মীয়র শরীরের একটা অংশ আচমকা ফুলে গিয়েছিল। ডাক্তারের কাছে না গিয়ে সেই ফোলা অংশে টাটকা গোবর লেপে দেওয়ায় দ্রুত অলৌকিকভাবে সেই অসুখ সেরে যায়।

– দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

কেদারনাথে তীর্থযাত্রায় গিয়ে এক মহিলার হুমকির ভিডিও ভাইরাল। খচ্চরের পিঠে বসে এক খচ্চরের মালিকের সঙ্গে তীব্র বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। মহিলা হুমকি দিয়ে বলেন, 'আপনি জানেন না আমি কে। এক ফোন কলেই...'।

ভাইরাল/২

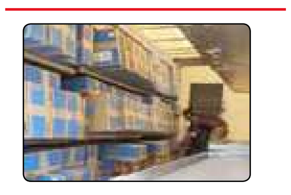

এক মার্কিনি অনলাইনে পুল নুডলস (পুলে সাঁতার কাটার উপকরণ) অর্ডার দেন। জিনিসগুলি বাড়িতে পৌঁছাতেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। ১৬৫টি বড় বাক্সে এক একটি পুল নুডলস পাঠানো হয়েছে। ই-কমার্সের কীর্তি সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেন তিনি। হাসির রোল নেট দুনিয়ায়।

জনমন
জনমত

বাধ্যতামূলক ত্রি-ভাষা নীতি : সময়োপযোগী পদক্ষেপ

১৭ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদের 'দেশদুনিয়া' পাতায় প্রকাশিত 'বাধ্যতামূলক ত্রি-ভাষা' শীর্ষক সংবাদটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করছি।

জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-র নির্দেশিকা মেনে সিবিএসই বোর্ড ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত যে বাধ্যতামূলক ত্রি-ভাষা নীতি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা অত্যন্ত দূরদর্শী ও স্বাগত জানানোর মতো। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকেই নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য এই নিয়ম চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নতুন পাঠক্রমে প্রথম দুটি বিভাগে দুটি ভারতীয় ভাষা (যেমন- বাংলা, হিন্দি, তামিল ইত্যাদি) এবং তৃতীয় বিভাগে ইংরেজি বা অন্য কোনও বিদেশি ভাষা বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকছে।

শিক্ষিত সমাজের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমি মনে করি, এই সিদ্ধান্ত একবিংশ শতাব্দীর বহুভাষিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমাদের পড়ুয়াদের আরও বেশি দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। আমরা যখন একটি অখণ্ড ও বৈচিত্র্যময় ভারতের স্বপ্ন দেখি, তখন ভাষা কখনও প্রাচীর হতে পারে না, বরং তা হওয়া উচিত মেলবন্ধনের সেতু। স্কুল স্তরে দুটি ভারতীয় ভাষা শেখার বাধ্যবাধকতা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আঞ্চলিক ভাষার সমৃদ্ধিকে তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে পুনরুজ্জীবিত করবে। তাছাড়া বহু ভাষার চর্চা শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কের বিকাশ ও সৃজনশীলতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

তবে, এই যুগান্তকারী নীতিটি যেন শুধুই খাতায়-কলমে বা বার্ষিক রিপোর্টের পাতায় সীমাবদ্ধ না থাকে। এর বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন দক্ষ ভাষা শিক্ষক নিয়োগ এবং আধুনিক পরিকাঠামো। চক-ডাস্টারের প্রথাগত গণ্ডি পেরিয়ে খেলার ছলে, আনন্দের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষাকে পড়ুয়াদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। সর্বভারতীয় স্তরে এই বহুভাষিক মেলবন্ধন আমাদের আগামী প্রজন্মকে শুধু কেরিয়ারিস্টিক করে তুলবে না, বরং প্রকৃত অর্থেই বিশ্বমানের মতো করে গড়ে তুলবে।

মলয় চক্রবর্তী
ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চিনির বাজার ও আস্থার অর্থনীতি

বাজারে চিনির জোগান ও দাম স্বাভাবিক রাখতে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে আখেরে দেশ উপকৃত হবে।

পলাশ দে

সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চিনি রপ্তানি বন্ধ রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে মূলত উৎসবের মরশুমে অভ্যন্তরীণ বাজারে জোগান সচল রাখা এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জনকল্যাণমুখী উদ্দেশ্য রয়েছে বলেই মনে করছে অর্থনৈতিক মহল। স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তের ঢেউ শুধুমাত্র ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারেই সীমাবদ্ধ নেই, তা সুদূর আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে শুরু করে আমাদের উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক চায়ের দোকান পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। একটি প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের জোগান ও মূল্যের এই ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা স্বভাবতই অর্থনীতিবিদদের নতুন করে হিসাব কষতে বাধ্য করেছে।

বছরের শুরুতে চিনি উৎপাদনের প্রাথমিক পরিসংখ্যান এবং দেশের লক্ষ্যমাত্রা ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক। উৎপাদন ভালো হওয়ার আগাম আভাস থাকায় প্রায় ১.৫৯ মিলিয়ন টন চিনি বিদেশে পাঠানোর সবুজ সংকেতও মিলেছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে কৃষিক্ষেত্রের পরিসংখ্যান সবসময় স্থিতিশীল থাকে না। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এবার মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মতো প্রধান আখ উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিতে ফলন বড়সড়ো ধাক্কা খেয়েছে, যার ফলে টানা দু'বছর চিনি উৎপাদনে ঘাটতির এক পূর্বাভাস তৈরি হয়েছে। এর ওপর যুক্ত হয়েছে 'এল নিনো'-র চোখরাঙানি ও খামখেয়ালি বর্ষার অনিশ্চয়তা, যা আগামী মরশুমে দেশের আখ চাষের পরিস্থিতি নিয়ে এক বড় সংশয় তৈরি করছে।

আমাদের দৈনন্দিন হেঁশেলের দিকে তাকালে দেখা যায়, অসম কিংবা উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ চা বাগান থেকে শুরু করে শিলিগুড়ির বড় পাইকারি বাজার পর্যন্ত চিনি ছাড়া প্রাত্যহিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা কার্যত অসম্ভব। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার মূল্যের ওঠানামা এবং জ্বালানি তেলের বর্ধিত পরিবহণ খরচের কারণে আমদানি-নির্ভর প্রতিটি পণ্যের ওপর এমনিতেই চাপ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চিনির দাম আরও বৃদ্ধি পেলে সাধারণ গৃহস্থ থেকে শুরু করে স্থানীয় মিষ্টি ব্যবসায়ী— সকলেরই বাজেট ব্যাহত হতে পারত। খাদ্যপণ্যের বাজারে সামান্যতম অস্থিরতাও যাতে সাধারণ মানুষের পকেটে টান না ফেলে, সেই জনস্বার্থ রক্ষার্থেই সরকার অভ্যন্তরীণ বাজার সামলানো ও খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাকে নিজেদের প্রথম অগ্রাধিকার হিসেবে বেছে নিয়েছে।

তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্যানভাসে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব অন্য রূপ নিয়েছে, কারণ ভারত কেবল নিজের প্রয়োজনেই চিনি উৎপাদন করে না, বরং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক হিসেবে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশের খাদ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের এই সাময়িক রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রাজিল ও থাইল্যান্ডের মতো প্রতিযোগী দেশগুলির বাণিজ্যিক সুবিধা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্ববাজারে চিনির দামও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণে জাহাজের বিমা খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিশ্বের বহু গরিব দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থায় এক নতুন ধরনের চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বিশ্বস্ততার এই আঙিনায় বাণিজ্যিক মহলের একাংশের দাবি, সিদ্ধান্তটি কার্যকর হওয়ার আগেই প্রায় ৮ লক্ষ টনের আন্তর্জাতিক রপ্তানি বরাত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল, যা বাতিল করায় আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থায় কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে। আজ অভ্যন্তরীণ জরুরি প্রয়োজনে রপ্তানি বন্ধ করা হলেও, ভবিষ্যতে বিদেশি ক্রেতারা যদি চিরতরে অন্য আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর পড়ার আশঙ্কা থাকে। সোনা আমদানির ক্ষেত্রে যেমন শুল্ক ও কর কাঠামো নির্ধারণ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হয়, চিনির ক্ষেত্রেও হয়তো ভবিষ্যতে এমন আরও কৌশলী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

(লেখক শিক্ষক। অসমের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৪৯

১	☆	২		৩		☆	৪
৫			☆		☆	☆	
	☆	☆	৬		৭		
	☆	৮		☆		☆	☆
☆	☆		☆	৯		☆	১০
১১			১২		☆	☆	
	☆	☆		☆	১৩		
	☆	১৪				☆	

পাশাপাশি : ২। মাঠ, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ক্ষেত্র ৫। তিতির পাখি-এর আরেক নাম ৬। নক্ষত্রমালা ৮। বেতের তৈরি ঝুড়িবিশেষ ৯। ইহলোক, সংসার সত্তা, স্থিতি ১১। দয়ালু বা দয়াময় ১৩। ষষ্ঠ পাতাল ১৪। পান্না-এর আরেক নাম।

উপর-নীচ : ১। মনের ভাব, অভিপ্রায় ২। মরণশীল, নশ্বর, মৃত ৩। সংগীতের ছয়মাত্রার তালবিশেষ ৪। বর্ষা, মেঘবৃষ্টি ৬। লালচে রংয়ের নমনীয় ধাতুবিশেষ ৭। প্রভু, কর্তা ৮। বোধ, অনুভূতি, অনুমান ৯। ভীতি, শঙ্কা ১০। নাটকের পাত্রপাত্রী ১১। কালো রংয়ের কঠিন খনিজ পদার্থবিশেষ ১২। দেবালয়, উপাসনা গৃহ ১৩। পুত্র।

সমাধান ■ ৪৪৪৮

পাশাপাশি : ১। ওয়াহাবি ৩। মান্দাস ৩। চলনবলন ৬। বিশাখা ৭। কেতন ৯। মনুসংহিতা ১২। নন্দন ১৩। কতিপয়।

উপর-নীচ : ১। ওলাবিবি ২। বিফল ৩। মাধব ৪। সজ্জন ৫। চখা ৭। কেতা ৮। নয়ছয় ৯। মহান ১০। সটান ১১। হিড়িক।

বিন্দুবিসর্গ

‘ছাঁটাই’ ঋষভ

শুভমানের নয়া ডেপুটি রাহুল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ মে : পরতে পরতে চমক। একইসঙ্গে আগামীর নানা ইঙ্গিতও!

চলতি উনিশ নম্বর আইপিএলের প্লে-অফের চার নম্বর দল কে হবে, তা নিয়ে গবেষণার শেষ নেই ক্রিকেট সমাজে। সেই গবেষণার মাঝেই মঙ্গলবার আইপিএল পরবর্তী পর্বের ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে গেল।

৩১ মে আইপিএল ফাইনাল।

বিশ্রামে বুমরাহ-জাড্ডু, ব্রাত্য সামি

ঠিক তার ছয় দিন পর দেশের মাটিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এক ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে ভারত বনাম আফগানিস্তান টেস্টের কোনও নম্বর নেই। ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, তার কোনও প্রভাব পড়বে না। এমন অবস্থায় ঘরের মাঠে আফগান টেস্টের জন্য নানা অঙ্ক কষার খেলা চলছিল। যার মধ্যে সবার আগে নাম ঘুরছিল মহম্মদ সামিরও।

ঘোষিত টেস্ট দল শুভমান গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল (সহ অধিনায়ক), বি সাই সুদর্শন, ঋষভ পন্থ, দেবদত্ত পাডিক্কাল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, মানব সুথার, গুরনুর ব্রার, হর্ষ দুবে ও ধ্রুব জুরেল।

ঘোষিত একদিনের দল শুভমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার (সহ অধিনায়ক), লোকেশ রাহুল, ঈশান কিষান, হার্দিক পান্ডিয়া, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, প্রিন্স যাদব, গুরনুর ব্রার ও হর্ষ দুবে।

২০২৩ সালের পর থেকে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে টেস্ট না খেলা সামির সম্ভাবনা ছিল আফগানিস্তান টেস্টে সুযোগ পাওয়ার। মনে করা হয়েছিল, সেই টেস্টের পরই লাল বলের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াবেন সামি। বাস্তবে আজ আফগানিস্তান টেস্ট ও একদিনের সিরিজের দল ঘোষণায় সামির নাম উঠলেও জাতীয় নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকারের সুবাদে ব্রাত্যই থেকে গেলেন সামি। যদিও দল নির্বাচনের পর নির্বাচক প্রধান দাবি করেছেন, ‘টেস্ট দলে সামিকে নিয়ে আলোচনা হয়নি।’ সামির মতোই রহস্যজনকভাবে সুযোগ হয়নি আকিব নবি দারেরও। শেষ দুই মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে মোট ১০৪ উইকেট নেওয়া নবিকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট স্কোয়াডে না দেখে বিস্মিত ক্রিকেটমহল।

সামিকে ব্রাত্য রাখার পাশে প্রত্যাশিতভাবেই জসপ্রীত বুমরাহকে আফগান টেস্ট স্কোয়াড থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্র জাদেজাকেও। জাড্ডুকে বিশ্রাম দিয়ে দলে বিদর্ভের বাঁহাতি স্পিনার হর্ষ দুবের নাম দেখে অনেকেই অবাক। মনে করা হচ্ছে, জাদেজা হয়তো তাঁর শেষ টেস্ট খেলে ফেলেছেন। টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলে আরও একটি চমক রয়েছে। যদিও সেই চমক অনেকটাই প্রত্যাশিত। ফর্মে না থাকা ঋষভ পন্থকে টেস্ট দলের সহ অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বদলে লোকেশ রাহুলকে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের সহ অধিনায়ক করা হয়েছে। এমন সম্ভাবনার কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও টেস্ট দলে মানব সুথার, গুরনুর ব্রারদের রেখে চমক দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে আগামীর পরিকল্পনারও।

গুরনুর ব্রার

হর্ষ দুবে

মানব সুথার

প্রিন্স যাদব

তুলনায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের দল অনেকটাই প্রত্যাশিত। ভারতীয় স্কোয়াডে বিরাট কোহলি রয়েছেন। অধিনায়ক শুভমান গিলই। তাঁর ডেপুটি হিসেবে রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। রোহিত শর্মাও রয়েছেন একদিনের স্কোয়াডে। দল ঘোষণা করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রোহিত ও হার্দিক পান্ডিয়ার ফিটনেস নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। যদি তাঁরা আফগান সিরিজের আগে পুরো ফিট হয়ে যান, তাহলে স্কোয়াডে থাকবেন। না হলে পরবর্তী সময়ে বিকল্প নাম ঘোষণা হবে। টিম ইন্ডিয়ার একদিনের স্কোয়াডে ফিরেছেন ঈশান কিষানও। ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপ অভিযানে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের সুবাদেই একদিনের দলে ফিরলেন ঈশান। তাঁর প্রত্যাবর্তন টিম ইন্ডিয়ার সাদা বলের স্কোয়াডে ঋষভকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে ফেলে দিল। তাছাড়া একদিনের ক্রিকেটে রাহুলও স্কোয়াডে রয়েছেন। ফলে প্রথম একাদশে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে কে খেলবেন, দল ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয়েছে জল্পনা। দল ঘোষণার পর জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকার বলেছেন, ‘সবদিক বজায় রেখে সেরা ভারসাম্যের দল গড়ার চেষ্টা করেছি আমরা।’

যদিও বাস্তবে আগরকারের কথা ও তাঁর সিদ্ধান্তের মধ্যে বিস্তর ফারাক থেকেই গিয়েছে।

রায়নাকে বলেছিলেন ধোনি

আমার শরীর কিছুটা দুর্বল

চেন্নাই, ১৯ মে : প্লে-অফের স্বপ্ন সুতোয় ঝুলছে চেন্নাই সুপার কিংসের। তবে এবারের মতো ঘরের পর্ব শেষ ইয়েলো আর্মির। সোমবার এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে সিএসকে-র শেষ ম্যাচেও নামেননি মহেন্দ্র সিং ধোনি। ইনিংসের বিরতির সময় গোটা দলের সঙ্গে অবশ্য তাঁকে দেখা গিয়েছিল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে হারলেও গতকাল ম্যাচ শেষে ধোনি-সুরেশ রায়নার রিইউনিয়ন চিপকের দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল। তারপরই ধোনির সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথন সামনে এনেছেন ‘চিন্নাথালা’ রায়না।

ধোনি কি এবারের আইপিএল শেষে অবসর ঘোষণা করবেন? নাকি আগামী বছরের মেগা লিগেও মহেন্দ্রবাবুকে দেখা যাবে? এহেন চেনা প্রশ্নগুলিকে সরিয়ে রেখে রায়না বলেছেন, ‘আমি ধোনিকে বলেছি, তুমি ২০২৬ সালের আইপিএল-কে মিসড কল দিলে। এটা চলতে পারে না। তোমাকে সামনের বার ফিরতেই হবে। ধোনি বলে, আমার শরীর কিছুটা দুর্বল রয়েছে। আমি জানাই, আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করছি না। তোমাকে সামনের বছর খেলতেই হবে। যদিও এই সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই মাহির।’

> আমি ধোনিকে বলেছি, তুমি ২০২৬ সালের আইপিএল-কে মিসড কল দিলে। এটা চলতে পারে না। তোমাকে সামনের বার ফিরতেই হবে। ধোনি বলে, আমার শরীর কিছুটা দুর্বল রয়েছে। আমি জানাই, আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করছি না। তোমাকে সামনের বছর খেলতেই হবে। যদিও এই সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই মাহির।
>
> -সুরেশ রায়না

ধোনি কী করবেন, সেটা তিনিই জানেন। তবে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে হারের পর সিএসকে কোচ স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

২০০৯ সাল থেকে সিএসকে-র কোচের দায়িত্বে রয়েছেন ফ্লেমিং। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল কোচ তিনি (৫টি ট্রফি)। তবে ফ্লেমিংয়ের ভূমিকা নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। আগামী মরশুমে তিনি থাকবেন কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে ফ্লেমিং স্পষ্ট বলেছেন, ‘সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ ম্যানেজমেন্টের। আমরা ভালো কাজ করেছি, নতুন প্রজন্ম তৈরি করেছি, কিন্তু দিনশেষে ফলাফলের বিচারেই কোচকে মাপা হয়। তাই ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তই আমার কাছে চূড়ান্ত।’ ফ্লেমিংয়ের মতে, টুর্নামেন্টের শুরুতে হারের হ্যাটট্রিক দলের ওপর চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর দল ছন্দে ফিরলেও, ক্রমাগত চোট-আঘাতের কারণে দলে বারবার পরিবর্তন করতে হয়েছে। যা পারফরমেন্সে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

এদিকে, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা রবিচন্দ্রন অশ্বীন মনে করছেন অধিনায়কত্বের চাপ রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ব্যাটিংয়ে প্রভাব ফেলছে। গতকাল ২১ বলে ১৫ রানে আউট হন রুতু। যা নিয়ে অশ্বীন বলেছেন, ‘সিএসকে-র মতো ফ্র্যাঞ্চাইজির নেতৃত্ব রুতুর কাছে বাড়তি বোঝা হয়েছে দাঁড়িয়েছে। যা ওর ব্যাটিংকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সঙ্গে মনে রাখতে হবে, ধোনি-পরবর্তী যুগে চেন্নাই সুপার কিংস পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। দলটাকে নতুনভাবে তৈরির সময় দিতে হবে।’

চেনা চিপকে রি-ইউনিয়ন মহেন্দ্র সিং ধোনি ও সুরেশ রায়নার।

নেইমার ও মডরিচকে দেখতে পাবেন ভক্তরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ মে : এবারও দেখা যাবে নেইমার জুনিয়ার এবং লুকা মডরিচকে।

তারকাদের আদৌ দেখা যাবে কি না তা নিয়ে প্রতিনিয়ত সংশয়ের দোলাচল ছিল ও থাকছেই। কারণ লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, মডরিচ, নেইমাররারা এখন প্রায় ‘অতীত’ হওয়ার পথে। কিন্তু সমস্যা হল, এই তারকাদের জায়গা নেওয়ার মতো নাম এখনও সেভাবে খুঁজে পায়নি ফুটবল বিশ্ব। তাই ভক্তদের কাছে এঁরা এখনও সেরা। এই তারকাদের দেখার আকুতি আজও একইরকম। আর তাই আসন্ন বিশ্বকাপে মেসি-রোনাল্ডো-মডরিচ-নেইমারদের আদৌ দেখা যাবে কি না তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন সাধারণ ফুটবল ভক্তরা। তবে বিশ্বকাপের জন্য ২৬ জনের দল ঘোষণা করে দিল ব্রাজিল ও ক্রোয়েশিয়া। আর দুই দেশের তালিকায় নেইমার ও মডরিচের নাম দেখে নিশ্চিতভাবেই খুশি হবেন সংশ্লিষ্ট দেশের ফুটবল ভক্তরা।

ভারতীয়রা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সেই সময়েই কার্লো আন্সেলোত্তি জানিয়ে দিলেন যাঁকে নিয়ে ছিল আলোড়ন সেই নেইমারকে রেখেই ২৬ জনের দল গড়েছেন তিনি। কারণ হিসাবে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ‘ও বিশ্বকাপের মতো আসরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার আমাদের জন্য। তাছাড়া ফিটনেসের ক্ষেত্রে আগের থেকে অনেকটা উন্নতি করেছে।’ লিগামেন্টের সমস্যায় গত দুই বছর ধরে ভুগছেন নেইমার। এমনই অবস্থা যে বিশ্বের অন্যান্য কোনও দেশের লিগেই আর তাঁর জায়গা হয়নি। যার জেরে তিনি ফিরে যান নিজের ছোটবেলার ক্লাব স্যান্টোসে। সৌদি আরবের আল হিলালই হোক কী তার আগে প্যারিস সাঁ জাঁ-সেভাবে মানিয়ে নিতে পারেননি নেইমার। সঙ্গে নিয়মিত ছিল তাঁর চোট সমস্যা। তবু ব্রাজিলের সর্বকালের অন্যতম সেরা এবং সর্বাধিক গোলদাতাকে (৭৯ গোল) বিশ্বকাপের আসরে দেখা যাবে না, এটা মেনে নিতে পারছিলেন না তাঁর ভক্তরা। এবার নিজের চার নম্বর বিশ্বকাপটা খেলবেন তিনি। আগের তিনটিতে তাঁর মোট গোলসংখ্যা ৮। আন্সেলোত্তির ঘোষিত দলে এবার উল্লেখযোগ্য বাদের তালিকায় আছেন জোয়াও পেদ্রো। অনেকেই ভেবেছিলেন তিনি বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেতে চলেছিলেন। তবে আন্সোলোত্তির ভাবনা ছিল আলাদা। নেইমার ছাড়া দলে উল্লেখযোগ্য যারা সুযোগ পেলেন তাঁরা হলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, রায়ান, ইগর থিয়াগোরা। আন্সোলোত্তি বলেছেন, ‘২৬ জনের দল বাছাই করা খুবই কঠিন। কারণ, এই দেশে ফুটবলারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বেশি। আমি জানি গত এক বছর ধরে যেসব ফুটবলার আমাদের সঙ্গে আছে তাদের অনেকেই অখুশি হয়েছে।’

ক্রোয়েশিয়া কোচ জলাটকো ডালিচও ২৬ জনের দলে মডরিচকে রাখায় স্বস্তিতে অনেকে। কারণ দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এরকম কাউকেই প্রয়োজন ছিল ক্রোটদের। এবার নিয়ে সপ্তমবার মূলপর্বে খেলতে চলেছে ক্রোয়েশিয়া। যার মধ্যে ২০১৮ সালে সেরা পারফরমেন্স ছিল। সেবার ফ্রান্সের কাছে হেরে রানার্স হন মডরিচরা। তারও আগে ১৯৯৮ সালে ক্রোয়েশিয়ার তৃতীয় স্থান পায়। অন্যদিকে, ৪০ বছরের মডরিচ এখনও পর্যন্ত ১৯৬টা ম্যাচে খেলেছেন দেশের হয়ে। যা ক্রোয়েশিয়ার হয়ে সর্বকালের রেকর্ড। তিনি ছাড়া এবারের দলে যাঁদের দিকে নজর থাকবে তাঁরা হলেন ইভান পেরিসিচ, মারিও পাসালিচ, আন্দ্রেজ ক্রামারিচ। জসকো ভার্দিওলের শিন বোন ভেঙে যাওয়ায় তাঁকে নিয়ে চিন্তা থাকলেও শেষপর্যন্ত তিনিও ফিট হয়ে আমেরিকাগামী বিমানে চড়তে চলেছেন।

ব্রাজিলের স্কোয়াড

গোলকিপার : অ্যালিসন বেকার, এডারসন মোয়ারেস, ওয়েভার্টন

ডিফেন্ডার : অ্যালেক্স সান্দ্রো, ব্রেমার, ড্যানিলো, ডগলাস স্যান্টোস, গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস, ইবানেজ, লিও পেরেরা, মার্কুইনোস, ওয়েসলি

মিডফিল্ডার : ব্রুনো গুইমারেজ, ক্যাসেমিরো, ড্যানিলো স্যান্টোস, ফ্যাবিনহো, লুকাস পাকুয়েতা

স্ট্রাইকার : এনড্রিক, গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি, ইগর থিয়াগো, লুইস হেনরিক, ম্যাথিয়াস কুনহা, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, নেইমার জুনিয়ার, রাফিনহা ও রায়ান।

ক্রোয়েশিয়ার স্কোয়াড

গোলকিপার : ডমিনিক লিভাকোভিচ, ডমিনিক কোটারস্কি, ইভর পানডুর

ডিফেন্ডার : জসকো ভার্ডিওল, দুজে কালেটা-কার, জোসিপ সুটালো, জোসিপ স্টানিসিচ, মারিন পনগ্রাসিচ, মার্টিন আর্লিচ, লুকা ভুসকোভিচ

মিডফিল্ডার : লুকা মডরিচ, মাতেও কোভাসিচ, মারিও পাসালিচ, নিকোলা ভ্লাসিচ, লুকা সুচিচ, মার্টিন বাতুরিনা, ক্রিশ্চিয়ান জাকিচ, পিটার সুচিচ, নিকোলা মোরো, টনি ফ্রুক

স্ট্রাইকার : ইভান পেরিসিচ, আন্দ্রেজ কামারিচ, আন্তে বুদিমির, মার্কো পাসালিচ, পিটার মুসা ও ইগর মাতানোভিচ।

সাম্মানিক ২৮তম সদস্য জোটা

পর্তুগাল দলের নেতৃত্বে রোনাল্ডো

লিসবন, ১৯ মে : বিশ্বকাপের জন্য চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করল পর্তুগাল। প্রত্যাশামতোই দলের অধিনায়ক করা হয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। এই নিয়ে রেকর্ড সংখ্যক ছয়বার বিশ্বকাপের মঞ্চে নামবেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। ৪১ বছরের রোনাল্ডো পর্তুগালের সর্বাধিক গোলস্কোরার। একইসঙ্গে সর্বাধিক ২২৬ ম্যাচেও দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। প্রত্যাশামতোই দলে সুযোগ পেয়েছেন জোয়াও ফেলিক্স, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, বার্নার্ডো সিলভারা। ২৭ জনের মূল স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্টিনেজ। সঙ্গে সাম্মানিক ২৮তম সদস্য হিসেবে দিয়েগো জোটাকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। গত বছরের ৩ জুলাই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনি এবং তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভা। পর্তুগাল কোচ মার্টিনেজ বলেছেন, ‘জোটা আমাদের শক্তি। ওকে হারানোর মুহূর্তটা গোটা দলের জন্য কঠিন ছিল। তবে ওর স্বপ্নের জন্যই আমরা লড়ব। ওর আত্মা আমাদের সঙ্গে থাকবে।’

পর্তুগালের স্কোয়াড

গোলকিপার : দিয়েগো কোস্তা, হোসে সা, রুই সিলভা, রিকার্ডো ভেলহো

ডিফেন্ডার : দিয়োগো ডালোট, ম্যাথিয়াস নুনেস, রুবেন ডিয়াস, নেলসন সেমেডো, জোয়াও ক্যানসেলো, নুনো মেন্ডেস, গঞ্জালো ইনাসিও, রেনাতো ভিয়েগা, টমাস আরাউহো

মিডফিল্ডার : রুবেন নেভেস, স্যামু কোস্তা, জোয়াও নেভেস, ভিটিনহা, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, বার্নার্ডো সিলভা

স্ট্রাইকার : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, জোয়াও ফেলিক্স, ফ্রান্সিসকো ট্রিনকাও, ফ্রান্সিসকো কনসেকাও, পেদ্রো নেটো, রাফায়েল লিয়াও, গঞ্জালো গুয়েডেস, গঞ্জালো র‌্যামোস ও দিয়োগো জোটা (সাম্মানিক)।

বিশ্বকাপ প্রস্তুতি নিয়ে চিন্তিত ইরানের কোচ ঘালেনোই

তেহরান, ১৯ মে : বিশ্বকাপের আগে খেলোয়াড়দের প্রস্তুতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন ইরানের কোচ আমির ঘালেনোই। আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিমান হানার পর ফেব্রুয়ারির শেষ দিক থেকে ইরানের ঘরোয়া ফুটবল লিগ বন্ধ রয়েছে। ফলে দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই গত সাত সপ্তাহ ধরে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলের বাইরে রয়েছেন।

তুরস্কে অনুশীলন শিবিরের জন্য রওনা হওয়ার আগে ঘালেনোই বলেছেন, ‘খেলোয়াড়দের ফিটনেস নিয়ে আমি একেবারেই সন্তুষ্ট নই। তবে আশা করছি, তুরস্কে তিন সপ্তাহের অনুশীলনে আমরা অন্তত ২০-২৫ শতাংশ খামতি মেটাতে পারব।’ ১৫ জুন লস অ্যাঞ্জেলসে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ইরান। তার আগে ২৯ মে গাম্বিয়ার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন তাঁরা।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ছাড়ছেন পেপ

ম্যাঞ্চেস্টার ও বার্সেলোনা, ১৯ মে : ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে পেপ গুয়ার্দিওলার ১০ বছরের পথচলা আগামী রবিবার থামতে চলেছে। সেদিনই এতিহাদ স্টেডিয়ামে এবারের প্রিমিয়ার লিগে ম্যান সিটির শেষ ম্যাচ অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে। তারপরই পেপের আগামী মরশুমে সিটি ছাড়ার ঘোষণা আসতে চলেছে বলে ইংল্যান্ড সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। টানা চারটি সহ মোট ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে এনে দিয়েছেন এই ৫৫ বছর বয়সি কোচ। এবারও তাঁর দল প্রিমিয়ার লিগ জয়ের দৌড় থেকে ছিটকে যায়নি। সিটি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে তাদের স্পনসরদের পেপের সরে যাওয়ার কথা আগাম জানিয়ে দিয়েছে। গুয়ার্দিওলার ঘনিষ্ঠজনদের কাছেও বিষয়টি বেশ কিছুদিন ধরে এক ‘ওপেন সিক্রেট’। শোনা যাচ্ছে, পেপকে ফেয়ারওয়েল জানাতে সোমবার ম্যাঞ্চেস্টারের রাস্তায় একটি ছাদখোলা বাসে করে প্যারেড করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিকেল ৪টায় নর্দার্ন কোয়ার্টার থেকে শুরু এই প্যারেড শেষ হবে এতিহাদ স্টেডিয়ামের কলিন বেল স্ট্যান্ডের সামনে। গুয়ার্দিওলার শূন্যস্থানে চেলসির প্রাক্তন কোচ এনজো মারেসকা ও বায়ার্ন মিউনিখের বর্তমান কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানির নাম ভাসছে।

বার্সেলোনাতেই ফ্লিক

টানা দ্বিতীয়বার লা লিগা জেতানোর পর বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ালেন কোচ হান্সি ফ্লিক। ২০২৮ সাল পর্যন্ত ন্যু ক্যাম্পে থাকছেন ৬১ বছরের এই জার্মান কোচ, সঙ্গে ২০২৯ পর্যন্ত চুক্তি বাড়ানোর বিকল্পও রাখা হয়েছে। ২০২৪ সালে জাভির জায়গায় দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বার্সেলোনাকে সাফল্যের শিখরে তুলেছেন ফ্লিক। তাঁর অধীনে প্রথম মরশুমেই ঘরোয়া ট্রেবল জিতেছিল বার্সা। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এখনও সাফল্য অধরা। ফ্লিক জানিয়েছেন, নতুন চুক্তির পর দলের লক্ষ্য হল আরও পরিশ্রম করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার স্বপ্ন পূরণ করা।

এশিয়ান গেমসে অনিশ্চিত ভিনেশ

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : আসন্ন এশিয়ান গেমসে নামার স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে গেল ভিনেশ ফোগটের। সোমবার দিল্লি হাইকোর্ট তাঁর আর্জির ভিত্তিতে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেয়নি। সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৫ বা ২০২৬ সালে পদকজয়ী কুস্তিগিররাই এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে নামতে পারবেন। মাতৃত্বকালীন ছুটির কারণে এই সময়ে কোনও টুর্নামেন্ট না খেলায় ভিনেশ বাদ পড়েছেন।

ভিনেশের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক নিয়মে মাতৃত্বকালীন ছুটির পর খেলোয়াড়দের র‌্যাঙ্কিং সুরক্ষিত থাকে, কিন্তু ফেডারেশন ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে আটকাচ্ছে। আদালত এই বিষয়ে ফেডারেশনের জবাব তলব করেছে। আগামী ৩০ ও ৩১ মে এশিয়ান গেমসের ট্রায়াল হওয়ার কথা।

ইতালিতে পরিকল্পনার অভাবের কথা মালদিনির মুখে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ মে : ইরানের প্রস্তুতির জন্য তুরস্কে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মোটামুটিভাবে ইতালির পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকার রাস্তা পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

ইরানের যোগদানে ইতালির রাস্তা বন্ধ

বিশ্বকাপের জন্য ইরান তাদের শেষপর্যায়ের প্রস্তুতি সারবে তুরস্কে। যার জন্য তারা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে আন্টাল্যায়। সেখানে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি ছাড়াও ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সারা হবে ইরানের তরফে। যা খবর তাতে ফিফার মহাসচিব মাতিয়াস গ্রেফস্টর্মের সঙ্গে ইরান ফুটবল ফেডারেশনের যে আলোচনা হয়েছে ইস্তানবুলে তা আশাপ্রদ এবং সেখানে মোটামুটিভাবে ইরানের যোগদানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তেমনি ফিফাও আগ্রহের সঙ্গে তাদের যে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত সেই কথাও মাতিয়াস জানিয়ে দিয়েছেন ইরানি কর্তাদের। ইরানের সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যার জন্য যে দোলাচল ছিল তাতেই ইতালির বিশ্বকাপে ঢুকে পড়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাদের পরিবর্ত হিসাবে নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ দেখায় এমনকি ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারও। কিন্তু ফিফা শুরু থেকেই নিশ্চিত ছিল ইরানের যোগদানের বিষয়ে। শেষপর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে ইরানের যোগদান প্রায় পাকা বলা হচ্ছে। ফলে আর ইতালিকে নিয়ে আলোচনার জায়গা থাকছে না।

> আমাদের দেশ টেনিসে সাফল্য পাচ্ছে তার কারণ এখানে পরিকল্পনা আছে। আর সেটারই অভাব ফুটবলে।
>
> -পাওলো মালদিনি
> ইতালির প্রাক্তন ফুটবলার

প্রসঙ্গত, এবারও প্লে-অফে হেরে গিয়ে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি চারবারের চ্যাম্পিয়নরা। আর ইতালির এই পরপর বিশ্বকাপে না পৌঁছাতে পারা নিয়ে এখন সেদেশের প্রাক্তন তারকারাও সমালোচনায় মুখর। পাওলো মালদিনি ফুটবল ফেডারেশনের পরিকল্পনা না থাকার দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের দেশ টেনিসে সাফল্য পাচ্ছে তার কারণ এখানে পরিকল্পনা আছে। আর সেটারই অভাব ফুটবলে।’ তাঁর অভিযোগের তীর এফআইজিসি-র দিকে। মিলানের কিংবদন্তি ইতালিয়ান ওপেন টেনিস টুর্নামেন্ট দেখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন। বিশ্বের এক নম্বর জানিক সিনারকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মালদিনির বক্তব্য, ‘বিশ্বের এক নম্বর তারকা যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে সেই খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এখন এই যে প্রথম একশোয় এত ইতালীয় খেলোয়াড় আছে এটা তো ফ্লুক হতে পারে না। তার মানে সেখানে একটা পরিকল্পনা আছে। যার অভাব দেখা যাচ্ছে ফুটবলে। চিরকালই ফুটবলে প্রতিভার অভাব ছিল না এদেশে।’ তিনি নতুন দিশা তৈরির উপর বাড়তি জোর দেন। তবে তিনি নিজে ফেডারেশনে আসার বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি।

প্রসঙ্গত, ৫৭ বছরের মালদিনি ২০১৯ থেকে ২৩ সাল পর্যন্ত এসি মিলানের টেকনিকাল ডিরেক্টর ছিলেন। তবে তাঁকে শৃঙ্খলা না মানায় তাঁকে অপসারিত করা হয়।

হারের মুখে পাকিস্তান

সিলেট, ১৯ মে : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতার মুখে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় টেস্টের শেষদিনে তাদের প্রয়োজন মাত্র ৩ উইকেট। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সামনে ১২১ রানের প্রায় অসম্ভব লক্ষ্য। ১৩৪ বল খেলে ৭৫ রানে অপরাজিত পাকিস্তানের একমাত্র ব্যাটার মহম্মদ রিজওয়ান। দিনের শেষ সেশনে সলমন আলি আঘার (৭১) সঙ্গে ১৩৪ রান জোড়েন। সলমনকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন তাইজুল ইসলাম (১১৩/৪)। পরে হাসান আলিকেও তুলে নেন তাইজুল। তার আগে পাকিস্তানের টপ অর্ডারকে ভাঙেন মেহিদি হাসান মিরাজ (৬২/১) ও নাহিদ রানা (৫৮/২)।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ Dear best friend Tulai : Wish you a very Happy Birthday. From - Mana.

চেন্নাইয়ে হতে পারে বিগ ব্যাশের উদ্বোধনী ম্যাচ

চেন্নাই, ১৯ মে : ক্রিকেট বিশ্বে এক নতুন ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে। ২০২৬-'২৭ মরশুমের বিগ ব্যাশ লিগের উদ্বোধনী ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বদলে ভারতের মাটিতে আয়োজিত হতে পারে। আর সেই ম্যাচের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে চেন্নাই সুপার কিংসের ঘরের মাঠ এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামকে।

সোমবার সিএসকে বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ চলাকালীন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ সদস্যের একটি দল স্টেডিয়াম পরিদর্শনে এসেছিলেন। বিসিসিআই এবং তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকেও ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। এখন শুধু সরকারি স্তরে চূড়ান্ত আলোচনার অপেক্ষা। সিডনি থান্ডার, মেলবোর্ন স্টার্স এবং মেলবোর্ন রেনেগেডসের মতো দলগুলি চেন্নাইয়ে খেলতে আগ্রহী।

তবে, এই ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে চেন্নাইয়ের সরাসরি কোনও বিমান নেই, যা খেলোয়াড়দের ভ্রমণের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যার কারণ হতে পারে। এছাড়া ডিসেম্বরে চেন্নাইয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকে। টিভি সম্প্রচারের কথা মাথায় রেখে ম্যাচটি দিনের বেলায় আয়োজিত হবে কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে।

অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে বেসরকারি বা বিদেশি বিনিয়োগ টানার ব্যাপারেও বিতর্ক চলছে। সিএ চাইছে কিছু দলে বেসরকারি বিনিয়োগ আসুক, কিন্তু নিউ সাউথ ওয়েলসের মতো রাজ্যগুলি এর তীব্র বিরোধিতা করছে। তারা চাইছে বর্তমান কাঠামোতেই এমন কিছু পরিবর্তন আনা হোক, যাতে বিদেশি বিনিয়োগ ছাড়াই লিগ থেকে বেশি লাভ করা যায়। চেন্নাইয়ে এই ম্যাচটি আয়োজিত হলে, তা বিগ ব্যাশ লিগের সম্প্রসারণ এবং জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে।

বরুণ ধোঁয়াশা নিয়ে ফের বাঁচার ম্যাচ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৯ মে : মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-২৫ কলকাতা নাইট রাইডার্স-১১।

ইডেন গার্ডেন্স-দ্বৈরথ ধরলেও মুম্বইয়ের পক্ষে স্কোরলাইন ৭-৪! নাইট সাজঘরের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যে পরিসংখ্যান। বুধবার মুম্বইয়ের শক্ত গাঁট পেরোনোর চাপ নিয়ে ফের ভেসে থাকার লড়াই। জিতে প্লে-অফের আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখা। গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বৈরথে ফের বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে ধোঁয়াশা।

গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে চোট সারিয়ে ফিরেছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনেই আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয় প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বরুণের বোলিং। গুজরাটকে হারালেও বরুণের ফিটনেস চাপে ফেলে দিয়েছে নাইট শিবিরকে। আনফিট বরুণকে খেলানো নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়। যদিও আগামীকাল আরও মরণবাঁচন ম্যাচে বরুণ-অস্ত্র হাতছাড়া করতে নারাজ অভিষেক নায়াররা।

সোমবার প্র্যাকটিসে আসেননি বরুণ। বিশ্রামে ছিলেন। মঙ্গলবার অবশ্য ইডেনে হাজির দলের সঙ্গে। তবে নেটে সতীর্থদের সঙ্গে খুব অল্প সময়ই কাটালেন। পরিবর্তে কালো স্ক্রিনের (নেটের উলটো দিকে থাকা) আড়ালেই দলের থ্রো ডাউন এক্সপার্টকে একাকী বোলিং অনুশীলন! উইকেট ছাড়াই বেশ কিছুক্ষণ বোলিংয়ের পর সোজা সাজঘরে। যার সঙ্গে রেখে গেলেন একঝাঁক প্রশ্ন। উত্তরের জন্য টস পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

মুম্বইয়ের কিছু পাওয়ার নেই। বিদায়ঘণ্টা আগেই বেজে গিয়েছে। লক্ষ্য আপাতত, সেই 'হ্যাপি এন্ডিং'-এর প্রলেপ দেওয়া। ইডেনের সাংবাদিক সম্মেলনে নমন ধীরের গলায় সেই সুর। বলছিলেন, 'ছিটকে গেলেও মোটিভেশনের অভাব নেই। সমর্থকদের জন্য জিততে চাই। ফলাফল ভেবে নয়, প্রতি ম্যাচই আমরা জেতার জন্য নামি।' তারকাখচিত পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের সেই রসদ যে ভীষণভাবে রয়েছে, বলার অপেক্ষা রাখে না।

হার্দিক পান্ডিয়া, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ এদিন ইডেনমুখো হননি। আগামীকাল তাজা হয়ে নামবেন নাইটদের বিরুদ্ধে দাপটের ইতিহাস বজায় রাখতে। যার প্রতিফলন ঘটলে বুধবারের নন্দনকাননে নাইটদের বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে। ১২ ম্যাচে শাহরুখ খান ব্রিগেডের সংগ্রহ ১১ পয়েন্ট। লক্ষ্য পরিষ্কার, বাকি দুইয়েও 'করব লড়ব জিতব রে' স্লোগানে ইডেন দখল।

লক্ষ্যপূরণে অতীত পরিসংখ্যান, পয়েন্ট টেবিলের আট নম্বরে থাকার হিসেব-নিকেশ সরিয়ে রেখে ঝাঁপাতে মরিয়া নাইট শিবির। অক্সিজেন জোগাচ্ছে শেষ হাফডজন ম্যাচে (রায়পুরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ বাদে) পাঁচ জয়। বরুণ-ফ্যাক্টর বাদ দিলে টিমগেমে যে বিজয়রথ বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ। ফিন অ্যালেনের সৌজন্যে পাওয়ার প্লে-তে 'স্টার্টিং প্রবলেম'-এর অনেকটাই সুরাহা হয়েছে। অঙ্গকৃষ রঘুবংশী, ক্যামেরন গ্রিন, রিঙ্কু সিংদের ম্যাচ জেতাচ্ছেন।

এদিন নেটে সহকারী কোচ শেন ওয়াটসনের নজরদারিতে টানা ব্যাটিং অনুশীলন রঘুবংশীর। ইয়র্কারের বিরুদ্ধে বাড়তি জোর। প্রত্যাশিত, আগামীকাল প্রতিপক্ষ দলে 'বুমবুম' বুমরাহ। ছন্দে না থাকলেও বুমরাহ-ম্যাজিক কখন কী কাণ্ড ঘটাবে পূর্বাভাস মুশকিল। বাড়তি সতর্কতা রঘুবংশীদের। পাশে নেটে তখন পাওয়ার হিটিংয়ের প্রদর্শনী রোভমান পাওয়েল, টিম সেইফার্ট, অ্যালেনদের। চিন্তার আরেক নাম মাথিশা পাথিরানা। আগামীকাল খেলার সম্ভাবনা নেই। পরিবর্তে ফিরছেন পাওয়েল। লম্বা সময় নেটে দাপিয়ে বেড়ালেন। কিন্তু বরুণকে না পাওয়া গেলে? বিকল্প নেই নায়ারদের হাতে। ভরসা বলতে অনুকুল রায়। তবে বরুণ-সুনীল নারায়ণের পাশে পারফর্ম করা আর বরুণহীন দলে স্পিন ব্রিগেডের দায়িত্ব সামলানো এক নয়। চাপ বাড়বে। তবে আত্মবিশ্বাসী অনুকূল। দাবি শুধু বোলিং নয়, ব্যাটিংয়েও ভরসা জোগাতে চান।

জিতলেই নায়ারদের চোখে একাধিক সমীকরণ। আরসিবি (১৮), গুজরাট টাইটান্স (১৬), সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (১৬)- তিন দলই নাইটদের নাগালের বাইরে। বাকি দুই ম্যাচ জিতলে ১৫-তে পৌঁছোবে টিম শাহরুখ। সেক্ষেত্রে প্লে-অফের বাকি জায়গার জন্য লড়াই মূলত রাজস্থান রয়্যালস, পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে। প্রার্থনা এদিন রাতে (মঙ্গলবার) রাজস্থানের বিরুদ্ধে লখনউ সুপার জায়েন্টসের জয়েও। তবে স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখতে মুম্বই গাঁট পেরোতেই হবে।

ইডেন গার্ডেন্সে মঙ্গলবার বরুণ চক্রবর্তী। ছবি : ডি মণ্ডল

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে নাইটদের কেঁপে যাওয়ার পুরোনো রোগ। অপরদিকে, ইডেন আর রোহিত বরাবরই সমার্থক। চলতি লিগেও ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রথম সাক্ষাতে হিটম্যান শোয়ের ধাক্কায় বেলাইন হয়েছে বাজিগরের দল। আজিঙ্কা রাহানের ৬৭ রানের প্রচেষ্টা ধামাচাপা পড়ে যায় যার সামনে। মাঝের সময়ে মেগা লিগের অনেক সমীকরণই বদলে গিয়েছে। আগামীকাল নতুন দিন, নতুন লড়াই। মুম্বইয়ের হার্ডল পেরিয়ে রাহানের দল ভেসে থাকে কি না, সেটাই এখন দেখার।

বস বেবির নয়া কীর্তি

অর্ধশতরানের পর বৈভব সূর্যবংশী।

প্লে-অফে সহজ অঙ্ক রাজস্থানের

লখনউ সুপার জায়েন্টস-২২০/৫
রাজস্থান রয়্যালস- ২২৫/৩
(১৯.১ ওভারে)

জয়পুর, ১৯ মে : তিনটি দল প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলেছে। বাকি একটি জায়গার জন্য লড়াইয়ে পাঁচ দল! যার মধ্যে রাজস্থান রয়্যালসও রয়েছে। তাই লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার প্রথমবারের চ্যাম্পিয়নদের একগাদা পরিবর্তন দেখে অনেকেই ভ্রূ কুঁচকে ছিলেন। বিশেষ করে পেসার নান্দ্রে বার্জারের অনুপস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে মিচেল মার্শ, জোশ ইনগ্লিসদের তাণ্ডব দেখে সমর্থকরা রাজস্থান 'হাল ছেড়ে দেওয়া' মানসিকতার কারণ হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন।

ক্রিকেট দেবতা হয়তো তখন আড়ালে বসে মুচকি হাসছিলেন। কারণ বৈভব সূর্যবংশী নামক তাঁর ব্রহ্মাস্ত্রের খেল দেখানো যে বাকি ছিল! মিচেল মার্শ সম্ভবত কিছুটা অনুমান করেছিলেন। ৫৭ বলে ৯৬ রানের ইনিংস খেলে ফেরা মার্শ লখনউয়ের ২২০/৫ স্কোরের পরও দলের জয় নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না।

এবারের আইপিএলে সোয়াই মানসিং স্টেডিয়াম রাজস্থানের জন্য অপয়া। এদিনের আগে পর্যন্ত এবার সোয়াই মানসিংয়ে একটিও জয় ছিল না তাদের। তার মধ্যে এদিন চোটের জন্য ছিলেন না রাজস্থানের নিয়মিত অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। তাঁর অনুপস্থিতিতে শুরুতে রীতিমতো বিভ্রান্ত দেখাল যশস্বী জয়সওয়ালকে। রানতাড়ায় নেমে রাজস্থানের হয়ে পালটা দেওয়ার কাজটা অবশ্য যশস্বীই (২৩ বলে ৪৩) শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিদায়ের পর বৈভব যে তাণ্ডবটা শুরু করেন তার কোনও উত্তর ছিল না লখনউ বোলারদের কাছে। আইপিএলে কনিষ্ঠতম হিসেবে এক মরশুমে পাঁচশো রানের গণ্ডি টপকানোর দিনে আরও একবার তিনি অরেঞ্জ ক্যাপের দখল নিয়েছেন। কিন্তু এত অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার লোক তো 'বস বেবি' নন। তাই এদিনের ১০ ছক্কায় ১৫ বছরের কিশোর এক আইপিএলে সর্বাধিক ওভার বাউন্ডারিতে ইউনিভার্স বস ক্রিস গেইলকে (৫৯টি ছয়) চ্যালেঞ্জ জানানো শুরু করে দিলেন। সেই সঙ্গে এক আইপিএলে পাওয়ার প্লে-তে সর্বাধিক রানে বৈভব (৪২৬) পৌঁছে গেলেন দুই নম্বরে। সামনে থাকা ডেভিড ওয়ার্নারও (৪৬৭) তাঁর সামনে আর দূরের গ্রহ বলে মনে হচ্ছে না।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে পাওয়ার প্লে-তে বিনা উইকেটে ৮৩ রান তুলে টোন সেট করে দেন মার্শ ও ইনগ্লিস (২৯ বলে ৬০)। ওপেনিং জুটিতে আসে ৮.২ ওভারে ১০৯। ইনগ্লিস ও নিকোলাস পুরানকে (১৬) ফিরিয়ে যশ রাজ পুঞ্জা (৩৫/২) রাজস্থানকে সাময়িক স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু মার্শকে আটকানো যায়নি। লখনউয়ের প্রথম ব্যাটার হিসেবে টানা দুইটি মরশুমে আইপিএলে ৫০০ রানের গণ্ডি টপকে গেলেন এই অজি অলরাউন্ডার। গত ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৯০ রান করেছিলেন মার্শ। এদিন শেষ ওভারে রানআউট না হলে তিনি শতরান করেই ফিরতেন। শেষদিকে মার্শকে যোগ্য সংগত করেন অধিনায়ক ঋষভ পন্থও (২৩ বলে ৩৫)।

কিন্তু বৈভবের আগ্রাসনের সামনে সব কিছুই জলে যায়। রাজস্থান ১৯.১ ওভারে ২২৫/৩ স্কোরে পৌঁছে যায়। সূর্যবংশী আউট হওয়ার পর বাকি কাজটা সেরে এসেছেন ধ্রুব জুরেল (৩৮ বলে অপরাজিত ৫৩) ও ডোনোভান ফেরেইরা (অপরাজিত ১৬)। রাজস্থান ১৩ ম্যাচে ১৪ পয়েন্টে পৌঁছে চতুর্থ দল হিসেবে প্লে-অফে যাওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে সুবিধায় থাকল।

নাইটদের শুভেচ্ছা জানালেন শাহরুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ মে : মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের প্রাক্কালে দলকে শুভেচ্ছা জানালেন শাহরুখ খান। 'কিং' সিনেমার শুটিংয়ের জন্য বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন বলিউড বাদশা। শুটিংয়ের ফাঁকেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের সিইও ভেঙ্কি মাইসোরের মাধ্যমে দলের উদ্দেশ্যে এদিন শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন। চাপমুক্ত হয়ে খেলার কথা বলেছেন। এদিন অনুশীলনের ফাঁকে সেই বার্তা ক্রিকেটারদের কাছে তুলে ধরেন ভেঙ্কি।

গত ছয় ম্যাচে দলের দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের কথাও উল্লেখ করেছেন। শাহরুখের বিশ্বাস, দল যা বজায় রাখতে সমর্থ হবে বুধবারের দ্বৈরথেও। শুভেচ্ছাবার্তায় প্লে-অফ ভাবনার চাপ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে নিজেদের সহজাত ক্রিকেট এবং সেরা খেলাটা তুলে ধরার ওপর জোর দিয়েছেন।

মুম্বই বরাবরই সম্মানের ম্যাচ বলিউড বাদশার জন্য। যদিও বাস্তব হল সম্মানের সেই ম্যাচে বারবার ধাক্কা খেয়েছে তার সাধের নাইট ব্রিগেড। চলতি লিগেও অভিযান শুরুর দ্বৈরথে মুম্বইয়ের কাছে হারতে হয়েছে। ঘরের মাঠে ভেসে থাকার ম্যাচে যার হিসেব চুকোনোর সুযোগ। দুইয়ে দুইয়ে চার করার টক্করে শাহরুখের শুভেচ্ছাবার্তা বুধবার দলকে কতটা উজ্জীবিত করে সেটাই দেখার।

আইপিএলে আজ

INDIAN PREMIER LEAGUE

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : কলকাতা

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ইস্টবেঙ্গলকে সতর্ক করলেন ব্যারেটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : প্রথমবার আইএসএল খেতাব জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গলকে সতর্ক করে দিলেন সবুজ-মেরুনের বহু যুদ্ধের সৈনিক হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো।

মঙ্গলবার আসন্ন কলকাতা ফুটবল লিগের জন্য হেড কোচ হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যারেটোর নাম ঘোষণা করল জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাব। কলকাতা ব্যারেটোর দ্বিতীয় ঘর। এই শহরের সঙ্গে তাঁর অনেক আবেগ জড়িয়ে। আরও একবার কলকাতায় ফিরে তাই দারুণ উচ্ছ্বসিত সবুজ তোতা। জর্জের চুক্তিতে সই করার পর ব্যারেটো বলেছেন, 'নতুন দায়িত্ব, নতুন চ্যালেঞ্জ। খেলোয়াড় হিসাবে সবসময় চেষ্টা করেছি সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না।'

ব্যারেটো যেখানে, সেখানে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল প্রসঙ্গ উঠবে না তা হয় না। স্বাভাবিকভাবেই আইএসএলের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে এদিন প্রশ্ন করা হয় সবুজ-মেরুনের প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকাকে। অঙ্কের হিসেব বলছে, খেতাব জয়ের দৌড়ে সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। তবে ব্যারেটোর বিশ্বাস, এখনও চ্যাম্পিয়ন হতে পারে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তাদের জন্য সবুজ তোতা বলেছেন, 'আমি এখনও আশা রাখি মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। গত কয়েকটা ম্যাচে জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করেই কাজটা কঠিন করে ফেলেছে সবুজ-মেরুন। যে কারণে এখন অন্য দলের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।'

জর্জের দায়িত্বে সবুজ তোতা

ব্রুজোঁর দলকে সতর্ক করে ব্যারেটোর বার্তা, 'মোহনবাগানকে রুখে দিয়েছিল ইন্টার কাশী। ইস্টবেঙ্গলের জন্যও কাজটা খুব সহজ হবে বলে আমার মনে হয় না। দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ হতে চলেছে। এই ম্যাচটার গুরুত্ব ডার্বির চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।' কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মাঠও ফ্যাক্টর হতে পারে ইস্টবেঙ্গলের জন্য, বলছেন ব্যারেটো।

শিলিগুড়ির নেতৃত্বে চন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ মে : সিএবি-র আন্তঃ জেলা সিনিয়ার ক্রিকেটের জন্য শিলিগুড়ি দল গঠিত হয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী ঘোষিত দল - চন্দনকুমার সিং (অধিনায়ক), চন্দন মণ্ডল, দেবজিৎ ঘোষ, সায়ন মণ্ডল, মহম্মদ জাভেদ আলম, রাজকমল প্রসাদ, রাম ঠাকুর, ডোনিল দত্ত, মুজ্জাম্মিল রাজা রহমান, সুরজ রায়, আকাশ তরফদার, করণ মাহাতো, সুমিতকুমার সিং, গৌরব মুন্ডা, রাঘব দাস ও প্রবীণ ছেত্রী। কোচের দায়িত্বে সন্দীপ সান্যাল। ম্যানেজার জ্যোতি দে সরকার ও স্নেহাশিস ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের বিরুদ্ধে তাদের মাঠেই শিলিগুড়ির প্রথম খেলা। পর দিন নামবে উত্তর ২৪ পরগনার বিরুদ্ধে।

চ্যাম্পিয়ন দেবতনু-প্রবাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ মে : বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের তপন ঘোষ ট্রফি ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন দেবতনু রায়-প্রবাল ঘোষ। রানার্স বিপুল সরকার-ধীরাজ সাহা। এছাড়াও অন্যান্য বয়স বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে শান্তনু বসু-যশ বর্ধন ও সর্বজিৎ ভৌমিক-দেবদূত চক্রবর্তী (৭০ ঊর্ধ্ব), শান্তনু-স্বপন দেবনাথ ও সর্বজিৎ-অ্যালেন (৮৫ ঊর্ধ্ব), প্রিয়রঞ্জন পাল-প্রসেনজিৎ সাহা ও অসীম ভৌমিক-গেলসন ভুটিয়া (১১০ ঊর্ধ্ব)।

পদক বিজয়ীদের আর্থিক পুরস্কার, ঘোষণা নিশীথের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : রাজ্য পালাবদল ঘটতেই ক্রীড়ানীতিতেও বদল আসছে। নয়া সরকারের আমলে পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের আর্থিক পুরস্কারের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে চলেছে। সেইসঙ্গে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে বিশ্বমানের অ্যাথলেটিক ট্র্যাক বসতে চলেছে।

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। পূর্বতন সরকারের আমলে অলিম্পিকে সোনজয়ীদের ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার বরাদ্দ ছিল। নয়া সরকারের আমলে তা একলাফে বহুগুণ বেড়ে ৮ কোটি টাকা হচ্ছে। সেইসঙ্গে অলিম্পিকে রুপোজয়ীরা ৬ কোটি ও ব্রোঞ্জজয়ীরা ৪ কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার পেতে চলেছেন বলেই জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ।

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে নতুন অ্যাথলেটিক ট্র্যাক

পুরস্কারমূল্য বাড়ছে এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস পদকজয়ীদের। এশিয়ান গেমসে সোনা, রুপো এবং ব্রোঞ্জ পদকজয়ীদের যথাক্রমে ৫ কোটি, ৪ কোটি ও ২ কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। একইভাবে কমনওয়েলথ গেমসের সোনাজয়ীদের ১.৫ কোটি, রুপোজয়ীদের ৭৫ লক্ষ ও ব্রোঞ্জজয়ীদের ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার বরাদ্দ করা হচ্ছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদকজয়ীদের ক্ষেত্রে আলাদা কোনও আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। নয়া সরকারের আমলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পদকজয়ীদেরও আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। একইভাবে জাতীয় গেমসের পদকজয়ীদেরকেও পুরস্কৃত করা হবে। শুধু আর্থিক পুরস্কার নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পদকজয়ীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বোচ্চ ডিএসপি র‍্যাংক পর্যন্ত চাকরি পাবেন তারা।

এদিন রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানোর কথা ঘোষণা করেন নিশীথ। এই নিয়ে পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করছে রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে জাতীয় ক্রীড়ানীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে নিশীথ বলেছেন, 'জাতীয় ক্রীড়ানীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজ্যের ক্রীড়াঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করা হবে। বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে পরিবারতন্ত্র ও স্বজনপোষণ চলছিল। সেইগুলি বন্ধ হবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'খেলো ইন্ডিয়া ও সাইয়ের প্রস্তাব মেনে কাজ করা হবে। কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলিতে ক্রীড়ামহোৎসব চালু করা হবে। এখানে ১২টি ইভেন্ট থাকবে। আশা করছি অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় এই ক্রীড়ামহোৎসব থেকে উঠে আসবেন।' বাংলার তিন প্রধানের পাশে নয়া সরকার থাকবে বলেই জানান ক্রীড়ামন্ত্রী।

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে নতুন অ্যাথলেটিক ট্র্যাক তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। সেইসঙ্গে সল্টলেক স্টেডিয়ামের অ্যাথলেটিক ট্র্যাককে আরও উন্নত করা হবে। একাধিক নতুন ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরির ভাবনাও রয়েছে। সাঁতারের দিকেও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুইমিং পুল তৈরির সঙ্গে প্রতিভাবান সাঁতারুদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে। স্কেটিং নিয়ে আগ্রহ রয়েছে রাজ্য সরকারের। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে একটি করে স্কেটিং রিং তৈরির ঘোষণা করেন ক্রীড়ামন্ত্রী।

আগেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে থাকা অদ্ভুত মূর্তি সরানোর ঘোষণা করেছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী। এবার সেই মূর্তি সরে গেলে বাংলার কোনও প্রাক্তন ফুটবলারের মূর্তি বসানো হবে বলে জানান তিনি।

খেতাবের আরও কাছে আর্সেনাল

লন্ডন, ১৯ মে : প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়া থেকে এক জয় দূরে আর্সেনাল। তবে মঙ্গলবার রাতে বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটি পয়েন্ট খোয়ালেই ২২ বছর পর ইপিএল খেতাব জিতে যাবে গানার্স। সোমবার রাতে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে বার্নলেকে। ৩৭ মিনিটে কাই হাভার্জ গোল করেন। ৩৭ ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৮২। তাদের থেকে এক ম্যাচ কম খেলে ম্যান সিটি পিছিয়ে ৫ পয়েন্টে। আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছেন, এক রাতের জন্য তিনি সবচেয়ে বড় বোর্নমাউথ সমর্থক!

আইএসএল খেতাবের হাতছানি দুই শিবিরের সামনেই। তার আগে বিপরীত মেরুতে কলকাতার দুই প্রধান।

শেষ ম্যাচের আগে চাপমুক্ত ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : আর মাত্র একটা জয়। তার পরেই ভারতসেরার তকমা পাবে ইস্টবেঙ্গল। খেতাব জয় থেকে এক ধাপ দূরে দাঁড়িয়ে মিগুয়েল ফিগুয়েরারা। শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষ ইন্টার কাশী। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে চাপমুক্ত লাল-হলুদ শিবির। অনুশীলনেও ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেল ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের। একটানা ম্যাচ খেলে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা ক্লান্ত। তাই মঙ্গলবার খুব বেশি সময় অনুশীলন করালেন না অস্কার ব্রুজোঁ। বেশিরভাগ সময় ফিটনেসে জোর দিলেন। ডার্বিতে লাল কার্ড দেখেছিলেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। কিন্তু তাঁর লাল কার্ড প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছে ইস্টবেঙ্গল। রাত পর্যন্ত খবর, সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি ফেডারেশন। লাল কার্ড প্রত্যাহারের সম্ভবনাও কম বলেই ধারণা ইস্টবেঙ্গল থিংকট্যাংকের। তাই এডমুন্ডকে ছাড়াই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন অস্কার। ধারেভারে ইন্টার কাশীর থেকে অনেকটাই এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু গত ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে রুখে দিয়েছিল অভিজিৎ মণ্ডলের ছেলেরা। তাই সতর্ক থাকতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। মঙ্গলবার রাত থেকে এই ম্যাচের টিকিট ছাড়ার কথা। টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য রাখা হচ্ছে ৫০০ টাকা। এদিকে, আইএসএলের শেষ ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র কাছে ২-০ গোলে পরাজিত হয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

দিল্লি ম্যাচে অনিশ্চিত কামিন্স, আপুইয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের খেতাব ভাগ্য এখন ইন্টার কাশীর হাতে। এই পরিস্থিতিতে দলের মোটিভেশন ধরে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে সের্জিও লোবেরার জন্য।

বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে আইএসএলে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে সবুজ-মেরুন। তার আগে মঙ্গলবার অনুশীলন শুরুর আগে ফুটবলারদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন স্প্যানিশ কোচ। মানসিকভাবে লিস্টন কোলাসো, টম অ্যালড্রেডদের মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখতেই সম্ভবত এই উদ্যোগ লোবেরার।

এদিকে, দিল্লি ম্যাচে আপুইয়া ও জেসন কামিন্সের খেলা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। এদিন দুইজনের কেউই মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন না। কামিন্স বেশিরভাগ সময়টাই রইলেন সাইডলাইনে। শেষদিকে অল্প কিছুক্ষণ দৌড়াতে দেখা গেল তাঁকে। সূত্রের খবর, অজি স্ট্রাইকার স্প্রিন্ট টানতে পারছেন না। অন্যদিকে, আপুইয়া বসে রইলেন মাঠের ধারে। তবে দুই ফুটবলারের জন্য শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইছেন লোবেরা। সূত্রের খবর. আপুইয়াকে মাঠে নামানো সম্ভব হলেও কামিন্সের খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এদিন অভিষেক সিং টেকচাম ও অনিরুদ্ধ থাপাকেও বিশ্রাম দিয়েছিলেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অনীশ আগরওয়াল - কে 18.02.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46E 91459 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে চাই যে ডিয়ার লটারি আমাকে একটি স্থিতিশীল আর্থিক সহায়তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের জীবনে ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে এক কোটি টাকার মালিক হওয়া হয়তো সম্ভব নয়। ডিয়ার লটারিতে সামান্য কিছু টাকা খরচ করে টিকিট কেনার মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

এসএমকেপি থেকে সরতে চান মনোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ মে : শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের (এসএমকেপি) প্রাক্তন ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা কার্যনির্বাহী সমিতি থেকে সরে যেতে চেয়ে নিজের ক্লাব স্বস্তিকা যুবক সংঘকে চিঠি দিয়েছেন। শুধু এসএমকেপি-র নয়, স্বস্তিকার কার্যনির্বাহী সমিতি থেকেও তিনি সরতে চান। মনোজের এই ইচ্ছা ব্যক্তিগত কারণে বলে তাঁর ক্লাব সচিব উজ্জ্বল মিত্রকে জানিয়েছেন। যদিও এই ব্যাপারে সাংবাদিকদের সামনে মনোজ কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তবে উজ্জ্বল বলেছেন, 'কয়েকদিন আগে মনোজ ভার্মা চিঠি দিয়ে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ক্লাবের জোড়া দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের কার্যনির্বাহী সমিতির বেশ কিছু সদস্য শহরের বাইরে থাকায় এই ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।'

তবে মনোজের আবেদন স্বস্তিকা মেনে নিলে এসএমকেপি-র কার্যনির্বাহী সমিতিতে প্রতিনিধি শূন্য হয়ে পড়তে পারে তাঁর ক্লাব। এসএমকেপি সচিব কুন্তল গোস্বামী বলেছেন, 'মেয়াদের মধ্যবর্তী সময়ে কোনও সদস্য কার্যনির্বাহী সমিতি থেকে ইস্তফা দিলে তাঁর ক্লাব থেকেই শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই। কার্যনির্বাহী সমিতি আলোচনায় বসে কাকে কো-অপ্ট করা হবে ঠিক করবে।'

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের নিশান্ত ছেত্রী।

নিশান্তের গোলে জয়ী মিলনপল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত ও অমৃতকুমার চৌধুরী প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে হারিয়েছে নবীন সংঘকে। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন নিশান্ত ছেত্রী। ম্যাচের সেরা হয়ে নিশান্ত পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। বুধবার খেলবে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ও এনআরআই।

৬ উইকেট সনগ্রিপের, অমিক্ষার ৭৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের স্নাতকোত্তর স্তরের ক্রীড়ায় মহিলাদের আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেটে মঙ্গলবার নেপালি বিভাগ ৫৭ রানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে হারিয়েছে। প্রথমে নেপালি ৫ উইকেটে ৭৯ রান তোলে। রূপা ছেত্রী ২৪ রান করে। উর্মিলা ছেত্রী ১৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৭ উইকেটে ২২ রানে আটকে যায়। ঊর্মিলা ২০ রান করেন। সনগ্রিপ লেপচা ১৩ রানে ফেলে দেন ৬ উইকেট।

মাইক্রোবায়োলজি ৭৩ রানে ইকোনমিক্স-সেন্টার ফর হিমালয়ান স্টাডিজের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে মাইক্রোবায়োলজি ৬ ওভারে ১ উইকেটে ১০৬ রান তোলে। অমিক্ষা খাওয়াস ৭৮ রান করেন। জবাবে ইকোনমিক্স-সেন্টার ফর হিমালয়ান স্টাডিজ ৩ উইকেটে ৩৩ রানে থামে। অমিক্ষা ৫ রানে নেন ২ উইকেট। ইংরাজি বিভাগ ১০ উইকেটে বাংলা বিভাগকে হারিয়েছে। প্রথমে বাংলা ১ উইকেটে ৭৬ রান তোলে। সুপ্রিয়া বর্মন ৩৮ রান করেন। জবাবে ইংরাজি ৩.২ ওভারে বিনা উইকেটে ৭৯ রান তুলে নেয়। প্রিয়াংকা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০ রান করেন। ম্যাথমেটিক্স ১০ উইকেটে জিওগ্রাফির বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে জিওগ্রাফি ৩ উইকেটে ৫১ রান তোলে। ভাস্বতী বর্মন ১৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ম্যাথমেটিক্স বিনা উইকেটে ৫৩ রান তুলে নেয়। ভাস্বতী ৩৭ রান করেন।

রিসার্চ স্কলারদের ম্যাচে 'বি' দল ৩৯ রানে 'এ' দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে 'বি' দল ৫ উইকেটে ৭৮ রান তোলে। বিবেকানন্দ রায় ২৮ ও রাজু সরকার ২১ রান করেন। জ্ঞানেন্দ্র ভাণ্ডারি ১০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে 'এ' দল ৬.৪ ওভারে ৩৯ রানে গুটিয়ে যায়। দিলীপ সরকার ১৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন বিবেকানন্দও (২/২)।